ফৌজদারী মোকদ্দমার

কার্য্যবিধান

অর্থাৎ

নির্ঘণ্টসহ ১৮৬১ সালের ২৫ আইন।

গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক

শ্রীজান রাবিনসন সাহেব কর্ত্তৃক

কলিকাতা

বাপ্তিষ্ট মিশন যন্ত্রে তৃতীয় বার মুদ্রাঙ্কিত হইল।

১৮৬৩ সাল।

ফৌজদারী কার্য্যবিধানের আইন।

অধ্যায়ের নির্ঘণ্ট।

নির্ঘণ্ট।

ধারার নির্ঘণ্ট।

ভূমিকা।

দফা।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

দফা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

দফা।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

দফা।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

দফা।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়।

দফা।

একত্রিংশ অধ্যায়।

ইংরাজী ১৮৬১ সাল ২৫ আইন।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের জারীকরা এই আইনেতে শ্রীযুক্ত রাইট অনরবিল গবরনর্ জেনরল বাহাদুর ইংরাজী ১৮৬১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তারিখে স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করেন। এইক্ষণে তাহা সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইন।

ফৌজদারী যে সকল আদালত রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত হয় নাই সেই সকল আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য সুগম করণের আইন।

হেতুবাদ।

ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারার্থে যে সকল আদালত রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত হয় নাই, তাহার মধ্যে কার্য্য হইবার নিয়ম সুগম করা বিহিত, এই কারণে এই ২ বিধান হইল।

সংক্ষেপ নামের

১ ধারা। এই আইনের নাম "ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইন" হইবে ইতি

প্রথম অধ্যায়।

নানা কথার অর্থের ব্যাখ্যা।

অর্থের কথা।

২ ধারা। এই আইনের যে ২ কথার ও শব্দের যে অর্থ এই অধ্যায়ে করা যাইতেছে, তাহা বিষয় বুঝিয়া কি পূর্ব্বাপর কথাতে অসঙ্গত না হইলে সেই কথার ও শব্দের অর্থ হইবেক ইতি।

৩ ধারা। "ব্রিটনীয় ভারতবর্ষ" এই কথাতে "ভারতবর্ষ দেশ আর উত্তমরূপে কর্ত্তৃত্ব করিবার আইন" নামে মহারাণী বিক্টরিয়ার ২১ ও ২২ বৎসরের ১০৬ অধ্যায়ের আইনক্রমে যত দেশ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রতি বর্ত্তিয়াছে কি বর্ত্তিবে তাহা বুঝাইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে প্রিন্স অব ওএলস আইলণ্ড পিনাঙ্গ ও সিংহপুর ও মলাক্কা বসতিস্থান ধরিতে হইবে না ইতি।

ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অর্থ।

৪ ধারা। "বিশেষ আইন" এই শব্দেতে বিশেষ কোন বিষয়ে যে আইন বর্ত্তে সেই আইন বুঝাইবে ইতি।

বিশেষ আইনের অর্থ।

৫ ধারা। "স্থানবিশেষের আইন" এই শব্দেতে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের কেবল খণ্ডবিশেষে যে আইন প্রচলিত হয় সেই আইন বুঝাইবে ইতি।

স্থানবিশেষের আইনের অর্থ।

৬ ধারা। "অস্থাবর সম্পত্তি" এই শব্দেতে ভূমি, ও ভূমিতে সংলগ্ন দ্রব্য, ও ভূমিতে সংলগ্ন কোন দ্রব্যেতে যাহার চিরকালীনরূপে সংযোগ থাকে এমত দ্রব্য ব্যতীত, অন্য সর্ব্বপ্রকারের সম্পত্তি বুঝাইবে ইতি।

অস্থাবর সম্পত্তির অর্থ।

৭ ধারা। একবচনের শব্দেতে সেই শব্দের বহুবচনও বুঝাইবে, ও বহুবচনের শব্দেতে সেই শব্দের এক বচনও বুঝাইবে ইতি।

বচনের কথা।

৮ ধারা। পুংলিঙ্গবোধক শব্দের মধ্যে স্ত্রীগণকেও বুঝাইবে ইতি।

লিঙ্গের কথা।

৯ ধারা। "অনুসন্ধান করা" শব্দেতে বিচারের প্রথম স্তরের সকল কার্য্য বুঝাইবে। ও "নির্ব্বাহ করা" শব্দেতে বিচার ও তৎপরের সমস্ত কার্য্য অপরাধির দণ্ড করণপর্য্যন্তও বুঝাইবে ইতি।

অনুসন্ধান করণের ও নির্ব্বাহ করণের অর্থ।

১০ ধারা। "লিখিত" শব্দেতে সীসাদির অক্ষরে ছাপা, ও পাথর হইতে ছাপা, ও খোদিত কথাও বুঝাইবে ইতি।

"লিখিত" কথার অর্থ।

১১ ধারা। "ফৌজদারী আদালত" এই কথাতে যে কোন জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমা প্রথমতঃ কি আপীলক্রমে নিষ্পত্তি করিতে কিম্বা অন্য কোন আদালতের কি কার্য্যকারকের প্রতি সমর্পণ করণার্থে ঐ মোকদ্দমায় আইনমতের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করেন, তাঁহাকে বুঝাইবে ইতি।

ফৌজদারী আদালতের অর্থ।

১২ ধারা। যিনি আইনমতে একা, কিম্বা যে বিচারকর্ত্তাগণ আইন-মতে একত্র বিচারকর্ত্তাস্বরূপে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়া বিচারকর্ত্তাস্বরূপে কার্য্য করিতেছেন, সেই সময়ে তাঁহাকে কি তাঁহারদিগকে "বিচার আদালত" শব্দেতে বুঝাইবে ইতি।

বিচার আদালতের অর্থ।

১৩ ধারা। "সেশন আদালত" এই শব্দেতে, ২২ ধারার নিরূপিত সীমা দৃষ্টি করিয়া, বোম্বাই রাজধানীর আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের আদালতও বুঝাইবে ইতি।

সেশন আদালতের অর্থ।

১৪ ধারা। "জিলার মাজিষ্ট্রেট" এই কথাতে, কোন জিলার ফৌজদারী কর্ম্ম নির্ব্বাহের ভার প্রধান যে কার্য্যকারকের প্রতি অর্পিত হয়, তাঁহার যে কোন খ্যাতি হউক, তাঁহাকে বুঝাইবে ইতি।

জিলার মাজিষ্ট্রেটের অর্থ।

১৫ ধারা। "মাজিষ্ট্রেট" শব্দেতে, যাঁহারা মাজিষ্ট্রেটের সকল কি কোন ক্ষমতামতে কার্য্য করেন তাঁহারদিগকে বুঝাইবে ইতি।

মাজিষ্ট্রেট শব্দের অর্থ।

১৬ ধারা। "মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা" এই কথাতে মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা বুঝাইবে ইতি।

মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার অর্থ।

১৭ ধারা। "মাজিষ্ট্রেটের কোন২ ক্ষমতা" এই কথাতে মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতার ন্যূন কোন ক্ষমতা বুঝাইবে ইতি।

মাজিষ্ট্রেটের কোন২ ক্ষমতার অর্থ।

১৮ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা যত দূর ব্যাপে তাহা এই আইনের কার্য্যের নিমিত্তে "জিলা" জ্ঞান হইবেক। ও জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটকে জিলার যে অংশবিশেষে ক্ষমতা অর্পিত হয়, তাহা "জিলার খণ্ড" জ্ঞান হইবে ইতি।

জিলার ও জিলার খণ্ডের কথা।

১৯ ধারা। এই আইন ৪৪৫ ধারাক্রমে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে প্রচলিত হয়, সেই স্থানে "সদর আদালত" শব্দেতে ফৌজদারী মোকদ্দমায় আপীল হইবার কি ঐ মোকদ্দমার পুনর্বিচার করিবার অতিউচ্চ যে আদালত থাকে, সেই আদালতকে বুঝাইবে ইতি।

সদর আদালতের অর্থ।

২০ ধারা। "বৎসর" কি "মাস" শব্দ যে স্থলে ব্যবহার হয়, সেই স্থলে ব্রিটনীয় পঞ্জিকামতে ঐ বৎসর কি মাস গণনা করা যাইবে, এমত জ্ঞান করিতে হইবে ইতি।

বৎসর ও মাস শব্দের অর্থ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ফৌজদারী আদালতের ক্ষমতার বিধি।

২১ ধারা। ভিন্ন ২ শ্রেণীর ফৌজদারী আদালত এই আইনমতে যে ২ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন তদনুসারে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির ১৮৬০ সালের ৪৫ আইনমতের কিম্বা অন্য কোন বিশেষ কি স্থানবিশেষের আইনমতের দণ্ডনীয় অপরাধ সম্পর্কে, ক্ষমতাপন্ন হইবেন। কিন্তু যদি উক্ত কোন আইনক্রমে, কোন অপরাধের দণ্ড অন্য কোন কার্য্যকারকের দ্বারা করিতে হইবার কথা ঐ আইনেতে বিশেষমতে নির্দ্দিষ্ট থাকে, তবে সেই অপরাধ সম্পর্কে ঐ ২ আদালতের ক্ষমতা থাকিবে না। আরো এই ধারামতে যে সকল অপরাধ ঐ ২ আদালতের ক্ষমতার মধ্যে আইসে তাহার সন্ধান ও বিচার করণকার্য্য তাঁহারদের এই আইনের বিধানমতে করিতে হইবে ইতি।

ফৌজদারী আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমার কথা।

২২ ধারা। এই আইনের অন্তভাগের লিখিত তফসীলে যে সকল অপরাধ ব্যক্ত হইয়াছে সেই ২ অপরাধের বিচার, ঐ তফসীলের ব্যাখ্যার্থে তদগ্রভাগের লিখিত তৃতীয় মন্তব্য কথার বিধানবশতঃ ঐ তফসীলের ৭ ঘরের নির্দ্দিষ্ট আদালতের দ্বারা হইতে পারিবে। ও তদ্রূপ অপরাধ সম্পর্কে ঐ ২ আদালত নীচের লিখিত সীমার মধ্যে দণ্ডাজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন। অর্থাৎ,

তফসীলের নির্দ্দিষ্ট অপরাধ যে ২ আদালতের বিচার্য্য হয়, ও সেই ২ আদালত যে পর্য্যন্ত দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারেন তাহার কথা।

সেশন আদালত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, (কিন্তু ইহাতে সদর আদালতের সম্মতির অপেক্ষা থাকে) ও দ্বীপান্তর প্রেরণের, ও চৌদ্দ বৎসরের অনধিক কাল কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবার, ও ইহার মধ্যে আইনঅনুসারে

সেশন আদালতের ক্ষমতার কথা।

নির্জনে যে কয়েদ হইতে পারে সেই কয়েদ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা যত টাকাপর্য্যন্ত হউক তত টাকা জরীমানা, ও যে২ স্থলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতে দুই দণ্ড করিবার ক্ষমতা থাকে সেই স্থলে দ্বীপান্তর প্রেরণ ও জরীমানা, কিম্বা কয়েদ ও জরীমানা, এই উভয় দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। যে২ স্থলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতে সম্পত্তিদণ্ডের আজ্ঞা হইতে পারে এমন স্থলে সেশন আদালত উক্ত দণ্ডাজ্ঞার অতিরিক্ত সম্পত্তিদণ্ডেরও আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

বোম্বাই প্রসীডেন্সীতে সেশন জজ সাহেব মোকদ্দমা বিচার করিবার জন্যে আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ সাহেবের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন। তদ্রূপ স্থলে ঐ আসিষ্টাণ্ট জজ সাহেবেরা এই২ সীমার মধ্যে দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন। অর্থাৎ সাত বৎসরের অনধিক কোন কাল-পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবার (ও ইহার মধ্যে নির্জনে কয়েদ করিবার অনুমতি আইনক্রমে হইলে সেইরূপ কয়েদ হইবার) কিম্বা জরীমানার কিম্বা ঐ দুই দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। যদি তিন বৎসরের অধিক কাল কয়েদ হইবার আজ্ঞা করেন, তবে সেই হুকুমের বিষয়ে সেশন জজ সাহেবের সম্মতির অপেক্ষা থাকে। সেশন জজ সাহেব আসিষ্টাণ্টদের কার্য্যের পুনর্ব্বিচার করিতে ও তৎকার্য্যের উপর আপীল শুনিতে পারিবেন, ও তাঁহাদের দণ্ডাজ্ঞা কি হুকুম স্থির রাখিতে কি সংশোধন কি অন্যথা করিতে পারিবেন, কিন্তু দণ্ড বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ সাহেবেরা মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যের পুনর্ব্বিচার করিতে কিম্বা তাহার উপর আপীল শুনিতে পারিবেন না।

বোম্বাইতে আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ সাহেবের কথা।

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক দুই বৎসরের অনধিক কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবার (ও ইহার মধ্যে আইনমতে নির্জনে কয়েদ হইবার অনুমতি হইলে সেইরূপ কয়েদ হইবার,) কিম্বা এক সহস্র টাকাপর্য্যন্ত জরীমানার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা যে স্থলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতে দুই দণ্ড করিবার অনুমতি থাকে, সেই স্থলে কয়েদ ও জরীমানা এই উভয় দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতার কথা।

অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেট, কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের কোন ২ ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক প্রথম শ্রেণীর হইলে ছয় মাসের অনধিক কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবার, কিম্বা দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও যে স্থলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতে দুই দণ্ড করিবার অনুমতি থাকে, সেই স্থলে কয়েদ ও জরীমানা এই উভয় দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

প্রথম শ্রেণীর অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর হইলে, তিনি এক মাসের অনধিক কাল কয়েদ করিবার কিম্বা পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও যে স্থলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনেতে দুই দণ্ডের অনুমতি থাকে সে স্থলে কয়েদ ও জরীমানা এই উভয় দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর হইলে তাঁহার কথা।

মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাক্রমে যে কার্য্যকারক কর্ম্ম করেন তাঁহার ন্যূন ক্ষমতাপন্ন কোন আদালত, ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৭৩ ধারামতে নির্জনে কয়েদ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন না ইতি।

২৩ ধারা। ইহার পূর্ব্বের ধারাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটের যে সকল ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই ২ ক্ষমতাক্রমে অন্য ব্যক্তিরা এই আইন অনুসারে কিম্বা বিশেষ কি স্থানবিশেষের কোন আইন অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন, এই অভিপ্রায়ে স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্ট ঐ অন্য ব্যক্তিদিগকেও সেই ২ ক্ষমতা দিতে পারিবেন ইতি।

মাজিষ্ট্রেটের কি অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা কোন ব্যক্তিদিগকে অর্পণ করিতে স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

২৪ ধারা। ফৌজদারী আদালতের ক্ষমতা সকল লোকের উপর ব্যাপ্ত হইবে। কিন্তু পার্লিমেণ্টের কোন আইনদ্বারা, কিম্বা বাঙ্গলা কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই দেশের চলিত কোন আইনদ্বারা, কিম্বা এই আইন, কি হজুর কৌনসেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অন্য কোন আইনদ্বারা যাঁহারা বহির্ভূত হন কি হইবেন, তাঁহাদের উপর ঐ আদালতের ক্ষমতা থাকিবে না ইতি।

বিশেষমতের বর্জিত ব্যক্তি ভিন্ন সকল লোকের উপর ফৌজদারী আদালতের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

২৫। কোন ব্যক্তি জন্মস্থান কি বংশ প্রযুক্ত এই আইনের লিখিত ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের বহির্ভুত হইবেন না। কিন্তু কোন লোকের নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহা বুঝিয়া তিনি যে আদালতের ক্ষমতার মধ্যে না থাকেন, এমত আদালতে তাঁহার বিচার করিবার, কিম্বা বিচারার্থে তাঁহাকে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা এই ধারার কোন কথাতে হইল, এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

জন্মস্থান কি বংশপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তির ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধান হইতে মুক্ত না হওয়ার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

২৬ ধারা। এই আইনেতে অন্য প্রকারের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, অপরাধ যে জিলাতে কি জিলার যে খণ্ডে করা যায়, তথায় তদনুসন্ধান ও নিৰ্দ্ধাৰ্য্য হইবে। কিন্তু ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজারা স্থপ্রীম কোর্টের এলাকার বাহিরে অপরাধ করিলে ঐ কোর্টের মধ্যে তাহারদের বিচার ও অপরাধ নির্ণয় না হইবে, এই ধারার কোন কথার এমন অর্থ করিতে হইবে না।

অপরাধ যে স্থানে করা যায় সাধারণমতে সেই স্থানে তাহার বিচার হইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

২৭ ধারা। কোন ব্যক্তি যে ক্রিয়া করে ও তাহাতে যে ফল উৎপন্ন হয় তদ্হেতুক তাহার নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে, যে জিলাতে কি জিলার যে খণ্ডে ঐ ক্রিয়া করা যায়, হয় তাহাতে, না হয় যে জিলাতে কিম্বা জিলার যে খণ্ডে উক্ত কোন ফল উৎপন্ন হয় তাহাতে, উক্ত অপরাধের অনুসন্ধান কি নিৰ্দ্ধাৰ্য্য হইতে পারিবে ইতি।

যে স্থানে ক্রিয়া করা যায় কি তাহার ফল উৎপন্ন হয় সেই স্থানে বিচার হইবার কথা।

২৮ ধারা। অপরাধের সহায়তা যে কোন স্থানে করা যাউক, যে অপরাধের সহায়তা হয় তাহার অনুসন্ধান কি নিৰ্দ্ধাৰ্য্য যে জিলাতে কি জিলার যে খণ্ডে হইতে পারে, তাহাতে ঐ অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন আদালত ঐ সহায়তার অনুসন্ধান কি নিৰ্দ্ধাৰ্য্য করিতে পারিবেন। অর্থাৎ ঐ সাহায্য করা অপরাধের সমুদয় কি একাংশ যে স্থানে হয়, সেই স্থানে অপরাধের সহায়তা হইলে, যেমন তথায় তদনুসন্ধান ও নিৰ্দ্ধাৰ্য্য হইতে পারিত, তেমনি হইতে পারিবে। অথবা সহায় ব্যক্তি ঐ অপরাধের সহায়তার কোন কার্য্য যে কোন জিলাতে কি জিলার যে খণ্ডে করিয়া থাকে, তথায় তদনুসন্ধান ও নিৰ্দ্ধাৰ্য্য হইতে পারিবেক ইতি।

সহায়তার কথা।

২৯ ধারা। যদি কোন অপরাধ স্থানবিশেষের একি গবর্ণমেণ্টের কি ভিন্ন ২ গবর্ণমেণ্টের শাসিত দুই কি ততোধিক জিলার সীমান্তস্থানে, কিম্বা একি জিলার দুই কি ততোধিক খণ্ডের সীমান্তস্থানে করা যায়, কিম্বা স্থানবিশেষের একি গবর্ণমেণ্টের কি ভিন্ন ২ গবর্ণমেণ্টের শাসিত এক জিলাতে কি জিলার এক খণ্ডে আরম্ভ হইয়া অন্য জিলাতে কিম্বা সেই জিলার অন্য খণ্ডে সমাপ্ত হয়, তবে উক্ত কোন এক জিলাতে কি জিলার খণ্ডে ঐ অপরাধের অনুসন্ধান কি নির্দ্ধার্য্য হইতে পারিবেক, অর্থাৎ তাহার মধ্যে ঐ অপরাধ নিশ্চিত ও সম্পূর্ণরূপে হওয়ার মত তাহাতেই অনুসন্ধান কি নির্দ্ধার্য্য হইতে পারিবে ইতি।

সীমান্ত স্থানে কৃত অপরাধের কথা।

৩০ ধারা। কোন লোক কিম্বা কিছু সম্পত্তি ঘোড়ার কি গরুর গাড়িতে কি অন্য যান বাহনে, কিম্বা কোন ঘোড়ার কি বলদপ্রভৃতির পিঠে পথে যাইতেছে কি চালান হইতেছে, কিম্বা নৌকাদির গমনীয় কোন নদী কি খাল খাড়িপ্রভৃতি দিয়া কোন লোক কি কিছু সম্পত্তি নৌকাপ্রভৃতি করিয়া যাইতেছে কি চালান হইতেছে এমন সময়ে সেই লোকের উপর কিম্বা সেই সম্পত্তির উপর কি তৎসম্পর্কে যদি কোন অপরাধ করা যায়, তবে যে যাত্রাকালে ঐ অপরাধ হয়, সেই যাত্রায় ঐ ঘোড়ার কি গরুর গাড়ি কি যান বাহন কি বলদাদি কি নৌকাপ্রভৃতি যে ২ জিলা কি জিলার যে ২ খণ্ড দিয়া গমন করে, তাহার কোন এক জিলাতে কি খণ্ডে ঐ অপরাধের অনুসন্ধান কি নির্দ্ধার্য্য হইতে পারিবেক, অর্থাৎ তাহারই মধ্যে ঐ অপরাধ নিশ্চিত ও সম্পূর্ণরূপে হইবার মত সেই স্থানে অনুসন্ধান কি নির্দ্ধার্য্য হইতে পারিবেক। ও যদি কোন রাস্তার পার্শ্ব কি মধ্যস্থান কি অন্য ভাগ, কিম্বা তদ্রূপ কোন নদীর কি খালের কি নৌকাগমনীয় পথের ধার কি তীর কি মধ্য স্থান কি অন্য ভাগ দুই জিলার কি জিলার দুই খণ্ডের সীমান্তস্থান হয়, তবে যে যাত্রাকালে ঐ অপরাধ করা যায় সেই যাত্রায় ঐ ঘোড়ার কি গরুর গাড়ি কি যান বাহন কি বলদাদি কি নৌকাপ্রভৃতি যে ২ জিলার কি জিলার যে ২ খণ্ডের মধ্য কি নিকট কি সীমান্তস্থান দিয়া যায়, তাহার কোন এক জিলাতে কি খণ্ডে ঐ অপরাধের অনুসন্ধান কি নির্দ্ধার্য্য হইতে পারিবেক, অর্থাৎ তাহারই মধ্যে ঐ অপরাধ নিশ্চিত ও সম্পূর্ণরূপে হইবার মত সেই স্থানে অনুসন্ধান কি নির্দ্ধার্য্য হইতে পারিবেক ইতি।

পথে গমন প্রভৃতি সময়ে যে অপরাধ হয় তাহার কথা।

৩১ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের "চোরা দ্রব্য গ্রহণবিষয়ি" অধ্যায়ের ৪১১ কি ৪১২ কি ৪১৪ ধারামতের দণ্ডনীয় অপরাধের অভিযোগ কোন ব্যক্তির নামে হইলে, যে কোন জিলার মধ্যে কি জিলার যে খণ্ডে ঐ চোরা দ্রব্য ঐ ব্যক্তির নিকটে থাকে বা ছিল তাহাতে, কিম্বা যে অপরাধদ্বারা ঐ দ্রব্য উক্ত আইনের অর্থক্রমে চোরা দ্রব্য হইল সেই অপরাধ যে জিলাতে কি জিলার যে খণ্ডে করা যায়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত অপরাধের অনুসন্ধান কি নিষ্কার্য্য হইতে পারিবে ইতি।

চোরা দ্রব্য গ্রহণাদির কথা।

৩২ ধারা। যদি কোন ব্যক্তির নামে ঠগ হওয়ার, কি ঠগ হইয়া হত্যা করার, কিম্বা হত্যা সহিত কি হত্যাবিনা ডাকাইতী করার, কিম্বা ডাকাইতদের দলভুক্ত হওয়ার, কিম্বা ঠগদের কি ডাকাইতদের দলভিন্ন নিয়ত চৌর্য্য কি দস্যুতা করণাভিপ্রায়ে দলভুক্ত কোন ভ্রমণকারি কি অন্য প্রকারের চোরের দলে প্রবিষ্ট হওয়ার অভিযোগ হয়, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কোন জিলাতে থাকে সেই জিলাতে সেশন আদালতে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ অপরাধের অনুসন্ধান লইতে পারিবেন, ও সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে সেশন আদালতের অধীন থাকেন, সেই আদালতে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা যাইতে পারিবে ইতি।

ঠগ প্রভৃতি হওয়ার কথা।

৩৩ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি বিচার আদালতের কোন দণ্ডাজ্ঞাক্রমে কিম্বা তদ্রূপ কোন দণ্ডাজ্ঞার পরিবর্ত্তনক্রমে, আইনমতে কোন প্রহরির জিম্মাহইতে পলায়ন করে, অথবা যদি তাহার নামে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির ২২৭ ধারামতের কিম্বা দণ্ডস্বরূপ পরিশ্রমবিষয়ি ১৮৫৫ সালের ২৪ আইনের ১২ ধারামতের দণ্ডনীয় কোন অপরাধের অভিযোগ হয়, তবে যে জিলাতে কি জিলার যে খণ্ডে ঐ ব্যক্তি ধৃত হয় কি পুনশ্চ ধৃত হয় তাহাতে, কিম্বা যে জিলাতে কি জিলার যে খণ্ডে পূর্ব্বে তাহার বিচার হয় তাহাতে, কিম্বা প্রহরির জিম্মাহইতে পলাতক হইলে যে জিলাতে প্রহরিহইতে পলায়ন করে সেই জিলাতে ঐ অপরাধের অনুসন্ধান কি নিষ্কার্য্য হইতে পারিবেক ইতি।

দণ্ডাজ্ঞাক্রমে আইনমতে কয়েদ হইয়া পলায়ন করিলে তাহার কথা।

৩৪ ধারা। অপরাধ বিশেষের অনুসন্ধান কি নিষ্কার্য্য কোন্ জিলার মধ্যে করিতে হয়, এতদ্বিষয়ের যদি কোন সন্দেহ থাকে, তবে যে জিলাতে করিতে হইবে এই কথা,

অনুসন্ধান যে স্থানে লওয়া যাইবে এতদ্বি-

যে সদর আদালতের এলাকার মধ্যে অপরাধী ধৃত হয় সেই সদর আদালত নিরূপণ করিতে পারিবেন ইতি।

যয়ে সন্দেহ হইলে সদর আদালতের তাহা নিরূপণ করিবার কথা।

৩৫ ধারা। কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীলী মোকদ্দমা ফৌজদারী এক আদালতহইতে উঠাইয়া অন্য আদালতে অর্পণ হইবার আজ্ঞা হইলে যথার্থ বিচারের সাহায্য হয় কিম্বা উভয় পক্ষের ও সাক্ষিদের সাধারণমতে সুবিধা হয়, সদর আদালত যখন এরূপ বোধ করেন, তখন আপনার কর্ত্তৃত্বের অধীন ফৌজদারী কোন এক আদালতহইতে ঐ মোকদ্দমা উঠাইয়া সমান কি অধিক ক্ষমতাপন্ন অন্য আদালতে অর্পণ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা কোন অপরাধ যে জিলাতে কি জিলার যে খণ্ডে করা যায় তদ্ভিন্ন অন্য জিলাতে কি অন্য খণ্ডে তাহার অনুসন্ধান কি নির্দ্ধার্য্য হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

কোন মোকদ্দমা এক আদালতহইতে উঠাইয়া অন্য আদালতে অর্পণ করিতে সদর আদালতের ক্ষমতার কথা।

৩৬ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা জিলার কোন খণ্ডের কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব ফৌজদারী কোন মোকদ্দমা আপন জিলার কি খণ্ডের অন্তঃপাতি আপনার অধীন কোন আদালতহইতে উঠাইয়া আপনি তাহার বিচার করিতে পারিবেন, কিম্বা ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন আদালতে বিচারার্থে সমর্পণ করিতে পারিবেন ইতি।

কোন মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন কোন আদালতহইতে উঠাইয়া আপনার বিচার করিবার কি অধীন অন্য কোন আদালতে অর্পণ করিবার কথা।

৩৭ ধারা। সুপ্রীমকোর্টের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমার প্রথম স্থলে যে২ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হয়, তাহা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারি অন্য কার্য্যকারক করিতে পারিবেন, ও সেই কোর্টে বিচার হইবার জন্যে ব্যক্তিদিগকে সমর্পণ করিতে পারিবেন, কিম্বা তথায় হাজির হইবার জামিন তাহাদের স্থানে লইতে পারিবেন, ও তদর্থে আবশ্যক সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন ইতি।

সুপ্রীমকোর্টে মোকদ্দমা বিচারার্থে সমর্পণ করিবার কথা।

৩৮ ধারা। প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর যে অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটেরা সেশন আদালতের কি কোন সুপ্রীমকোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার প্রথম স্থলীয় অনুসন্ধানের কার্য্য

সেশন আদালতের কি সুপ্রীমকোর্টের বি-

চার্য্য মোকদ্দমা প্রস্তুত করিতে অধীন মাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতার কথা।

করিতে প্রচলিত কোন আইনক্রমে ক্ষমতাপন্ন নহেন, তাঁহাদিগকে স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট ঐ কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন, ও তদ্রূপ সেশন আদালতে কি সুপ্রীমকোর্টে বিচার হইবার জন্যে লোকদিগকে সমর্পণ করিবার কি তাহাদের স্থানে হাজিরজামিন লইবার, ও তৎকার্য্যের নিমিত্তে যে সকল ক্ষমতা আবশ্যক সেই সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবার শক্তি দিতে পারিবেন ইতি।

৩৯ ধারা। কোন ব্যক্তি জুষ্টিস অফ দি পীস না হইলে তিনি ইউরোপীয় কোন ব্রিটনীয় প্রজাকে বিচারার্থে সুপ্রীমকোর্টে সমর্পণ করিতে কিম্বা তাহার স্থানে তথায় হাজির হইবার জামিন লইতে পারিবেন না ইতি।

ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাদিগকে বিচারার্থে সমর্পণ করিতে কেবল জুষ্টিস অফ দি পীসের ক্ষমতার কথা।

৪০ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার নামে সুপ্রীমকোর্টের বিচার্য্য কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে, কোন মাজিস্ট্রেট সাহেব সেই ব্যক্তির নামে নালিশ শুনিতে পারিবেন, এবং জুষ্টিস অফ দি পীসের দ্বারা সেই নালিশের অনুসন্ধান হইবার জন্যে ঐ ব্যক্তির গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করিতে কিম্বা তাহার স্থানে হাজির হইবার জামিন লইতে পারিবেন ইতি।

ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার নামে সুপ্রীমকোর্টের বিচার্য্য অপরাধের অভিযোগ হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪১ ধারা। যিনি জুষ্টিস অফ দি পীস নহেন এমত কোন মাজিস্ট্রেট সাহেবের ইহার পূর্ব্বের ধারামতের পরওয়ানাক্রমে যদি ইউরোপীয় কোন ব্রিটনীয় প্রজা ধৃত হয়, তবে ঐ মোকদ্দমার কার্য্য চলনের উপযুক্ত হেতু আছে ঐ মাজিস্ট্রেট সাহেব এমত বোধ করিলে সেই ধৃত ব্যক্তিকে অগৌণে কোন জুষ্টিস অফ দি পীসের নিকটে প্রেরণ করিবেন। অথবা ঐ ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহার নিমিত্তে যদি হাজিরজামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে, ও যদি উপযুক্ত জামিন দিবার প্রস্তাব হয়, তবে জুষ্টিস অফ দি পীসের সম্মুখে হাজির হইবার জামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যখন ঐ ধারামতে জুষ্টিস অফ দি পীসের সম্মুখে আনা যায় কিম্বা সে আপনি যখন হাজির হয়, তখন ঐ জুষ্টিস অফ দি পীস তাহাকে

যে কার্য্যকারক জুষ্টিস অফ দি পীস নহেন তিনি ইউরোপীয় ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

সুপ্রীমকোর্টে বিচার হইবার জন্যে সমর্পণ করিবার কি তাহার স্থানে তথায় হাজির হওনের জামিন লইবার পূর্ব্বে আপনি ঐ মোকদ্দমার প্রথম স্থলীয় অনুসন্ধান লইবেন ইতি।

৪২ ধারা। তৃতীয় জর্জ রাজার ৫৩ বৎসরের ১৫৫ অধ্যায়ের ১০৫ ধারামতে কিম্বা ১৮৫৩ সালের ৭ আইন (অর্থাৎ চড়াউ করণ ও বলপূর্ব্বক প্রবেশ করণ ও বলপূর্ব্বক যে ক্ষতি ফেলোনি না হয় এমত অন্য প্রকার অপরাধ করণের মোকদ্দমায় তৃতীয় জর্জ রাজার ৫৩ বৎসরের আইনের ১৫৫ অধ্যায়ের ১০৫ ধারামতে মাজিস্ট্রেট সাহেবদের যে ক্ষমতা আছে তাহা বৃদ্ধি করিবার আইনমতে) যে ক্ষমতা দেওয়া গেলে, তাহা এই অধ্যায়ের কোন কথাতে খর্ব্ব হইবে না। কিন্তু উক্ত রাজকীয় বিধান ও উক্ত আইনক্রমে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই ক্ষমতামতে কেবল জুষ্টিস অফ দি পীস কার্য্য করিতে পারিবেন ইতি।

তৃতীয় জর্জ রাজার ৫৩ বৎসরের ১৫৫ অধ্যায়ের ১০৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা রক্ষার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথম স্থলীয় কার্য্যের বিধি।

৪৩ ধারা। সাক্ষিদের জোবানবন্দী লইবার বিষয়ে যে আইন যে সময়ে চলন থাকে, তাহার বিধানানুসারে ফৌজদারী সকল আদালতে বাদিদের ও সাক্ষিদের জোবানবন্দী শপথ কি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাক্রমে কি প্রকারান্তরে লওয়া যাইবে ইতি।

বাদিদের ও সাক্ষিদের জোবানবন্দী প্রচলিত আইন অনুসারে লইবার কথা।

৪৪ ধারা। জরীমানার দ্বারা দণ্ডনীয় কোন অপরাধের প্রমাণ হইয়া যদি ফৌজদারী কোন আদালতের দণ্ডাজ্ঞা কি হুকুমক্রমে জরীমানা হয়, তবে সেই অপরাধের কেবল জরীমানা কি প্রকারান্তরের দণ্ড হইতে পারিলে, কি হইলেও, সেই আদালত আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে ঐ অপরাধের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির যত ক্ষতি হুষ্ট হয়, তাহার অনধিক টাকা, ও সেই অপরাধক্রমে সেই ব্যক্তির টাকার কোন বিশেষ ক্ষতি হইলে তাহা ও মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যেতে ফরিয়াদীর যে কিছু

জরীমানার টাকার একাংশ ক্ষতিপূরণ প্রভৃতির নিমিত্তে আদালতের দিবার কথা।

খরচ হইয়া থাকে তাহা পরিশোধার্থে, ঐ জরীমানা কিম্বা তাহার যে অংশ আদালত যুক্তিসিদ্ধ ও উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাহা ঐ ব্যক্তিকে, কিম্বা আদালতের বিবেচনামতে ঐ ব্যক্তির উপকারার্থে দেওয়া যায়। তদ্রূপ প্রত্যেক স্থলে ঐ জরীমানার টাকা আদায় হইলে কি দাখিল করা গেলে পর, উক্ত নিয়মানুসারে দেওয়া যাইবে ও বিলি হইবে। যে আদালত ঐ জরীমানার হুকুম করেন তাঁহার নিষ্পত্তির যদি পুনর্বিচার হইতে পারে, তবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে যে টাকা দিবার হুকুম হয়, তাহা ঐ হুকুমের তারিখ অবধি দুই মাস গত না হইলে ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে না ইতি।

জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে কয়েদ হইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৪৫ ধারা। যে স্থলে কয়েদ ও জরীমানা এই উভয় দণ্ড হইতে পারে, এমত কোন স্থলে অপরাধির যদি জরীমানার আজ্ঞা হইয়া তৎসহ কয়েদের আজ্ঞা হয় কি না হয়, তবে জরীমানার টাকা না দেওয়াতে যে কয়েদের আজ্ঞা হয় তাহার মিয়াদ ফৌজদারী আদালত ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৬৪ ও ৬৫ ধারার বিধানমতে নিরূপণ করিবেন। কিন্তু তদ্রূপ মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা নিষ্পত্তি হইলে, জরীমানার টাকা না দেওয়াতে যে কয়েদ হয় তদ্ভিন্ন ঐ অপরাধের দণ্ডস্বরূপে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব যত কাল কয়েদ করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তাহার চতুর্থাংশের অধিক কাল তিনি জরীমানা না দেওয়া প্রযুক্ত কোন স্থলে কয়েদ করিবেন না ইতি।

দুই কি ততোধিক অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার দণ্ডাজ্ঞার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৪৬ ধারা। যদি কোন ব্যক্তির ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের একি কি ভিন্ন২ ধারামতের দণ্ডনীয় দুই কি ততোধিক অপরাধের প্রমাণ একি সময়ে হয়, তবে ঐ ব্যক্তির প্রমাণীকৃত ঐ২ অপরাধের যে২ দণ্ড ঐ আইনেতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই২ দণ্ডের আজ্ঞা ঐ আদালত করিবার ক্ষমতাপন্ন হইলে, ঐ সকল দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। যদি কয়েদ হওয়া দণ্ড হয়, তবে এক অপরাধের নিমিত্তে কয়েদ হওয়ার মিয়াদ গত হইলে পর, অন্য অপরাধের নিমিত্তে আরম্ভ হইবেক। ঐ আদালত একি অপরাধের নিমিত্তে যে পর্য্যন্ত দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, ঐ সমুদয় অপরাধের দণ্ড একুনে তাঁহার ঐ ক্ষমতাতিরিক্ত, কেবল এই কারণে অপরাধিকে উপরিস্থ আদালতে বিচার হইবার নিমিত্তে প্রেরণ করা আবশ্যক হইবে না। কিন্তু সেই ব্যক্তিকে কোন স্থলে চৌদ্দ

বৎসরের অধিক মিয়াদে কয়েদ করিতে হইবেক না। আর যদি সেই মোকদ্দমার বিচার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা হয়, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বীয় সাধারণ ক্ষমতাক্রমে যত দণ্ড করিতে পারেন, পূর্ব্বোক্ত দণ্ড সমুদয়ে তাহার দ্বিগুণের অধিক না হয় ইতি।

পলাতক বন্দুয়ানের দণ্ড চলনের কথা।

৪৭ ধারা। পলাতক বন্দুয়ানের পলায়নপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন অপরাধের নিমিত্তে তাহার কোন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, আদালত আদেশ করিতে পারিবেন যে সেই আজ্ঞামতে অপরাধির অগৌণে ঐ দণ্ড হয়, অথবা তাহার পলায়নকালে তাহার পূর্ব্ব দণ্ডাজ্ঞামতের যত কাল অবশিষ্ট ছিল তত কাল তাহার কয়েদ হওয়া কি বিষয়বিশেষে দ্বীপান্তর থাকা দণ্ডভোগ হইলে পর, তাহার ঐ আজ্ঞামতে দণ্ড হয় ইতি।

কোন অপরাধের দণ্ডাজ্ঞাক্রমে কয়েদী যে ব্যক্তি অন্য অপরাধ করে তাহার দণ্ডের কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৪৮ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন অপরাধের নিমিত্তে কয়েদ কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ভোগ করিতেছে এমন সময়ে অন্য অপরাধের জন্যে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, যদি কয়েদ রূপ দণ্ডের আজ্ঞা হয়, তবে আদালত আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে ঐ ব্যক্তির কয়েদ কি দ্বীপান্তর প্রেরণ যে দণ্ডের হুকুম পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহা ভোগ করিলে পর ঐ কয়েদ আরম্ভ হয়, অথবা যদি সেই ব্যক্তি কয়েদের দণ্ডভোগ করিতেছে, ও পরে তাহার উক্ত প্রকারের অন্য অপরাধ প্রমাণ হইয়া তাহার দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের হুকুম হয়, তবে সেই দণ্ডভোগ অগৌণে আরম্ভ হয়, অথবা পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তির যত কাল কয়েদের আজ্ঞা হইয়াছিল তাহা অতীত হইলে পর ঐ দণ্ডভোগ আরম্ভ হয়, ইহার মধ্যে কোন এক আজ্ঞা আদালত করিতে পারিবেন। কিন্তু পূর্ব্ব কি পশ্চাৎকৃত দোষ প্রমাণে ঐ ব্যক্তি যে দণ্ডের যোগ্য হয়, তাহার কোন অংশ এই ধারার কোন কথাতে ক্ষমা হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

কয়েদিকে এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় পাঠাইতে স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

৪৯ ধারা। যদি কোন ব্যক্তির কয়েদ হইবার আজ্ঞা হয়, তবে স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, সেই ব্যক্তি যে জেলখানায় কি স্থানে কয়েদ থাকে তথাহইতে তাহাকে স্থানান্তর করিয়া, তাহার কয়েদ হইবার নির্দ্ধারিত কালপর্য্যন্ত, ঐ গবর্ণমেণ্টের এলাকার মধ্যবর্ত্তি অন্য জেলখানায় কি কয়েদ হইবার স্থানে কয়েদ করা যায় ইতি।

৫০ ধারা। যদি কোন ব্যক্তিকে দ্বীপান্তরে প্রেরণের আজ্ঞা হয়, তবে ঐ দণ্ডভোগের জন্যে ঐ ব্যক্তিকে যে স্থানে প্রেরণ করা যাইবে, তাহা ঐ আজ্ঞাপক আদালত আপন দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করিবেন না ইতি।

যে দ্বীপে প্রেরণ হইবেক তাহা দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে না লিখিবার কথা।

৫১ ধারা। যাহাদের দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হয়, তাহাদিগকে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে স্থানে কি যে২ স্থানে পাঠাইতে হইবেক, তাহা হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরেল বাহাদুর সময়ে২ নিরূপণ করিতে পারিবেন। ও তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকে উক্ত প্রকারের নিরূপিত এক কি অধিক স্থানে পাঠাইবার বিষয়ে স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট কিম্বা ঐ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উপযুক্তমতে ক্ষমতাপন্ন কার্য্যকারক আজ্ঞা করিবেন ইতি।

ঐ স্থান হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের নিরূপণ করিবার কথা, ও যাহাদের দণ্ডাজ্ঞা হইল তাহাদিগকে সেই স্থানে পাঠাইতে স্থানবিশেষের গবর্নমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

৫২ ধারা। কোন ব্যক্তি দ্বীপান্তরপ্রেরণ দণ্ড ভোগ করিতেছে এমন সময়ে যদি তাহার অন্য অপরাধের নিমিত্তে দ্বীপান্তরপ্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হয়, তবে যে স্থানে ঐ দ্বীপান্তরপ্রেরণ দণ্ড ভোগ করিতেছে সেই স্থানহইতে তাহাকে স্থানান্তরে পাঠাইবার আজ্ঞা করা স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক হইবেক না ইতি।

যাহারা দণ্ডাজ্ঞাক্রমে দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ভোগ করিতেছে তাহাদিগের দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের অন্য আজ্ঞা হইলে সেই আজ্ঞা প্রবল করণের কথা।

৫৩ ধারা। যদি কোন ব্যক্তির প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হয়, তবে দণ্ডাজ্ঞাতে এই আদেশ থাকিবে যে সেই ব্যক্তি যাবৎ না মরে তাবৎ তাহার গলদেশে উদ্বন্ধন থাকে ইতি।

প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার কথা।

৫৪ ধারা। যদি কোন ব্যক্তির কোন অপরাধের নিমিত্তে দণ্ডভোগের আজ্ঞা হয়, তবে হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কিম্বা স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট কোন নিয়ম ব্যতিরেকে কিম্বা ঐ ব্যক্তি যে নিয়ম গ্রাহ্য করিবে এমত নিয়ম করিয়া তাহার যে দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে তাহা সমুদয় কি তাহার কোন অংশ কোন সময়ে রহিত করিতে পারিবেন ইতি।

দণ্ড ক্ষমা করিতে হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরেল বাহাদুরের কি স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

৫৫ ধারা। কোন অপরাধের নিমিত্তে কোন ব্যক্তির একবার বিচার হইয়া তাহার ঐ অপরাধ প্রমাণ হইলে কি তা-

নিয়মিতরূপে অভি-

যোগ হইয়া কোন ব্যক্তির বিচার হইলে তাহার নামে পুনশ্চ নালিশ না হইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

ব্যক্তি নির্দ্দোষি করা গেলে সেই ব্যক্তির পুনরায় সেই অপরাধের নিমিত্তে বিচার হইতে পারিবেক না, কিন্তু যে ক্রিয়াদ্বারা কাহারও মৃত্যু হয় সেই ক্রিয়ার নিমিত্তে কোন ব্যক্তির বিচার হইয়া যদি তাহার ঐ অপরাধ প্রমাণ হইবার সময়ে উক্ত ক্রিয়াদ্বারা মৃত্যু না হইয়া থাকে, কিম্বা মৃত্যু হইয়াছে এই কথা দণ্ডনিরূপক আদালত অবগত না হইয়া থাকেন, তবে ঐ ক্রিয়ার নিমিত্তে ঐ ব্যক্তির বিচার ও দণ্ড হইলেও তাহার দোষযুক্ত নরহত্যা অপরাধের নিমিত্তে বিচার ও সেই অপরাধের নিমিত্তে দণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

৫৬ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪০৫ ধারামতে অপরাধযুক্ত বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ কিম্বা উক্ত আইনের ৪০৭ ধারামতে বাহক কি ঘাটরক্ষক কি গুদামরক্ষকস্বরূপে কোন ব্যক্তির নামে অপরাধযুক্ত বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ হইলে, তাহার বিচার হইয়া যদি প্রমাণ হয়, যে সেই ব্যক্তি যে প্রকারে ঐ দ্রব্য হরণ করিয়াছিল তদ্দৃষ্টে তাহার উক্ত আইনের ৩৭৮ ধারামতে চৌর্য্যাপরাধ হয়, তবে সেই ব্যক্তির নির্দ্দোষ হইবার অধিকার থাকিবে না। কিন্তু আদালত, কিম্বা জুরির দ্বারা বিচারিত মোকদ্দমায় ঐ জুরি, এমত নির্দ্ধার্য্য করিতে পারিবেন যে সেই ব্যক্তি যে অপরাধে অভিযুক্ত হয় তাহার দোষী নহে, কিন্তু উক্ত ৩৭৮ ধারাক্রমে চৌর্য্যাপরাধী হইয়াছে। তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি উক্ত ৩৭৮ ধারামতের অভিযোগক্রমে অপরাধী নির্ণয় হইবার মত দণ্ডের যোগ্য হইতে পারিবেক ইতি।

অপরাধযুক্ত বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ যাহার নামে হয় তাহার চৌর্য্যাপরাধ নির্দ্ধার্য্য হইবার কথা।

৫৭ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪০৮ ধারাক্রমে কেরাণী কি চাকরস্বরূপে অপরাধযুক্ত বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ কোন ব্যক্তির বিচার হইয়া, যদি প্রমাণ হয় যে সেই ব্যক্তি যে প্রকারে উক্ত দ্রব্য হরণ করিয়াছিল তদ্দৃষ্টে উক্ত আইনের ৩৭৮ ধারামতে চৌর্য্যাপরাধী হয়, অথবা উক্ত আইনের ৩৮১ ধারামতে কেরাণী কি চাকরস্বরূপে স্বীয় কর্ত্তার অধিকৃত সম্পত্তির চৌর্য্যাপরাধী হয়, তবে সেই ব্যক্তির নির্দ্দোষ হইবার অধিকার থাকিবে না, কিন্তু আদালত অথবা জুরির দ্বারা বিচারিত মোকদ্দমায় ঐ জুরি, এমত নির্দ্ধার্য্য করিতে পারিবেন যে সেই

চাকরস্বরূপে অপরাধযুক্ত বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ যাহার নামে হয় তাহার চৌর্য্যাপরাধ, কিম্বা চাকরস্বরূপে চৌর্য্যাপরাধ নির্ণয় হইবার কথা।

ব্যক্তি যে অপরাধের অভিযুক্ত হয় তাহার দোষী নহে, কিন্তু ৩৭৮ ধারাক্রমে কিম্বা বিষয়বিশেষে ৩৮১ ধারাক্রমে উক্ত অপরাধের দোষী হইল। তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি উক্ত ধারামতের অভিযোগক্রমে অপরাধী নির্ণয় হইবার মত দণ্ডের যোগ্য হইবে ইতি।

যাহার নামে চৌর্য্যের অভিযোগ হয় তাহার অবিহিতরূপে সম্পত্তি ব্যবহার কি বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধ নির্ণয় হইবার কথা।

৫৮ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৮ ধারামতে চৌর্য্যাপরাধের, কিম্বা ঐ আইনের ৩৮০ ধারামতে, গৃহে কি তাম্বুতে কি নৌকাদিতে চৌর্য্যাপরাধের অভিযোগ কোন ব্যক্তির বিচার হইয়া যদি প্রমাণ হয় যে, ঐ ব্যক্তি যে প্রকারে উক্ত সম্পত্তি হরণ করিয়াছিল তদ্দৃষ্টে উক্ত আইনের ৪০৩ ধারামতে অপরাধভাবে সম্পত্তি অবিহিত রূপে ব্যবহার করিবার অপরাধী কিম্বা ঐ আইনের ৪০৫ ধারামতে অপরাধযুক্ত বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধী হয়, তবে সেই ব্যক্তির নির্দ্দোষ হইবার অধিকার থাকিবে না, কিন্তু আদালত, কিম্বা জুরির দ্বারা বিচারিত মোকদ্দমায় ঐ জুরি, এমত নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন যে সেই ব্যক্তি যে অপরাধে অভিযুক্ত হয় তাহার দোষী নহে, কিন্তু উক্ত ৪০৩ কিম্বা বিষয়বিশেষে ৪০৫ ধারামতে উক্ত অপরাধের দোষী হইল, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি উক্ত ধারামতের অভিযোগক্রমে অপরাধী নির্ণয় হইবার মত দণ্ডের যোগ্য হইবে।

চাকরস্বরূপে চৌর্য্যের অভিযোগ যাহার নামে হয় তাহার অবিহিত রূপে সম্পত্তি ব্যবহারাপরাধ নির্ণয় হইবার কথা।

৫৯ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮১ ধারামতে কেরাণী কি চাকরস্বরূপে কোন ব্যক্তির নিকটে তাহার প্রভুর দ্রব্য থাকাতে তাহার চৌর্য্যাপরাধের অভিযোগ বিচার হইয়া যদি প্রমাণ হয়, যে ঐ ব্যক্তি উক্ত দ্রব্য যেপ্রকারে হরণ করিয়াছিল তদ্দৃষ্টে উক্ত আইনের ৪০৩ ধারামতে তাহার অপরাধভাবে ঐ দ্রব্য অবিহিত রূপে ব্যবহার করিবার অপরাধ হইয়াছে, কিম্বা উক্ত আইনের ৪০৪ ধারামতে কোন ব্যক্তির মরণকালে তাহার অধিকারে যে সম্পত্তি ছিল তাহা অপরাধভাবে অবিহিত রূপে ব্যবহার করিবার অপরাধ হইয়াছে, কিম্বা ঐ ব্যক্তির মরণকালে অপরাধী তাহার নিকটে কেরাণী কি চাকর হইয়া উক্ত ৪০৪ ধারামতে অপরাধভাবে দ্রব্য অবিহিত রূপে ব্যবহার করিবার অপরাধী হইয়াছে, কিম্বা উক্ত আইনের ৪০৫ ধারামতে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাত-

কতার অপরাধী হইয়াছে, কিম্বা উক্ত আইনের ৪০৮ ধারামতে কেরাণী কি চাকরস্বরূপে তাহার অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ হইয়াছে, তবে সেই ব্যক্তির নির্দ্দোষী হইবার অধিকার থাকিবে না। কিন্তু আদালত, কিম্বা জুরির দ্বারা বিচারিত মোকদ্দমায় ঐ জুরি এমত নির্দ্ধার্য্য করিতে পারিবেন যে ঐ ব্যক্তি যে অপরাধে অভিযুক্ত হয় তাহার দোষী নহে, কিন্তু বিষয়বিশেষে ৪০৩ কি ৪০৪ কি ৪০৫ কি ৪০৮ ধারামতে অপরাধের দোষী হইয়াছে। তাহাতে ঐ ব্যক্তি উক্ত ধারামতের অভিযোগক্রমে অপরাধী নির্ণয় হইবার মত দণ্ডের যোগ্য হইবে ইতি।

৬০ ধারা। এই আইনের ইহার পূর্ব্বের চারি ধারাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির যে ধারার উল্লেখ হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোন ধারামতের অপরাধের অভিযোগ কোন ব্যক্তির নামে হইয়া তাহার বিচার হইলে, যদি ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির উক্ত অন্য কোন ধারার বিধানক্রমে তাহার অন্য অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে যে ধারাক্রমে তাহার অভিযোগ হয়, কিম্বা যে ধারাক্রমে তাহার অপরাধ নির্ণয় হয়, সেই ধারাক্রমে সেই অপরাধের বৃত্তান্ত ধরিয়া তাহার নামে পুনরায় নালিশ হইতে পারিবে না ইতি।

পূর্ব্বোক্ত চারি ধারামতের অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী নির্ণয় হইলে তাহার নামে পুনশ্চ অভিযোগ না হইতে পারিবার কথা।

৬১ ধারা। কোন স্থলে অপরাধির জরীমানার আজ্ঞা হইলে, যদি ঐ অপরাধের জন্যে জরীমানার অতিরিক্ত অন্য দণ্ড থাকে কি না থাকে, ও জরীমানার টাকা না দিলে অপরাধির কয়েদ হইবার আজ্ঞা ঐ দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে থাকে কি না থাকে, তথাপি ঐ অপরাধির দণ্ডাজ্ঞা যে আদালতে করেন সেই আদালত ঐ জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে অপরাধির অস্থাবর যে কোন দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা ক্রোক ও নীলাম করিয়া ঐ টাকা আদায় করিবার পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন ইতি।

জরীমানা আদায়ের কথা।

৬২ ধারা। কোন মাজিস্ট্রেট সাহেব যদি বোধ করেন যে, কোন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিলে, কিম্বা সেই ব্যক্তির অধিকারস্থ কিম্বা কর্তৃত্বাধীনে কোন দ্রব্য লইয়া বিশেষ নিয়মমতে কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা করিলে, নিয়মিত কর্ম্মচারি কোন ব্যক্তিরদের বাধা কি ক্লেশ কি হানি, অথবা বাধার কি ক্লেশের কি হানির সঙ্কট

বাধাপ্রভৃতি নিবারণার্থে মাজিস্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

নিবারণ হইতে পারে কি নিবারণরূপ ফল সম্ভাবনা, কিম্বা মনুষ্যেরদের প্রাণের কি স্বাস্থ্যের কি নিরাপদের আঘাত নিবারণ হইতে পারে কি নিবারণরূপ ফল সম্ভাবনা, কিম্বা দাঙ্গা কি হঙ্গামা নিবারণ হইতে পারে কি নিবারণরূপ ফল সম্ভাবনা, তবে তিনি আজ্ঞাপত্রদ্বারা তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

সাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম্ম পুনশ্চ কিম্বা নিয়ত না করিবার আজ্ঞা মাজিস্ট্রেট সাহেবের করিতে পারিবার কথা।

৬৩ ধারা। মাজিস্ট্রেট সাহেব কোন ব্যক্তিকে আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে সাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম্ম পুনশ্চ না করে কি না করিতে থাকে ইতি।

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্যক্তিকে হাজির করাইবার কার্য্যের কথা।

৬৪ ধারা। কোন অপরাধ হইলে, কি হইয়াছে এমত বোধ হইলে, সেই অপরাধের অনুসন্ধান করণাভিপ্রায়ে, যাহাকে অপরাধি জানা গেল কি যাহার প্রতি সন্দেহ থাকে তাহাকে হাজির করাইবার উপায় এই যে, সমন জারী করণ কিম্বা তাহাকে ধৃত করণ ইতি।

নালিশের কথা।

৬৫ ধারা। নালিশ হইলে সমন (অর্থাৎ তলবচিঠি) অথবা গ্রেফতারের পরওয়ানা পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে দেওয়া যাইতে পারিবে ইতি।

ফরিয়াদীর জোবানবন্দী লইবার কথা।

৬৬ ধারা। কোন অপরাধের জন্যে কোন ব্যক্তির নামে সমন কি পরওয়ানা বাহির হয় এই অভিপ্রায়ে যখন জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে নালিশ হয়, কিম্বা জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবহইতে সমর্পণ না হইলেও তদ্রূপ নালিশ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিস্ট্রেটের নিকটে নালিশ হয়, তখন ঐ মাজিস্ট্রেট ফরিয়াদীকে সেই বিষয়ের জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন, ও তাহার উত্তর লিখিয়া লওয়া যাইবে, ও ফরিয়াদী এবং মাজিস্ট্রেট সাহেব তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ইতি।

৬৭ ধারা। যে মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে উক্ত প্রকারের নালিশ উপযুক্তমতে করা যায়, তিনি বিচারকার্য্য চলনের উপযুক্ত কারণ দৃষ্টি করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আপনার কি ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করাইবার জন্যে সমন জারী করিবেন, কিম্বা যে স্থলে পরওয়ানা জারী হইতে পারে সেই স্থলে পরওয়ানা জারী করিবেন। কিন্তু সেই মাজিস্ট্রেট সাহেবের বিবেচনাতে বিচারকার্য্য চলনের উপযুক্ত হেতু না থাকিলে তিনি ঐ নালিশ ডিসমিস করিবেন ইতি।

নালিশ হইলে মাজিস্ট্রেট সাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৬৮ ধারা। এই আইনের ১১ অধ্যায়ের যে স্থলে প্রকারান্তরের বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন অন্য স্থলে, জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা জিলার খণ্ডের কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত মাজিস্ট্রেট যদি কোন অপরাধের কথা অবগত হন, তবে নালিশ না হইলেও তিনি সেই অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিতে পারিবেন। ও যাহাকে অপরাধী জানা গেল কি যাহার প্রতি সন্দেহ থাকে, তাহার নামে নালিশ হইলে যেমন করিতে পারিতেন, তদ্রূপে সমন জারী করিতে, অথবা যে স্থলে পরওয়ানা জারী হইতে পারে সেই স্থলে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন। এই ধারার বিধান ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৯ ও ২০ ও ২১ অধ্যায়ের লিখিত অপরাধের বিষয়ে খাটিবে না ইতি।

নালিশ না হইলেও অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিতে মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৬৯ ধারা। অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির নামে মাজিস্ট্রেট সাহেব যে সমন দেন তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবেক, ও তাহাতে মাজিস্ট্রেট সাহেবের দস্তখৎ ও মোহর থাকিবে। তাহা ক্রোড়পত্রের লিখিত (A) চিহ্নিত পাঠে কি তাহার মর্ম্মমতে লিখিতে হইবে ইতি।

সমনে যাহা লিখিতে হইবে ও তাহা যাহার নামে দিতে হইবে তাহার কথা।

৭০ ধারা। সমন প্রায় নিযুক্ত পোলীসের কর্ম্মকারকের দ্বারা জারী হইবেক। কিন্তু যদি অগৌণে জারী করা আবশ্যক হয় ও পোলীসের কর্ম্মকারককে তৎকালে পাঠান যাইতে না পারে, তবে যে মাজিস্ট্রেট সাহেব সমন দেন তিনি অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা ঐ সমন জারী হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

সমন যাহার জারী করিতে হইবে তাহার কথা।

৭১ ধারা। স্বয়ং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমন দিতে হইবেক। কিন্তু যদি

সমন যে প্রকারে জারী হইবেক তাহার কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান না পাওয়া যায়, তবে তাহাকে দিবার জন্যে তাহার পরিবারের বয়ঃপ্রাপ্ত যে কোন পুরুষ তাহার সঙ্গে বাস করে তাহাকে দেওয়া যাইতে পারিবে ইতি।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান অপ্রাপণাদি অবস্থায় সমন জারী করিবার নিয়মের কথা।

৭২ ধারা। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান না পাওয়া যায়, ও যাহার হাতে সমন দেওয়া যাইতে পারে, তদীয় পরিবারের বয়ঃপ্রাপ্ত এমত কোন পুরুষ যদি না থাকে, তবে ঐ জারীকরণিয়া কর্ম্মকারক অভিযুক্ত ব্যক্তির নিয়ত বাসস্থহের কোন প্রকাশ স্থানে ঐ সমনের এক কেতা নকল লট্কাইয়া দিবে ইতি।

সমন বাহির হইলেও কোন ২ স্থলে পরওয়ানা জারী হইতে পারিবার কথা।

৭৩ ধারা। উক্ত প্রকারের সমন হইলেও, ঐ সমনের আজ্ঞাক্রমে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কিম্বা উপস্থিত হইবার ত্রুটি হইলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার নামে গ্রেফ্তারের পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন ইতি।

এলাকার বহির্ভূত স্থানে অপরাধ হইলেও যে স্থলে সমন কি পরওয়ানা দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৭৪ ধারা। কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি জিলার কোন খণ্ডের কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটের এলাকার মধ্যে যে অপরাধ হইলে তিনি অপরাধিকে সমন করিতে কিম্বা তাহার গ্রেফ্তারী পরওয়ানা জারী করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তদ্রূপ অপরাধ কোন ব্যক্তি ভিন্ন জিলাতে কি জিলার ভিন্ন খণ্ডে কি সমুদ্র পথে কিম্বা বিদেশে করিয়াছে এমত জানা গেলে কি সন্দেহ হইলে ঐ জিলার কিম্বা জিলার ঐ খণ্ডের মাজিষ্ট্রেট আপন জিলার কি খণ্ডের মধ্যবর্ত্তি ঐ ব্যক্তির নামে সমন কি গ্রেফ্তারী পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন ইতি।

সমন ও সমন জারীর বিষয়ে যে কোন বিধান এই অধ্যায়ে থাকে তাহা সকল সমনের উপর খাটিবার কথা।

৭৫ ধারা। সমনের ও সমন জারী করিবার বিষয়ে যে সকল বিধান এই অধ্যায়ে লেখা হইয়াছে, তাহা এই আইনমতের জারীকরা প্রত্যেক সমনের উপর খাটিতে পারিবে ইতি।

পঞ্চম অধ্যায়।

পরওয়ানার ও পরওয়ানা জারী করিবার বিধান।

পরওয়ানা লিখিবার পাঠ।

৭৬ ধারা। মাজিস্ট্রেট সাহেব যে সকল পরওয়ানা দেন তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবেক, ও তাহাতে মাজিস্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষর ও মোহর করিতে হইবেক। ঐ পরওয়ানা ক্রোড়পত্রের (B) চিহ্নিত পাঠে কি তাহার মর্ম্মমতে লিখিতে হইবেক ইতি।

পরওয়ানা যাহাকে দিতে হইবেক তাহার কথা।

৭৭ ধারা। পরওয়ানা জারী করিবার নিমিত্তে নিয়ত প্রায় পোলীসের কর্ম্মকারকের নামে দেওয়া যাইবে। কিন্তু যদি তাহা অগৌণে জারী করা আবশ্যক হয় ও পোলীসের কোন কর্ম্মকারককে তৎকালে পাঠান যাইতে না পারে, তবে যে মাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ পরওয়ানা দেন তিনি তাহা জারী করণার্থে অন্য কোন ব্যক্তির নামে দিতে পারিবেন ইতি।

পোলীসের কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া গেলে তাহার কথা।

৭৮ ধারা। পরওয়ানা জারী হইবার নিমিত্তে যখন পোলীসের কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নামে দেওয়া যায়, তখন সেই ব্যক্তি কাছে থাকিলে ও পরওয়ানা জারীকরণ সম্পর্কীয় কার্য্য করিতেছে এমত সময়ে, অন্য কোন ব্যক্তি ঐ পরওয়ানা জারীর কার্য্যে তাহার সাহায্য করিতে পারিবে ইতি।

সংযুক্ত ভাবে অনেক লোককে দিবার কথা।

৭৯ ধারা। পরওয়ানা জারী করিবার নিমিত্তে অনেক ব্যক্তির নামে দেওয়া যাইতে পারিবে। তাহা হইলে তাহাদের সকলের কি তাহাদের কোন এক কি অধিক জনের দ্বারা ঐ পরওয়ানা জারী হইতে পারিবেক ইতি।

পোলীসের কর্ম্মকারক পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিয়া অন্য কর্ম্মকারককে তাহা জারী করিতে দিবার কথা।

৮০ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের নামে কোন পরওয়ানা জারী করিতে দেওয়া গেলে, সেই কর্ম্মকারক ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে পোলীসের অন্য কর্ম্মকারকের নাম লিখিয়া দিলে, তাহার দ্বারা ঐ পরওয়ানা জারী হইতে পারিবে ইতি।

৮১ ধারা। যে মাজিস্ট্রেট সাহেব গ্রেফতারের পরওয়ানা দেন, তিনি

যে মাজিস্ট্রেট সাহেব পরওয়ানা দেন তাঁহার ঐ পরওয়ানা জারীর কার্য্য স্বয়ং তত্ত্বাবধারণ করিবার কথা।

ঐ পরওয়ানাতে কার্য্য উপযুক্ত রূপে হয়, ইহা দৃষ্টি করণাভিপ্রায়ে স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। ও যাহাকে ধরিবার পরওয়ানা জারী করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, এমত কোন ব্যক্তিকে মাজিস্ট্রেট সাহেব কোন সময়ে আপন সাক্ষাতে ধরিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

কোন ২ স্থলে সকল লোকের সাহায্য করিতে হইবার কথা।

৮২ ধারা। কোন শান্তি ভঙ্গের কার্য্য নিবারণার্থে, কিম্বা দাঙ্গা কি হঙ্গামা রহিত করণার্থে, কি মাজিস্ট্রেট সাহেব কি পোলীসের কর্ম্মকারক যাহাকে আটক করিয়া রাখিতে ক্ষমতাপন্ন হন, এমত কোন ব্যক্তিকে ধরিবার জন্যে মাজিস্ট্রেট সাহেব কি পোলীসের কর্ম্মকারক যাহার স্থানে সাহায্য চাহেন তাহার অবশ্য সাহায্য করিতে হইবে ইতি।

মাজিস্ট্রেট সাহেবের পরওয়ানা যে স্থানে জারী করিতে হইবে তাহার কথা।

৮৩ ধারা। প্রকারান্তরের বিশেষ বিধান না থাকিলে, মাজিস্ট্রেট সাহেব যে পরওয়ানা দেন তাহা যে জিলাতে দেওয়া যায় সামান্যতঃ সেই জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যেই জারী হইবে ইতি।

ভিন্ন এলাকায় পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিবার ও সুপ্রীমকোর্টের এলাকার মধ্যে গ্রেফতার করিবার কথা।

৮৪ ধারা। মাজিস্ট্রেট সাহেব যাহার নামে পরওয়ানা দেন এমত কোন ব্যক্তি যদি ঐ মাজিস্ট্রেট সাহেবের এলাকার বহির্ভূত কোন স্থানে পলায়ন করে কি যায় কি থাকে, তবে সেই পরওয়ানা সেই স্থানে জারী হইতে পারিবে। ঐ পরওয়ানা যাহার নামে দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যদি ঐ স্থানে ধৃত হয়, তবে পোলীসের কর্ম্মকারক কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি পরওয়ানা জারী করে, সে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে, কিম্বা অন্য যে মাজিস্ট্রেটের এলাকার মধ্যে সে ব্যক্তি ধৃত হয় তাঁহার নিকটে লইয়া যাইবে। ঐ ধৃত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয়, তদ্ধেতুক যদি হাজির জামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে, ও যে মাজিস্ট্রেট সাহেব পরওয়ানা দেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার জামিন যদি ঐ ব্যক্তি দিতে ইচ্ছুক ও প্রস্তুত থাকে, তবে যে মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে ঐ ব্যক্তিকে আনা যায় তিনি তদনুসারে তাহার উপস্থিত হইবার জামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন, ও একরারনামা কি

অন্য হাজির জামিনী পত্র ঐ পরওয়ানা জারী করণিয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবেন। যদি ঐ অপরাধ হেতুক ঐ ধৃত ব্যক্তির স্থানে হাজির জামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে না পারে, অথবা সে যদি জামিন দিতে না পারে, তবে যে মাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ পরওয়ানা দিয়াছিলেন তাঁহার নিকটে তাহাকে পাঠাইতে হইবেক। যদি ঐ ব্যক্তিকে সুপ্রীমকোর্টের এলাকার মধ্যবর্ত্তি কোন স্থানে ধরা যায়, তবে তাহাকে পোলীসের প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে কিম্বা পোলীসের মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে লইয়া যাইতে হইবেক, ও পোলীসের সেই প্রধান কমিশ্যনর সাহেব কি মাজিস্ট্রেট সাহেব সেই ব্যক্তিকে পরওয়ানা জারীকরণিয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। অথবা ঐ ধৃত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় তদ্ধেতুক যদি হাজির জামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে, তবে তাহার স্থানে জামিন লইয়া হাজির হইবার একরারনামা কি অন্য হাজির জামিনীপত্র ঐ মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।

যদি ২০ মাইলের মধ্যে গ্রেফ্তার হয়, তবে ধৃত ব্যক্তিকে পরওয়ানা জারী করণিয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে লইয়া যাইবার কথা।

৮৫ ধারা। ইহার পূর্ব্বের ধারামতে ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার স্থান যদি পরওয়ানা বাহির হইবার স্থানহইতে বিশ মাইলের মধ্যে হয়, তবে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে প্রথমতঃ পরওয়ানা জারীকরণিয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে উপস্থিত করাণ যাইতে পারিবে ইতি।

যে পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিতে হইবার ও তাহা ডাকযোগে পাঠাইবার কথা।

৮৬ ধারা। কোন মাজিস্ট্রেট সাহেব আপন এলাকার বহির্ভূত ব্যক্তিকে ধরিবার পরওয়ানা দিলে, ঐ ব্যক্তি যে জিলার মধ্যে থাকে, কি আছে বোধ হয়, সেই জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের নামে ঐ পরওয়ানা দিয়া ডাকযোগে তাঁহার নিকটে পাঠাইতে পারিবেন। তাহাতে যে মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে ঐ পরওয়ানা পাঠান যায় তিনি তাহা পাইলে, তাহার পৃষ্ঠে আপনারই নাম লিখিয়া, আপনার প্রথম দেওয়া পরওয়ানামতে ঐ পরওয়ানা জারী করাইবেন। ঐ পরওয়ানা লিখিত ব্যক্তি যদি ধরা পড়ে, তবে যে মাজিস্ট্রেট সাহেব পরওয়ানার পৃষ্ঠে নাম লিখিয়াছিলেন তাঁহার নিকটে তাহাকে উপস্থিত করা যাইবে,

ও সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব ৮৪ ধারার বিধানমতে তাহার প্রতি কার্য্য করিবেন ইতি।

৮৭ ধারা। ইহার পূর্ব্বের ধারামতে যে পরওয়ানা বাহির হয়, তাহা সুপ্রীমকোর্টের এলাকার মধ্যবর্ত্তি স্থানে জারী করিতে হইলে পোলীসের প্রধান কমিস্যনর সাহেবের কিম্বা পোলীসের কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নামে পাঠাইতে হইবে, ও তিনি ৮৪ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন ইতি।

সুপ্রীমকোর্টের এলাকার মধ্যে যে পরওয়ানা জারী করিতে হয়, তাহা পোলীসের প্রধান কমিস্যনর সাহেবের কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নামে পাঠাইবার কথা।

৮৮ ধারা। ভিন্ন জিলাতে কি জিলার ভিন্ন খণ্ডে অপরাধ হইয়াছে এমত জানা গেলে কি সন্দেহ হইলে ৭৪ ধারার বিধানমতে যাহাকে ধরিবার পরওয়ানা বাহির হয় সেই ব্যক্তি ধৃত হইলে, যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব পরওয়ানা জারী করেন তিনি যদি ঐ অপরাধের সম্পূর্ণ অনুসন্ধান করিতে ক্ষমতাপন্ন না হন, তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার সীমার মধ্যে ঐ অপরাধ হওয়া জানা গেল কি সন্দেহ হইল, তাঁহার নিকটে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে পাঠাইবেন। অথবা যে অপরাধ হইবার সন্দেহ হয় তদ্ধেতুক যদি হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে, তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে হাজির হইবার জামিন ঐ ধৃত ব্যক্তির স্থানে লইবেন। ঐ ধৃত ব্যক্তিকে কোন্ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক, এই কথা যদি ঐ পরওয়ানা জারীকরণিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্ববোধমতে না জানেন, তবে তিনি সদর আদালতের আজ্ঞা জানিবার জন্যে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন ইতি।

কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার বাহিরে অপরাধ হইয়া তাঁহার পরওয়ানাক্রমে অপরাধী ধৃত হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

৮৯ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেট যদি ৭৪ ধারাক্রমে পরওয়ানা জারী করিয়া কোন ব্যক্তিকে ধৃত করান, তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট ঐ ধৃত ব্যক্তিকে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে অপরাধ হইয়াছে বোধ হয়, তিনি যদি ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার পরওয়ানা দেন, তবে পোলীসের যে কর্ম্মকারক কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি ঐ পরওয়ানা জারী করে, তাহার নিকটে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা যাইবে,

তদ্রূপ স্থলে অধঃস্থ আদালতের কর্ত্তব্য কার্য্যের কথা।

কিম্বা যে মাজিস্ট্রেট সাহেব পরওয়ানা দেন তাঁহার নিকটে তাহাকে পাঠান যাইবে। ধৃত ব্যক্তির যে অপরাধের সন্দেহ হয়, তাহা যদি একি জিলার অন্য অধঃস্থ আদালতের এলাকার মধ্যে হইয়া থাকে, তবে যে মাজিস্ট্রেট ৭৪ ধারামতে পরওয়ানা জারী করেন তিনি, অপরাধ যে খণ্ডে হইয়াছে সেই খণ্ডের কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত মাজিস্ট্রেটের নিকটে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে পাঠাইবেন ইতি।

পরওয়ানার মর্ম্ম জ্ঞাত করিবার কথা।

৯০ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মকারক কি অন্য যে ব্যক্তি গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করিবে, সে যাহাকে ধরিবে তাহার নিকটে ঐ পরওয়ানার মর্ম্ম জানাইবে। ও যদি সে ঐ পরওয়ানা দেখাইতে বলে, তবে তাহাকে দেখাইবে ইতি।

পরওয়ানা যেরূপে জারী করিতে হইবেক তাহার কথা।

৯১ ধারা। ধৃত করণ সময়ে পোলীসের কর্ম্মকারক কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি পরওয়ানা জারী করে, সে যাহাকে ধরিবে, তাহার গাত্র স্পর্শ করিবে, কিম্বা তাহাকে আটক করিয়া রাখিবে। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি কথা কি কর্ম্মদ্বারা আটক থাকিবার সম্মতি দেখায়, তবে তাহাকে স্পর্শাদি করিবার প্রয়োজন নাই ইতি।

ধরিবার উদ্যোগের বাধা দিবার কথা।

৯২ ধারা। যাহার উপর গ্রেফতারের পরওয়ানা বাহির হয়, তাহাকে ধরিবার উদ্যোগ হইলে, যদি সে বলক্রমে বাধা দেয়, তবে পোলীসের যে কর্ম্মকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ঐ পরওয়ানা জারী করে, সে ঐ ব্যক্তিকে ধরিয়া রাখিবার জন্যে যাহা আবশ্যক তাহাই করিবে ইতি।

যাহার নামে পরওয়ানা বাহির হয় সে কোন গৃহে প্রবেশ করিলে সেই গৃহে অন্বেষণ করিবার কথা।

৯৩ ধারা। যাহার নামে পরওয়ানা বাহির হইল সেই ব্যক্তি কোন গৃহে কি স্থানে প্রবেশ করিয়াছে কি আছে এমত বিশ্বাস করিবার হেতু থাকিলে, পোলীসের যে কর্ম্মকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ঐ পরওয়ানা জারী করে, সে ঐ গৃহ কি স্থানবাসির কি রক্ষকের অনুমতি চাহিলে, তাহার কর্ত্তব্য যে পোলীসের সেই কর্ম্মকারককে কি অন্য ব্যক্তিকে অবাধিতরূপে প্রবেশ করিতে দেয়, ও তাহার মধ্যে অন্বেষণ করিতে যুক্তিমতে সর্বপ্রকারে সাহায্য করে ইতি।

৯৪ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি পরওয়ানা-

বাহিরে দ্বার কি জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিবার কথা।

ক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধরিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া, আপনার ক্ষমতা ও অভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়া কোন ঘরে কি স্থানে প্রবেশ করিবার অনুমতি উপযুক্ত মতে চাহিলে পর, যদি অন্য কোন প্রকারে প্রবেশ করিতে না পারে, তবে ঐ পরওয়ানা জারী করিবার জন্যে কোন ঘরের, অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তির কি অন্য কোন কাহার ঘরের কি স্থানের সদর কি খিড়কি দ্বার কি জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিয়া প্রবেশ করিতে পারিবে ইতি।

৯৫ ধারা। যে অপরাধের নিমিত্তে গ্রেফ্তারের পরওয়ানা বাহির

অন্তঃপুরের দ্বার ভাঙ্গিবার কথা।

হইতে পারে এমত অপরাধ করিবার অভিযোগ যাহার নামে হইল, সেই ব্যক্তি কোন অন্তঃপুরে লুক্কায়িত আছে এমত সম্বাদ যদি পাওয়া যায়, ও সেই অন্তঃপুরে যদি স্ত্রীগণ থাকে, ও দেশাচারমতে ঐ স্ত্রীগণ প্রকাশ স্থানে না যায়, তবে পোলীসের যে কর্ম্মকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ঐ পরওয়ানা জারী করিতে নিযুক্ত হয়, সে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির পলাইতে না পারিবার যাহা আবশ্যক তাহাই করিবে। তাহাতে যদি সেই অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে ধরা না দেয়, তবে পোলীসের যে কর্ম্মকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ঐ পরওয়ানা জারী করিতে ক্ষমতাপন্ন হয়, সে আপনার ক্ষমতা ও অভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়া প্রবেশ করিবার অনুমতি উপযুক্তমতে চাহিলে পর, যদি অন্য প্রকারে প্রবেশ করিতে না পারে, তবে যাহার নামে পরওয়ানা বাহির হইল এমত ব্যক্তি ভিন্ন যে কোন স্ত্রী পূর্ব্বোক্তমতে ঐ অন্তঃপুরে থাকে তাহাকে স্থানান্তরে যাইবার অনুমতি জানাইয়া, ও তাহার স্থানান্তরে গমন করিবার সাহায্য সর্ব্বপ্রকারে যুক্তিমতে করিয়া, ঐ অন্তঃপুরের দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া আপনার প্রতি অর্পিত ঐ পরওয়ানা জারী করিবে ইতি।

৯৬ ধারা। ধৃত ব্যক্তির পলায়ন করা নিবারণের জন্যে যে পর্য্যন্ত

অনাবশ্যকমতে বদ্ধ না করিবার কথা।

আবশ্যক হয়, ততোধিক রূপে তাহাকে কষ্ট দিয়া আটক করিয়া রাখিতে হইবেক না ইতি।

৯৭ ধারা। যে কর্ম্মকারক কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি পরওয়ানা জারী

ধৃত ব্যক্তিকে মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে অপৌণে আনিবার কথা।

করে, তাহার ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই আইন অনুসারে যে মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে উপস্থিত করাইতে হইবেক, তাঁহার নিকটে তাহাকে অনাবশ্যক কিছু বিলম্ব না করিয়া আনিতে হইবেক ইতি।

৯৮ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক কি অন্য কোন ব্যক্তি ঐ ধৃত ব্যক্তিকে ভয় দর্শাইয়া, কিম্বা কোন অঙ্গীকার কি প্রকারান্তরের কথা কহিয়া, তাহার কোন কথা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইবে না। কিন্তু সেই ধৃত ব্যক্তি স্বেচ্ছামতে কোন কথা প্রকাশ করিতে চাহিলে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য কোন ব্যক্তি তাহাকে সতর্ক করিয়া কি অন্য কোন প্রকারে বারণ করিবে না ইতি।

ধৃত ব্যক্তির দ্বারা কোন কথা প্রকাশ করাওনার্থে কোন ভয় প্রদর্শনের কি অঙ্গীকার কি সতর্কতার কথা না কহিবার কথা।

৯৯ ধারা। পরওয়ানার ও পরওয়ানা জারীর বিষয়ে যে সকল বিধান এই অধ্যায়ে আছে, তাহা এই আইনমতের জারী করা প্রত্যেক পরওয়ানার বিষয়ে খাটিবে।

পরওয়ানার ও পরওয়ানা জারীর বিষয়ে যে২ বিধি এই অধ্যায়ে আছে তাহা সকল পরওয়ানার প্রতি খাটিবার কথা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তারের বিধি।

১০০ ধারা। পশ্চাৎ লিখিত কোন স্থলে পোলীসের কর্ম্মকারক মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্থানে আজ্ঞা না পাইয়া ও পরওয়ানা বিনাও গ্রেফ্তার করিতে পারিবে অর্থাৎ,

কোন২ স্থলে বিনা পরওয়ানাতে পোলীসের কর্ম্মকারকের গ্রেফ্তার করিবার ক্ষমতার কথা।

প্রথম। যে অপরাধ হইলে পোলীসের কর্ম্মকারকেরা বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে, এই আইনের অন্তভাগের তফসীলের ৩ ঘরের নির্দ্দিষ্ট তদ্রূপ কোন অপরাধ কোন ব্যক্তি পোলীসের ঐ কর্ম্মকারকের দৃষ্টিগোচরে করিলে তাহাকে।

দ্বিতীয়। তদ্রূপ কোন অপরাধ করিবার নালিশ যাহার নামে ব্যক্তিক্রমে হয়, কিম্বা তদ্রূপ অপরাধে লিপ্ত থাকার সন্দেহ যাহার প্রতি যুক্তিমতে হইতে পারে তাহাকে।

তৃতীয়। তদ্রূপ কোন অপরাধে লিপ্ত আছে বলিয়া যাহার পশ্চাতে২ শোরগোল হয় তাহাকে।

চতুর্থ। অপরাধি বলিয়া যাহার নাম ঘোষণা হয় তাহাকে।

পঞ্চম। যাহার নিকটে চোরা দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাকে।

ষষ্ঠ। পোলীসের কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণকালে যে কেহ তাহার বাধা জন্মায় তাহাকে।

ভ্রমণকারি ব্যক্তিরদের কথা।

১০১ ধারা। যাহার দিনপাতের স্পষ্ট সঙ্গতি না থাকে, কিম্বা যে ব্যক্তি আপনার বৃত্তান্ত সুবোধমতে জানাইতে না পারে, কি যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ দস্যু কি দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশকারী কি চোর হয়, কিম্বা চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করে, কিম্বা যাহার প্রসিদ্ধমতে অসৎ জীবিকা থাকে, এমত কোন ব্যক্তিকে যদি পোলীসের থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মকারকের থানার এলাকার মধ্যে গুপ্ত থাকনাবস্থায় পাওয়া যায়, তবে ঐ কর্ম্মকারক মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্থানে হুকুম না পাইয়াও বিনা পরওয়ানাতে ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে কি করাইতে পারিবে ইতি।

অপরাধ নিবারণ করিতে পোলীসের হস্তক্ষেপ করিতে পারিবার কথা।

১০২ ধারা। যে অপরাধ হইলে পোলীসের কর্ম্মকারকেরা বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফতার করিতে পারিবে, এই আইনের অন্তভাগের তফসীলের ৩ ঘরের নির্দ্দিষ্ট তদ্রূপ কোন অপরাধ নিবারণ করা ও তাহা নিবারণ করণার্থে হস্তক্ষেপ করা পোলীসের প্রত্যেক জন কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্য ইতি।

সম্বাদ জ্ঞাত করিবার কথা।

১০৩ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক তদ্রূপ অপরাধ করিবার কল্পনার কথা অবগত হইলে, তাহার কর্ত্তব্য যে আপনি পোলীসের যে কর্ম্মকারকের অধীন থাকে তাহাকে, ও তদ্রূপ অপরাধ নিবারণের কার্য্যেতে কি অপরাধ হইলে তাহার অনুসন্ধানের কার্য্যেতে অন্য যে কর্ম্মকারকের সম্পর্ক থাকে তাহাকে, সেই কথা জ্ঞাত করে ইতি।

অপরাধ নিবারণার্থে গ্রেফতার করিতে পারিবার কথা।

১০৪ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধ করিবার কল্পনার কথা অবগত হইলে, যদি সেই কল্পনাকারি ব্যক্তিকে ধৃত না করিলে ঐ অপরাধ নিবারণ হইতে না পারে, তবে ঐ কর্ম্মকারক মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞা না পাইয়াও বিনা পরওয়ানাতে ঐ কল্পনাকারি ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে পারিবে ইতি।

১০৫ ধারা। কোন সরকারী গাঁথনির কি শিল্পবিদ্যা ঘটিত কর্ম্মের

সরকারের সম্পত্তি হানি করণের কথা। কি পথের কি সাঁকোর কি পুকুরের কি কূপের কি জলপ্রণালীর কোন হানি করিবার উদ্যোগ পোলীসের কর্ম্মকারকের দৃষ্টিগোচরে হইলে, ঐ কর্ম্মকারক তাহা নিবারণার্থে, কিম্বা সরকারী কোন ভূমির চিহ্ন, কি বয়া কি নৌকাদির পথ দর্শাইবার অন্য চিহ্ন স্থানান্তর করা কি তাহার হানি করা নিবারণার্থে, স্বীয় ক্ষমতাক্রমে প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে ইতি।

১০৬ ধারা। এই অধ্যায়মতে পরওয়ানা বিনা গ্রেফ্তার হইবার যোগ্য

পোলীসের কর্ম্মকারক যাহাকে অন্বেষণ করিতেছে সেই ব্যক্তি কোন গৃহে প্রবেশ করিলে তাহাতে ঐ কর্ম্মকারককে প্রবেশাদি করিবার অনুমতি দেওয়া ঐগৃহরক্ষকের কর্ত্তব্যের কথা।

যে ব্যক্তির সন্ধানে পোলীসের কোন কর্ম্মকারক থাকে, এমত ব্যক্তি কোন ঘরে কি অন্য স্থানে প্রবেশ করিয়াছে কি আছে যদি এমত জানিবার হেতু থাকে, তবে পোলীসের সেই কর্ম্মকারক তাহাতে প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহিলে, ঐ গৃহ কি স্থান বাসি কি রক্ষক ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে ঐ কর্ম্মকারককে প্রবেশ করিতে দেয়, ও তাহার মধ্যে অন্বেষণ করিতে যুক্তিমতে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করে ইতি।

১০৭ ধারা। ইহার পূর্ব্বের ধারামতে যদি সেই ঘরে কি স্থানে

প্রবেশ করিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

প্রবেশ করিবার অনুমতি না পাওয়া যায়, তবে গ্রেফ্তার করিবার ক্ষমতাপন্ন পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক যাহাকে ধরিতে চেষ্টা করে, তাহার পলায়ন করিতে না পারিবার যাহা আবশ্যক তাহাই করিয়া, অগৌণে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সম্বাদ দিবে। যদি পরওয়ানা লইতে গেলে সেই ব্যক্তির পলায়ন করিবার অবকাশ অবশ্যই হয়, ও বিনা পরওয়ানাতে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তি যদি সেই স্থানে না থাকে, তবে পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক ঐ গৃহে কি স্থানে প্রবেশ করিয়া তাহাতে অন্বেষণ করিতে পারিবে ইতি।

১০৮ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারক পরওয়ানা বিনা যে অপরাধের

অভিযুক্ত ব্যক্তি আপন নাম ও বাসস্থান জানাইতে স্বীকার না করিলে তাহার কথা।

নিমিত্তে গ্রেফ্তার করিতে ক্ষমতাপন্ন নহে, এমত অপরাধী যাহাকে জানা যায় কি যাহার প্রতি সন্দেহ থাকে, সেই ব্যক্তিকে পোলীসের কর্ম্মকারক জিজ্ঞাসা করিলেও, যদি সে আপন নাম ও বাসস্থান জানাইতে স্বীকার না করে, কিম্বা যে নাম কি বাসস্থান জানায় তাহা যদি অপ্রকৃত জানিবার কারণ থাকে, তবে পোলীসের কর্ম্ম-

কারক ঐ ব্যক্তির নাম কি বাসস্থান জানিবার জন্যে ও পরে বিচারাদি কার্য্য হইবার নিমিত্তে তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবে ইতি।

১০৯ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিলে, সেই বিষয়ে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা থাকে তাঁহার নিকটে, কিম্বা পোলীসের থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের নিকটে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে অনাবশ্যক কিছু বিলম্ব না করিয়া লইয়া যাইবে কি পাঠাইবে ইতি।

ধৃত ব্যক্তিকে অগৌণে উপযুক্ত কার্য্যকারকের নিকটে উপস্থিত করিবার কথা।

১১০ ধারা। যদি কোন অপরাধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দৃষ্টিগোচরে করা যায়, তবে সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব অপরাধিকে গ্রেফ্তার করিতে কোন ব্যক্তিকে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও তাহাকে প্রহরির জিম্মায় রাখিতে পারিবেন, কিম্বা সেই অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিলে হাজির জামিন লইতে পারিবেন ইতি।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দৃষ্টিগোচরে যে অপরাধ হয় তাহার নিমিত্তে গ্রেফ্তার করিবার কথা।

১১১ ধারা। বেআইনীমতের লোকসংগ্রহ হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা পোলীসের থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক তাহাদিগকে পৃথক্ হইয়া চলিয়া যাইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তাহাতে বেআইনীমতের সংগৃহীত সেই লোকদের কর্ত্তব্য যে তদনুসারে পৃথক্ হইয়া চলিয়া যায় ইতি।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রভৃতির হুকুম হইলে বেআইনীমতের একত্রীভূত লোকদিগের পৃথক হইয়া যাইতে হইবার কথা।

সপ্তম অধ্যায়।

পলাতকদিগকে পুনরায় গ্রেফ্তার করিবার বিধি।

১১২ ধারা। এই আইনের বিধানমতে কোন ব্যক্তি ন্যায়মতে গ্রেফ্তার হইয়া যদি পলায়ন করে, কিম্বা তাহাকে যদি ছাড়াইয়া দেওয়া যায়, তবে পোলীসের যে কর্ম্মকারকের কি অন্য যে ব্যক্তির জিম্মাহইতে ঐ ধৃত ব্যক্তি পলায়ন করে কি তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া যায়, সেই কর্ম্মকারক প্রভৃতি পুনরায় তাহার

কোন ব্যক্তি যাহাকে গ্রেফ্তার করে তাহাকে পুনরায় ধরিবার কথা, ও প্রথমে গ্রেফ্তার হইবার মত তাহার প্রতি ব্যবহার করিবার কথা।

পশ্চাতে যাইয়া, যে এলাকায় হাজতে ছিল, সেই এলাকার মধ্যে কি বহিঃস্থ কোন স্থানে তাহাকে পুনরায় ধরিতে পারিবে, ও পোলীসের সেই কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি তাহাকে প্রথমবার ধরিয়া তাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে পারিত, সেই রূপ ব্যবহার করিবে ইতি।

১১৩ ধারা। ইহার পূর্ব্বের ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তিকে পুনরায় ধরিবার জন্যে তাহার পশ্চাতে২ পোলীসের যে কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি পুনরায় ধাবমান হয়, সে প্রথমবার গ্রেফ্‌তার করিবার জন্যে যে প্রকারের কার্য্য করিতে পারিত, সেই প্রকারের কার্য্য করিতে পারিবে ইতি।

প্রথমবার ধরিবার জন্যে যেরূপ কার্য্য করিতে হয় তদ্রূপ করিবার কথা।

অষ্টম অধ্যায়।

তলাশী পরওয়ানার বিধান।

১১৪ ধারা। যে অপরাধ হওয়া জানা গেল কি সন্দেহ হইল তাহার অনুসন্ধানের কার্য্য করণার্থে কোন দ্রব্য উপস্থিত করা আবশ্যক মাজিস্ট্রেট সাহেব এমত বিবেচনা করিলে, তিনি সেই দ্রব্যের অন্বেষণ করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন। ও সেই পরওয়ানামতে কর্ম্ম করিবার ভার যে কর্ম্মকারকের প্রতি অর্পিত হয়, সেই ঐ মাজিস্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যবর্ত্তি কোন ঘরে কি স্থানে ঐ দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে পারিবে। এমত স্থলে যে ঘরে কি স্থানে কি তাহার যে২ ভাগে অন্বেষণ করিতে হইবে তাহা মাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ পরওয়ানাতে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবেন। তাহা হইলে সেই ভাগ ভিন্ন অন্য ভাগে অন্বেষণ করা যাইবে না ইতি।

যে২ স্থলে মাজিস্ট্রেট সাহেব পরওয়ানা দিতে পারেন তাহার কথা।

১১৫ ধারা। তলাশী পরওয়ানা জারী করণার্থে নিয়ত প্রায় পোলীসের কর্ম্মকারকের নামে দেওয়া যাইবে। কিন্তু যদি অত্যাজে অন্বেষণ করা আবশ্যক, ও পোলীসের কোন কর্ম্মকারককে তৎক্ষণাৎ পাঠান যাইতে না পারে, তবে ঐ পরওয়ানা যে মাজিস্ট্রেট সাহেব দেন, তিনি তাহা জারী করণার্থে অন্য কোন ব্যক্তির নামে দিতে পারিবেন ইতি।

যাহার নামে দিতে হইবে তাহার কথা।

১১৬ ধারা। পোলীসের থানার কর্ম্মের ভার যে কর্ম্মকারকের প্রতি

পোলীসের এক কর্ম্মকারককে পরওয়ানা দেওয়া গেলে অন্য কর্ম্মকারকদ্বারা পরওয়ানা সিদ্ধ করিবার কথা।

থাকে তাঁহার নামে পরওয়ানা জারী করণার্থে দেওয়া গেলে, যদি তিনি আপনি যাইতে না পারেন, তবে তাঁহার অধীন কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য হইতে পারিবে। এমন স্থলে ঐ পরওয়ানা জারী করণার্থে যাহার নামে দেওয়া গিয়াছিল, তিনি ঐ অধীন কর্ম্মকারকের নাম ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিয়া দিবেন ইতি।

১১৭ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তলাশী পরওয়ানা দেন, তাঁহার

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার বাহিরে পরওয়ানামতে কার্য্য হইবার কথা।

এলাকার বহির্ভূত স্থানে যদি সেই পরওয়ানামতে কার্য্য করিতে হয়, তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিতে হইবে তিনি ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে আপন নাম লিখিয়া দিবেন। তাহাতে ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবার ভার পোলীসের যে কর্ম্মকারককে দেওয়া যায়, তাঁহার ঐ এলাকার মধ্যে ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবার জন্যে ঐ নাম লিখন উপযুক্ত ক্ষমতাস্বরূপ হইবে। অথবা যাহার এলাকার মধ্যে ঐ তলাশী পরওয়ানামতে কার্য্য হইবে সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরই নামে পরওয়ানা দেওয়া যাইতে পারিবে। তাহাতে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে আপনার নাম লিখিবেন ও আপনার দেওয়া পরওয়ানার ন্যায় ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করাইবেন ইতি।

১১৮ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের জিলার মধ্যে পরওয়ানা জারী

অত্যাবশ্যক কোন২ স্থলে তলাশী পরওয়ানার পৃষ্ঠে নাম লেখা না হইলেও তদনুসারে কার্য্য হইবার কথা, কিন্তু তদ্দ্বারা প্রাপ্ত দ্রব্য যাঁহার এলাকার মধ্যে পওয়া যায় সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে অগৌণে লইয়া যাইবার কথা।

করিতে হইবে তাঁহার নাম পরওয়ানার পৃষ্ঠে লেখাইতে হইলে বিলম্ব সম্ভাবনা, ও তৎপ্রযুক্ত যে দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে হয় তাহা পাওয়ার বাধা হইবে, এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, পোলীসের যে কর্ম্মকারকের প্রতি সেই পরওয়ানামতে কর্ম্ম করিবার ভারার্পণ হয়, সেই কর্ম্মকারক, যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব পরওয়ানা দেন তাঁহার এলাকার বহির্ভূত যে এলাকার মধ্যে ঐ স্থান থাকে সেই এলাকার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষর না পাইয়া তাঁহার এলাকার মধ্যবর্ত্তি কোন স্থানে ঐ পরওয়ানামতে কর্ম্ম করিতে পারিবে। সেই স্থানে যদি অন্বেষণ করা দ্রব্য

পাওয়া যায়, তবে সেই দ্রব্য যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে পাওয়া গেল তাঁহার নিকটে অগৌণে লইয়া যাইতে হইবে। ও তিনি বিপরীত উপযুক্ত কারণ না জানিলে, যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ পরওয়ানা দিয়াছিলেন তাঁহার নিকটে ঐ দ্রব্য লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিবেন ইতি।

তদ্রূপ স্থলে সুপ্রীমকোর্টের এলাকার মধ্যে যেরূপ কার্য্য করিতে হইবে তাহার কথা।

১১৯ ধারা। যে দ্রব্যের অন্বেষণ হয় তাহা যদি সুপ্রীমকোর্টের এলাকার সীমার মধ্যে পাওয়া যায়, তবে সেই দ্রব্য পোলীসের প্রধান কমিস্যনর সাহেবের কি পোলীসের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে লইয়া যাইতে হইবে, ও তিনি ইহার পূর্ব্বের ধারার নির্দ্দিষ্টমতে কার্য্য করিবেন ইতি।

আবশ্যক যে স্থলে এক মাজিষ্ট্রেট সাহেব অন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে তলাশী পরওয়ানা জারী করিতে পারেন তাহার কথা।

১২০ ধারা। যে স্থলে আবশ্যক বোধ হয়, এমত স্থলে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব পরওয়ানাক্রমে আপন এলাকার বহির্ভূত কোন স্থানে অন্বেষণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে অন্বেষণ করিতে হইবেক, তাঁহার ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করণ পূর্ব্বক কি স্বাক্ষর বিনা ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। যখন কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই ধারামতে পরওয়ানা দেন, তখন যে ঘরে কি স্থানে অন্বেষণ করিতে হইবেক তাহা যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে থাকে, তাঁহাকে আপনার ঐ পরওয়ানা দিবার সম্বাদ দিবেন, কিম্বা ঐ ঘর কি স্থান যদি কোন সুপ্রীমকোর্টের এলাকার সীমার মধ্যে থাকে, তবে পোলীসের প্রধান কমিস্যনর সাহেবকে ঐ সম্বাদ দিবেন ইতি।

অন্য জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে ডাকযোগে তলাশী পরওয়ানা পাঠাইবার কথা, ও সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

১২১ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার জিলার এলাকার বহির্ভূত কোন ঘরে কি স্থানে অন্বেষণ করিবার পরওয়ানা দিলে, ঐ ঘর কি স্থান যে জিলার মধ্যে থাকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নামে তিনি ঐ পরওয়ানা লিখিয়া তাহা ডাকযোগে পাঠাইতে পারিবেন। যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নামে ঐ পরওয়ানা দেওয়া যায়, তিনি তাহা পাইলে, তাহার পৃষ্ঠে আপন নাম লিখিয়া আপনার প্রথমতঃ জারীকরা পরওয়ানার ন্যায় ঐ পরওয়ানামতে

কার্য্য করাইবেন। সেই পরওয়ানা যদি কোন সুপ্রীমকোর্টের এলাকার সীমার মধ্যে জারী করিতে হয়, তবে তাহা পোলীসের প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের কিম্বা পোলীসের মাজিস্ট্রেট সাহেবের নামে লিখিয়া দিতে হয়। এমত স্থলে অন্বেষণ করিয়া যে কিছু দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাতে ১১৮ ও ১১৯ ধারার বিধানমতে কার্য্য হইতে পারিবেক ইতি।

অন্বেষণ করিতে ঘরপ্রভৃতির রক্ষকের অনুমতি দিবার কথা।

১২২ ধারা। যে ঘরে কি স্থানে অন্বেষণ করিতে হইবে তাহা যদি বন্ধ থাকে, তবে যে কর্ম্মকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবে, সে অনুমতি চাহিলে, ঐ ঘর কি স্থান নিবাসি কি রক্ষক ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে তাহাকে অবাধিতরূপে প্রবেশ করিতে দেয়, ও তাহাতে অন্বেষণ করিতে তাহার যুক্তিমতে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করে ইতি।

যে স্থানে অন্বেষণ করিতে হইবে তাহা ভাঙ্গিয়া খুলিবার কথা।

১২৩ ধারা। পোলীসের যে কার্য্যকারক কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি পরওয়ানাক্রমে কোন ঘরে কি স্থানে অন্বেষণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হয়, সে আপনার ক্ষমতা ও অভিপ্রায় জ্ঞাত করিলে পর ও প্রবেশ করিবার অনুমতি উপযুক্তরূপে চাহিলে পর, যদি অন্য প্রকারে প্রবেশ করিতে না পারে, তবে ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবার নিমিত্তে ঐ ঘরের কি স্থানের কোন সদর কি খিড়কীদ্বার কি জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবে ইতি।

অন্তঃপুরের দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিবার কথা।

১২৪ ধারা। যে স্থানে অন্বেষণ করিতে আজ্ঞা হয়, তাহা যদি অন্তঃপুর হয়, ও তাহার মধ্যে যদি কোন স্ত্রীলোক থাকে ও দেশাচারমতে সেই স্ত্রী প্রকাশ স্থানে না যায়, তবে পোলীসের যে কর্ম্মকারককে কি অন্য যে ব্যক্তিকে ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবার ভারার্পণ হয়, সেই ব্যক্তি, গ্রেফতারী পরওয়ানা যাহার নামে বাহির হইয়াছে এমত লোকভিন্ন, ঐ অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীকে সেই স্থানহইতে চলিয়া যাইবার অনুমতি জ্ঞাত করিবে, ও সেই সম্বাদ দিলে পর ও সেই স্ত্রীর চলিয়া যাইবার উপযুক্ত অবকাশ দিয়া তাহার চলিয়া যাইতে যুক্তিমতে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিলে পর, ঐ কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ঐ অন্বেষণ সমাপ্ত করিবার জন্যে ঐ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিবে। কিন্তু ইহার মধ্যে ঐ

দ্রব্য গোপনীয় স্থানান্তর না করা যায়, এই বিধানের সমস্ত প্রকৃত উপযুক্ত উপায় করিবে ইতি।

১২৫ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন গৃহে কি স্থানে যে অন্বেষণ করিতে হয়, তাহা ঐ গৃহাদি যে স্থানে থাকে তৎস্থান নিবাসি দুই কি ততোধিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে করিতে হইবেক। কিন্তু সেই ব্যক্তিদিগকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিশেষমতে সমন না করিলে তাহাদের আদালতে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা হইবেক না। ঐ অন্বেষণ করিবার কালে, ঐ গৃহ কি স্থাননিবাসি ব্যক্তির, কিম্বা তাহার পক্ষে কোন লোকের উপস্থিত থাকিতে সর্বদা অনুমতি হইবেক ইতি।

সাক্ষিদের সাক্ষাতে গৃহাদিতে অন্বেষণ করিবার কথা ও ঐ স্থান নিবাসির উপস্থিত থাকিতে পারিবার কথা।

১২৬ ধারা। যদি কোন স্থলে স্ত্রীর গাত্রের বস্ত্রাদিতে অন্বেষণ করিবার আবশ্যক হয়, তবে দেশের রীতি ও আচার প্রতি যত্নমতে মান্য করিয়া ঐ অন্বেষণ করিতে হইবেক ইতি।

স্ত্রীর গা তল্লাশী করিবার কথা।

১২৭ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব, কিম্বা জিলার খণ্ডের ভার যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি অর্পণ হয়, তিনি সম্বাদ পাইয়া, ও আপন বিবেচনামতে আবশ্যক অনুসন্ধান করিয়া, যদি বোধ করেন যে কোন ঘর কি স্থান চোরা দ্রব্য রাখিবার কি বিক্রয় করিবার স্থানস্বরূপে ব্যবহার হয়, কিম্বা কৃত্রিম দলীল কি গবর্ণমেণ্টের জাল করা ইষ্টাম্প কি কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার যন্ত্র কি দ্রব্যাদি রাখিবার কি বিক্রয় কি প্রস্তুত করিবার স্থান স্বরূপে ব্যবহার হয়, কিম্বা কোন জাল করা দলীল কি কৃত্রিম ইষ্টাম্প কি অপ্রকৃত মোহর কিম্বা কোন কৃত্রিম মুদ্রা কিম্বা মুদ্রা কৃত্রিম করণার্থ কি জাল করণার্থ যন্ত্র ও দ্রব্যাদি কোন গৃহে কি স্থানে রাখা যায় কি গচ্ছিত হয়, তবে তিনি পোলীসের চৌকিদারের কি পেয়াদার কি বরকন্দাজের উচ্চ পদস্থ কোন কর্মকারককে পরওয়ানা দিয়া, প্রয়োজনমতে সহকারী লোকদিগকে লইয়া, ও আবশ্যক হইলে বলপূর্বক তদ্রূপ কোন গৃহে কি স্থানে প্রবেশ করিতে ক্ষমতা দিতে পারিবেন। ও সেই গৃহের কি স্থানের যে সকল ভাগ পরওয়ানাতে নির্দিষ্ট থাকে তাহাতে অন্বেষণ করিয়া, তাহার মধ্যে যে কোন চোরা দ্রব্য কি দলীল কি ইষ্টাম্প কি

যে গৃহাদিতে কৃত্রিম দলীলপ্রভৃতি থাকা সন্দেহ হয়, এমত গৃহাদিতে অন্বেষণ করিবার কথা।

মোহর কি মুদ্রা পায়, কিম্বা জাল করা কি চোরা কি অপ্রকৃত কি কৃত্রিম বলিয়া যাহা যুক্তিমতে বোধ করে এমত যে কিছু দ্রব্যাদি ও পূর্ব্বোক্তমতের যে কোন যন্ত্র কি দ্রব্যাদি পায়, তাহা হস্তগত করিতে ক্ষমতা দিতে পারিবেন ইতি।

১২৮ ধারা। যে মাজিস্ট্রেট সাহেব তলাশী পরওয়ানা দেন তাঁহার সেই পরওয়ানামতে কর্ম্ম উপযুক্তরূপে করা যায়, ইহার তত্ত্বাবধারণার্থে তিনি আপনি উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। আরও যে গৃহে কি স্থানে তিনি অন্বেষণ করিবার পরওয়ানা দিতে ক্ষমতাপন্ন হন এমত কোন গৃহে কি স্থানে আপন সাক্ষাতে অন্বেষণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

মাজিস্ট্রেট সাহেবের স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারিবার কথা।

১২৯ ধারা। পোলীসের থানার এলাকার মধ্যবর্ত্তি কোন দোকানের কি বাড়ির মধ্যে অপ্রকৃত কোন বাটখারা কি মাপিবার গজ কাঠা পালিপ্রভৃতি আছে ইহা জানিবার কারণ থাকিলে, পোলীসের ঐ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক ঐ দোকানের কি বাটীর মধ্যে ব্যবহৃত কি রক্ষিত সেই বাটখারা কি মাপিবার গজ কাঠা পালিপ্রভৃতি দৃষ্টি করিবার ও তাহার অন্বেষণ করিবার জন্যে বিনাপরওয়ানাতে ঐ দোকানে কি বাটীতে প্রবেশ করিতে পারিবেন। পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক যদি সেই দোকানের কি বাটীর মধ্যে অপ্রকৃত কোন বাটখারা কি মাপিবার গজ কাঠা পালিপ্রভৃতি পান, তবে তিনি তাহা লইয়া যে মাজিস্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে ঐ কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহাকে আপনার ঐ কর্ম্ম করার সম্বাদ অগৌণে দিবেন ইতি।

দোকানে ব্যবহৃত বাটখারা ও মাপিবার গজপ্রভৃতি দৃষ্টি করিবার কথা।

১৩০ ধারা। কোন সম্পত্তি চোরা এমত কথিত হইলে কি সন্দেহ থাকিলে যদি পোলীসের কর্ম্মকারক তাহা ধরে, কিম্বা পোলীসের কোন কর্ম্মকারক যে অবস্থায় ঐ সম্পত্তি ধরে তদ্দৃষ্টে যদি কোন অপরাধ হওয়ার সন্দেহ জন্মে, তবে তাহার ঐ সম্পত্তি ধরিয়া রাখার সম্বাদ অগৌণে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবকে দিতে হইবে। তাহাতে মাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ সম্পত্তি রক্ষা ও উপস্থিত করিবার বিষয়ে যে আজ্ঞা উপযুক্ত বোধ করেন তাহা করিবেন ইতি।

অপরাধির হাতে চোরা সম্পত্তি পাওয়া গেলে পোলীসের কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্যের কথা।

১৩১ ধারা। তদ্রূপ কোন সম্পত্তির উপর যদি কাহারও দাওয়া না

ঐ দ্রব্যের উপর কাহারও দাওয়া না থাকিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

থাকে, তবে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা আটক রাখিয়া, ঐ সম্পত্তির মধ্যে যে দ্রব্য থাকে তাহা বিশেষ করিয়া ঘোষণাপত্রে প্রকাশ করিবেন, ও সেই সম্পত্তির উপর যাহাদের দাওয়া থাকে তাহারা ঐ ঘোষণাপত্রের তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে উপস্থিত হইয়া আপনাদের দাওয়া স্থাপন করে এমত আজ্ঞা করিবেন ইতি।

১৩২ ধারা। উক্ত কালের মধ্যে যদি কেহ ঐ সম্পত্তির দাওয়া না করে, ও যাহার নিকটে ঐ সম্পত্তি পাওয়া গেল সে আইনসিদ্ধমতে তাহা পাইয়াছিল ইহা যদি প্রকাশ করিতে না পারে, তবে গবর্ণমেণ্ট ঐ সম্পত্তি লইয়া স্বেচ্ছামতে কর্ম্ম করিবেন, ও জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞাক্রমে তাহা বিক্রয় হইতে পারিবে ইতি।

ঘোষণাপত্রের তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে দাওয়াদার উপস্থিত না হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

নবম অধ্যায়।

পোলীসের দ্বারা প্রথম স্থলের অনুসন্ধান হইবার বিধি।

১৩৩ ধারা। যে অপরাধ হইলে পোলীসের কর্ম্মকারক বিনাপরওয়ানাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে পারে, এই আইনের অন্তভাগের তফসীলের ৩ ঘরের নির্দ্দিষ্ট তদ্রূপ অপরাধ ভিন্ন, পোলীসের কোন কর্ম্মকারক মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে স্পষ্ট আজ্ঞা না পাইলে, ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনক্রমে দণ্ডনীয় অন্য কোন অপরাধের অনুসন্ধান লইতে পারিবে না ও বিচারার্থে তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতে কিম্বা কোন বিশেষ কি স্থানবিশেষের আইনমতে যে অপরাধ দণ্ডনীয় হয় এমত অপরাধ হওয়ার রিপোর্ট পোলীসের কর্ম্মকারক করিলে কি অবস্থান্তরেও, মাজিষ্ট্রেট সাহেব পোলীসের কোন কর্ম্মকারককে তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞা না হইলে পোলীসের কর্ম্মকারকদের কোন ২ অপরাধের অনুসন্ধান লইতে না পারিবার কথা।

১৩৪ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের প্রতি কোন বিশেষ কি

কোন বিশেষ কি স্থানবিশেষের আইনক্রমে পোলীসের কর্ম্মকারকেরদের প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হয় তাহা রক্ষা করিবার কথা।

স্থানবিশেষের আইনক্রমে যে কোন ক্ষমতার্পণ হয়, কিম্বা পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের প্রতি তদ্রূপ কোন বিশেষ কি স্থানবিশেষের আইনক্রমে যে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম অর্পিত হয়, তাহার সঙ্গে ইহার পূর্ব্বের ধারার কোন কথার সম্পর্ক থাকে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

নালিশ হইলে পোলীসের থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকেরদের স্বয়ং গমন পূর্ব্বক কিম্বা অধীন কর্ম্মকারককে প্রেরণ পূর্ব্বক তাহার অনুসন্ধান করিবার কথা।

১৩৫ ধারা। যে অপরাধ হইলে পোলীসের কর্ম্মকারকেরা বিনা-পরওয়ানাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরিতে পারে, এই আইনের অন্তভাগের তফসীলের ৩ ঘরের নির্দ্দিষ্ট তদ্রূপ কোন অপরাধ কোন থানার এলাকার মধ্যে করা গিয়াছে, এমত নালিশ কি সম্বাদ পোলীসের ঐ থানার কর্ম্মের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মকারকের নিকটে করা গেলে কি তাঁহাকে দেওয়া গেলে, সেই স্থানে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকা থাকে তাঁহাকে ঐ কর্ম্মকারক ঐ কথা অগৌণে জ্ঞাত করিয়া, ঐ বিষয়ের বৃত্তান্ত ও পূর্ব্বাপর ঘটনার অনুসন্ধান করণার্থে ও অপরাধির সন্ধান লইয়া তাহারে ধরিবার জন্যে যাহা আবশ্যক হয় এমত কার্য্য করণার্থে, আপনি তৎস্থানে গমন করিবেন, কিম্বা আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারককে পাঠাইবেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত প্রকারের কোন অপরাধ হওয়ার সম্বাদ প্রাপ্ত হইলে, সেই বিষয়ের প্রথম স্থলের অনুসন্ধান করণার্থে কিম্বা এই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে তৎসম্পর্কীয় প্রকারান্তরের কার্য্য করণার্থে স্বয়ং সেই স্থানে তৎক্ষণাৎ গমন করিবেন, কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের কোন ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারি কোন কার্য্যকারককে প্রেরণ করিবেন ইতি।

গুরুতর অপরাধ না হইলে স্থানীয় অনুসন্ধানের অনাবশ্যকতার কথা।

১৩৬ ধারা। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তির নাম ধরিয়া তাহার উপর নালিশ হয়, ও ব্যাপার গুরুতর না হয়, তবে তৎস্থানে অনুসন্ধান করণার্থে পোলীসের থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের স্বয়ং গমন করা কি অধীন কর্ম্মকারককে প্রেরণ করা প্রয়োজন নাই। কিন্তু স্থানীয় অনুসন্ধান করা আবশ্যক বোধ হইলে তাহা করিবেন ইতি।

পোলীসের কর্ম্মকা-

১৩৭ ধারা। পোলীসের কোন থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের নিকটে কোন নালিশ হইলে কি সম্বাদ

রক অনুসন্ধান করার উপযুক্ত হেতু দৃষ্টি না করিলে তাহার কথা।

দেওয়া গেলে, যদি ঐ কর্ম্মকারক দেখিতে পান যে অনুসন্ধান করণের কোন উপযুক্ত হেতু নাই, কিম্বা যথার্থ বিচার হওনার্থে অপরাধিকে অগৌণে ধৃত. করিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি সেই বিষয়ের কার্য্য করিতে নিবৃত্ত থাকিবেন, ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞা পাইবার জন্যে সেই নালিশের কি সম্বাদের মর্ম্ম তাঁহাকে জ্ঞাত করিবেন ইতি।

অপরাধের সম্বাদ দেওয়া সকল লোকের কর্ত্তব্যের কথা।

১৩৮ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ কি ৩৯২ কি ৩৯৩ কি ৩৯৪ কি ৩৯৫ কি ৩৯৬ কি ৩৯৭ কি ৩৯৮ কি ৩৯৯ কি ৪০২ কি ৪৩৫ কি ৪৩৬ কি ৪৪৯ কি ৪৫০ কি ৪৫৬ কি ৪৫৭ কি ৪৫৮ কি ৪৫৯ কি ৪৬০ ধারামতে যে ২ অপরাধ দণ্ডনীয় হয়, এমত কোন অপরাধ হওয়ার কথা কোন ব্যক্তি জ্ঞাত হইয়া যদি বোধ করে যে তাহার সম্বাদ না দিলে, যে ব্যক্তি ঐ অপরাধ করিয়াছে তাহার বিচার না হওয়া সম্ভব কিম্বা তাহার পলায়ন করা সুগম হয়, তবে ঐ ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে ঐ অপরাধ হওয়ার সম্বাদ দেয় ইতি।

নালিশপ্রভৃতি লিখিয়া দিবার কথা।

১৩৯ ধারা। পোলীসের থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের নিকটে যে নালিশ হয় কি তাঁহাকে যে সম্বাদ দেওয়া যায় তাহা লিখিয়া লওয়া যাইবেক। সেই কর্ম্মকারক রোজনামা রাখিবেন। ও স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন, সেই পাঠে ঐ নালিশপ্রভৃতির মর্ম্ম তাঁহার সেই রোজনামাতে লিখিতে হইবেক ইতি।

পোলীসের কর্ম্মকারক অন্য ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলে তাহার কর্ত্তব্যের কথা।

১৪০ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারক যাহাকে আইনমতে বিনাপরওয়ানাতে ধরিতে পারে, এমত কোন ব্যক্তিকে যদি পোলীসের কোন থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারককে বিনাপরওয়ানাতে ধরিতে আজ্ঞা করেন, তবে ঐ ব্যক্তিকে ধরিতে পোলীসের যে কর্ম্মকারককে আজ্ঞা করেন, তাহাকে এক আজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিবেন। যাহাকে ধরিতে হইবেক তাহার নাম ও যে অপরাধের নিমিত্তে তাহাকে ধরিতে হইবেক তাহা আজ্ঞাপত্রে লেখা থাকিবেক ইতি।

ভিন্ন ২ এলাকার মধ্যে অপরাধিরদের পশ্চাদ্ধাবমান হইবার কথা।

* ১৪১ ধারা। যে অপরাধ হইলে পোলীসের কর্ম্মকারকেরা বিনাপরওয়ানাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরিতে পারে, এই আইনের অন্তভাগের তফসীলের ৩ ঘরের নির্দ্দিষ্ট তদ্রূপ কোন অপরাধ করণাভিযোগ যাহার নামে

হয়, তাহাকে ধরিবার জন্যে পোলীসের এক কর্ম্মকারক তাহার পশ্চাতে অন্য কর্ম্মকারকের এলাকার মধ্যে গমন করিতে পারিবে, অর্থাৎ আপনি যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন থাকে সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন কি ভিন্ন জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন, ও স্থানবিশেষের একি গবর্ণমেণ্টের কি ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের অধীন সেই অন্য এলাকা থাকিলেও, তাহাতে গমন করিতে পারিবে ইতি।

পোলীসের কর্ম্মকারক যে তলাশী পরওয়ানা দিতে পারেন তাহার কথা।

১৪২ ধারা। পোলীসের থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মকারক যদি বোধ করেন যে আপনি যে অপরাধের তদন্ত লইতে ক্ষমতাপন্ন হন, এমত কোন অপরাধের অনুসন্ধান করণার্থে কোন দ্রব্য উপস্থিত করা আবশ্যক, তবে তিনি ঐ থানার এলাকার মধ্যবর্ত্তি কোন গৃহে কি স্থানে সেই দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে কি করাইতে পারিবেন। এমত স্থলে যদি সাধ্য হয়, তবে পোলীসের কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক আপনি ঐ দ্রব্য অন্বেষণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। যদি আপনি তাহা করিতে না পারেন ও সেই অন্বেষণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তি তৎকালে উপস্থিত না থাকে, তবে পোলীসের থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারককে ঐ দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও সেই কর্ম্মকারককে আজ্ঞাপত্র দিবেন, তাহাতে যে গৃহে কি স্থানে যে দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। ও সেই আজ্ঞাপত্র পাইলে ঐ অধীন কর্ম্মকারক ঐ গৃহে কি স্থানে ঐ দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে পারিবে। তলাশী পরওয়ানার বিষয়ে ১২২ ও ১২৩ ও ১২৪ ও ১২৫ ধারাতে যে২ বিধান আছে তাহা এই ধারামতে পোলীসের থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের দ্বারা কি তাঁহার আজ্ঞামতে করা অন্বেষণের বিষয়েও খাটিতে পারিবে ইতি।

যে স্থলে পোলীসের এক থানার কর্ম্মকারক, অন্য থানার কর্ম্মকারককে তলাশী পরওয়ানা জারীর আদেশ করিতে পারিবেন তাহার কথা।

১৪৩ ধারা। পোলীসের থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক আপনি যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীনে থাকেন, সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা অন্য জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন পোলীসের অন্য থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারককে আদেশ করিতে পারিবেন, যে তিনি কোন গৃহে কি স্থানে কোন দ্রব্যের অন্বেষণ করান। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন

যে ঐ অন্য এলাকার কর্ম্মকারক তদ্রূপ ব্যক্তিকে আপনার এলাকার সীমার মধ্যে অন্বেষণ করাইতে সমন্তাপন্ন হন ইতি।

১৪৪ ধারা। পোলীসের থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক এই আইনের ১৩৫ ধারামতে যে কোন ব্যাপারের বৃত্তান্ত ও পূর্ব্বাপর ঘটনার অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহা আপন থানার এলাকার সীমার মধ্যবর্ত্তি কোন ব্যক্তি অবগত আছে, ইহা যদি ফরিয়াদীর কথামতে কি প্রকারান্তরে বোধ করেন, তবে তিনি হুকুমনামা লিখিয়া সেই ব্যক্তিকে আপনার সাক্ষাতে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ও সেই ব্যক্তির সেই আজ্ঞা মানিতে হইবেক ইতি।

সাক্ষিদিগকে সমন করিবার কথা।

১৪৫ ধারা। পোলীসের থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক কিম্বা পোলীসের অন্য যে কর্ম্মকারক অনুসন্ধান করিতেছেন, তিনি মোকদ্দমার বৃত্তান্ত ও পূর্ব্বাপর ঘটনা যে ব্যক্তির জ্ঞাত থাকা অনুভব হয় এমত কোন ব্যক্তির বাচনিক সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন। ও যাহার সেই রূপে সাক্ষ্য লওয়া যায়, তাহার কোন কথা লিখিয়া লইতে পোলীসের কর্ম্মকারকের কোন বাধা এই ধারার কোন কথাতে হইবেক না। কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত প্রকারের লিখিত কথা কহিয়াছিল তাহার সেই কথাতে দস্তখৎ করাইতে হইবেক না, ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে গণ্য হইবে না, ও প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে না ইতি।

পোলীসের দ্বারা সাক্ষিদের বাচনিক সাক্ষ্য গ্রহণের কথা ও বর্জ্জিত কথা।

১৪৬ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ভয় প্রদর্শনের কি অঙ্গীকারপ্রভৃতি অন্য কোন কথার দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কোন কথা প্রকাশ কি স্বীকার করিবার প্রবৃত্তি দিবে না ইতি।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে দোষ স্বীকার করিবার প্রবৃত্তি না জন্মাইবার কথা।

১৪৭ ধারা। কোন অপরাধের অভিযুক্ত ব্যক্তি পোলীসের কর্ম্মকারকের সাক্ষাতে ঐ অপরাধের যে কোন কথা কহে কি স্বীকার কি কবুল করে, তাহা তিনি রিকার্ড করিবেন না। কিন্তু পোলীসের কর্ম্মকারক যদি আপনার স্মরণার্থে কি তদুদ্দেশ্যে কর্ম্ম করণার্থে তদ্রূপ কোন কথা, কি দোষ স্বীকার কি কবুল করণরূপ কথা লিখিয়া রাখিতে চাহেন, তবে এই ধারার কোন কথাতে তাহা করিবার বাধা নাই ইতি।

অপরাধ স্বীকার করণরূপ কথা পোলীসের কর্ম্মকারকের রিকার্ড না করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

১৪৮ ধারা। যাহার নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হয়, সেই ব্যক্তি পোলীসের কর্ম্মকারকের নিকটে অপরাধ কবুল কি স্বীকার করিলেও তাহা তাহার বিপক্ষ প্রমাণস্বরূপে ব্যবহার হইবেক না ইতি।

পোলীসের কর্ম্মকারকের নিকটে অপরাধ স্বীকার করিলে তাহা প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য না হইবার কথা।

১৪৯ ধারা। কোন ব্যক্তি পোলীসের কর্ম্মকারকের জিম্মায় থাকিয়া অপরাধ কবুল কি স্বীকার করিলেও তাহা স্বয়ং মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাক্ষাতে না করিলে তাহার বিপক্ষ প্রমাণস্বরূপে ব্যবহার হইবে না ইতি।

পোলীসের কর্ম্মকারকের নিকটে অপরাধ স্বীকার করিলে তাহা প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য না হইবার কথা।

১৫০ ধারা। কোন অপরাধের অভিযুক্ত ব্যক্তির স্থানে পোলীসের কর্ম্মকারক সম্বাদ প্রাপ্ত হওয়াপ্রযুক্ত কোন ক্রিয়া অবগত হইয়া জানাইলে সেই সম্বাদ অপরাধ স্বীকার কি কবুল করিবার তুল্য হইলে কি না হইলেও তাহার সঙ্গে ঐ প্রকাশিত ক্রিয়ার যে পর্য্যন্ত স্পষ্ট সম্পর্ক থাকে, সেই পর্য্যন্ত ঐ সম্বাদ প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক ইতি।

অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যক্ত কি স্বীকৃত কথাদ্বারা যে ক্রিয়া প্রকাশ হয় তাহার সঙ্গে উক্ত যে কথার সম্পর্ক থাকে তাহা প্রমাণস্বরূপে পোলীসের কর্ম্মকারকের জ্ঞাত করিবার কথা।

১৫১ ধারা। যে সম্বাদ পাওয়া যায় তাহাতে যদি স্পষ্ট হয় যে ধৃত ব্যক্তি ঐ অভিযোগের অপরাধ করিয়াছে, ও সেই অপরাধের নিমিত্তে যদি হাজিরজামিন লওয়া যাইতে না পারে, তবে ঐ অপরাধবিষয়ে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা থাকে তাঁহার নিকটে পোলীসের থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক ঐ ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় দিয়া পাঠাইবেন, ও ফরিয়াদী ও সাক্ষিরা নিরূপিত দিনে সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাক্ষাতে উপস্থিত হইবে এই মর্ম্মের করারনামা তাহাদের স্থানে লইবে। যখন পোলীসের অধঃস্থ কোন কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতের অনুসন্ধান করে, তখন পোলীসের থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক তাহাকে আপনার নিকট ঐ অনুসন্ধানের রিপোর্ট পাঠাইতে আজ্ঞা করিবেন। কিম্বা তদ্রূপ আজ্ঞা না পাইলেও ঐ অধঃস্থ কর্ম্মকারক তাহা করিতে পারিবে। তাহাতে পোলীসের থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক আপনি সেই অনুসন্ধান করিলে পরে যেরূপে কর্ম্ম করিতেন সেই রূপে কর্ম্ম করিবেন ইতি।

পোলীসের দ্বারা অনুসন্ধানের কথা।

১৫২ ধারা। মাজিস্ট্রেট সাহেবের বিশেষ আজ্ঞা না হইলে, বৃত্তান্তের তাবদ্ব্যাপার বুঝিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যত কাল আটক করিয়া রাখা যুক্তিসিদ্ধ হয়, তাহার অধিক কাল পোলীসের কোন কর্ম্মকারক তাহাকে আটক করিয়া রাখিবে না। কিন্তু কোন প্রকারে তাহাকে চব্বিশ ঘণ্টার অধিক কাল রাখিবে না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি ঐ অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত না হইয়া থাকে, তবে অভিযোগ সমূলক জ্ঞান করিবার হেতু থাকিলে, পোলীসের থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন, ও সে যে অপরাধের অভিযোগে ধৃত হইয়াছে তদ্জ্ঞাপক এক পত্রও তাহার সঙ্গে দিবেন ইতি।

বিশেষ আজ্ঞা না হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার অধিক কাল পোলীসের কর্ম্মকারকদের আটক করিয়া না রাখিবার কথা।

১৫৩ ধারা। পোলীসের থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক যদি দেখিতে পান, যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে যে প্রমাণ কি যদ্রূপ সন্দেহক্রমে পাঠান যাইতে পারে এমত উপযুক্ত প্রমাণ নাই কি সন্দেহ করিবার যুক্তিমতের হেতু নাই, তবে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির স্থানে হাজিরজামিন লইয়া, কিম্বা আজ্ঞা হইলে উপস্থিত হইবেক এই মর্ম্মের একরারনামা লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন, ও মাজিস্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞা পাইবার জন্যে ঐ ব্যাপারের রিপোর্ট পাঠাইবেন ইতি।

প্রমাণের ন্যূনতা হইলে, পোলীসের কর্ম্মকারকদের যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১৫৪ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মকারক এই কাণ্ডায়মতে অনুসন্ধান করেন, তিনি দিন ২ আপন কার্য্যের বৃত্তান্ত রোজনামায় লিখিবেন, অর্থাৎ অপরাধের নালিশ কি অন্য সম্বাদ যে সময়ে তাঁহার নিকটে পঁহুছে, তিনি অনুসন্ধানের কার্য্য যে সময়ে আরম্ভ ও যে সময়ে সমাপ্ত করেন, ও যে স্থানে কি যে ২ স্থানে যান, ও অনুসন্ধানদ্বারা যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হন তাহার বিবরণ লিখিবেন। ও সেই রোজনামার এক কেতা নকল দিন ২ জিলার পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। তাহাতে ঐ রোজনামার যে কোন কথা মাজিস্ট্রেট সাহেবের জ্ঞাত হওয়া ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের বিবেচনামতে প্রয়োজন, তাহা তিনি জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবকে অগৌণে জ্ঞাত করিবেন। জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব

কার্য্যের রোজনামার কথা।

ঐ রোজনামা আনাইয়া দৃষ্টি করিতে পারিবেন। যদি কোন স্থানে জিলার পোলীসের স্থপরিণ্টেণ্ডেণ্ট না থাকেন, তবে পোলীসের কর্ম্ম-কারক দিন ২ ঐ রোজনামার এক কেতা নকল জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহে-বের নিকটে পাঠাইবেন। ঐ রোজনামাতে যে সকল বৃত্তান্ত লেখা থাকে তাহার প্রমাণস্বরূপে ঐ রোজনামা গ্রাহ্য হইবে না, কিন্তু পোলী-সের যে কর্ম্মকারক তাহা লিখিবেন তাঁহারই বিপক্ষে ঐ রোজনামার লিখিত কথা প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইতে পারিবে ইতি।

১৫৫ ধারা। অনাবশ্যক কিছু বিলম্ব না করিয়া অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিতে হইবেক। ও সমাপ্ত হইলেই পো-লীসের যে কার্য্যকারক ঐ অনুসন্ধান করেন, তিনি স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট পাঠে রিপোর্ট লিখিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। তাহাতে উভয় পক্ষের নাম, ও যে অপরাধের নালিশ হয় তাহা, ও সাক্ষিদের নাম লেখা থাকিবে, কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী কি নির্দ্দোষী এই বিষয়ের কোন মতামত লিখিতে হইবে না, ও কোন অস্ত্র কি অন্য দ্রব্য মাজি-ষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে উপস্থিত করা প্রয়োজন হইলে তাহাও পাঠা-ইবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় পাঠান গিয়াছে কি তাহার স্থানে হাজিরজামিন লইয়া কি একরারনামা লেখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছে, এই কথাও পোলীসের কর্ম্মকারকের লিখিতে হইবে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যদি হাজতে আটক করিয়া রাখা যায়, তবে তিনি সেই কথা, ও তাহাকে আটক রাখিবার হেতু জানাইবেন ইতি।

পোলীসের কর্ম্মকা-রকের রিপোর্টে যাহা লিখিতে হইবে তাহার কথা।

১৫৬ ধারা। যে অপরাধ হইলে হাজিরজামিন লইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে না পারে, এই আইনের তফসীলের ৫ স্বরের লিখিত এমত অপ-রাধের অভিযোগ যাহার নামে হয়, সেই ব্যক্তিকে ঐ অপরাধের অপরাধী জানিবার উপযুক্ত হেতু থাকিলে, তাহার হাজিরজামিন দিবার অনুমতি হইবেক না। কিন্তু অন্য কোন অপরাধের অভিযোগ যাহার নামে হয়, সেই ব্যক্তি ঐ অপরাধ বিষয়ে যে মাজিষ্ট্রেট সাহে-বের ক্ষমতা থাকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত জামিন দিতে চাহিলে, তাহার স্থানে হাজিরজামিন লইবার অনুমতি হই-বেক ইতি।

হাজিরজামিনের কথা।

অতিরিক্ত টাকা জামিন না লইবার কথা ও জামিনীর নিয়মের কথা।

১৫৭ ধারা। ইহার পূর্ব্বের ধারার বিধানমতে যে জামিন লইতে হইবেক তাহা অতিরিক্ত না হয়। ও জামিন কি জামিনেরা এই করার করিবে, যে নালিশের উত্তর দিবার জন্যে যদি সে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিরূপিত দিবসে কি তৎপূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত না করে, তবে নির্দ্দিষ্ট কতক টাকা দণ্ড দিবে ইতি।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে হাজির হইবার একরারনামা ফরিয়াদীদের ও সাক্ষিদের লিখিবার কথা।

১৫৮ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মকারক অনুসন্ধান করিতেছেন, তিনি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাক্ষাতে যে কোন ফরিয়াদীর ও সাক্ষির উপস্থিত হওয়া আবশ্যক বুঝেন, সেই ব্যক্তি ক্রোড়পত্রের E চিহ্নিত পাঠে কি তাহার মর্ম্মমতে এক একরারনামা, অর্থাৎ অপরাধ বিষয়ে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা থাকে তাঁহার সম্মুখে নিরূপিত দিনে হাজির হইবার একরারনামা লিখিবে। ফলতঃ যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির স্থানে হাজিরজামিন লওয়া যায়, তবে তাহার উপস্থিত হইবার দিন, কিম্বা যদি প্রহরির জিম্মায় পাঠান গিয়া থাকে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারীতে যে দিনে পঁহুছিতে পারে, সেই দিন উক্ত নিরূপিত দিন হইবেক। ঐ একরারনামা যে কর্ম্মকারকের সাক্ষাতে লেখা যায়, তিনি সেই একরারনামা আপন রিপোর্টের সঙ্গে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে প্রেরণ করিবেন, ও উক্ত প্রেরিত একরারনামার এক কেতা নকল ফরিয়াদীকে ও সাক্ষিদিগকে দিবেন। সেই ফরিয়াদী ও সাক্ষিদিগকে আদেশ হইবে যে তাহারা পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের সঙ্গে না গিয়া আপনারাই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে ঐ নকল দাখিল করে ইতি।

ফরিয়াদী ও সাক্ষিদিগকে আটক করিয়া না রাখিবার কথা ও তাহারা স্বীকার না করিলে প্রহরির জিম্মায় প্রেরিত হইবার কথা।

১৫৯ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারক কোন ফরিয়াদীকে কি সাক্ষিকে আটক করিয়া রাখিবেন না, কি অনাবশ্যক কিছু ক্লেশ দিবেন না। ও হাজির হইবার আপনাদের একরারনামাভিন্ন তাহাদের স্থানে অন্য জামিন চাহিবেন না। কিন্তু যদি কোন ফরিয়াদী কি সাক্ষী হাজির হইতে, কিম্বা ইহার পূর্ব্বের ধারার নির্দ্দিষ্ট একরারনামা করিতে স্বীকার না করে, তবে পোলীসের থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক ঐ ফরিয়াদীকে কি সাক্ষিকে প্রহরির জিম্মায় দিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন।

তাহাতে যত কাল সেই একরারনামা না করে, কিম্বা যত কাল মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সেই মোকদ্দমা শুনা না যায়, তত কালপর্য্যন্ত মাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ ফরিয়াদীকে কি সাক্ষিকে প্রহরির জিম্মায় রাখিতে পারিবেন ইতি।

১৬০ ধারা। পোলীসের থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকদের থানার এলাকার মধ্যে যাহারা ধৃত হয়, তাহাদিগকে হাজির জামিনীক্রমে মুক্ত করা গেলে কি মুক্ত না করা গেলেও তাহাদের বিষয়ের রিপোর্ট ঐ কর্ম্মকারকেরা মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে করিবেন। ও যে কোন ব্যক্তি ধৃত হয় সেই ব্যক্তির স্থানে হাজিরজামিন না লইয়া, কিম্বা তাহার একরারনামা না লইয়া, কিম্বা মাজিস্ট্রেট সাহেবের বিশেষ হুকুম না হইলে, তাহাকে মুক্ত করা যাইবে না ইতি।

ধৃত ব্যক্তিদিগকে ধৃত করণবিষয়ে পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা।

১৬১ ধারা। পোলীসের থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক যখন কোন ব্যক্তির অপঘাত কি অকস্মাৎ মৃত্যুর এত্তেলা কি সম্বাদ পান, তখন তাঁহার কর্ত্তব্য যে সেই কথা অবিলম্বে অতি নিকটস্থ মাজিস্ট্রেট সাহেবকে জ্ঞাত করিয়া ঐ মৃত ব্যক্তির দেহ যে স্থানে থাকে সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক নিকটবাসি দুই কি ততোধিক সম্ভ্রান্ত লোকের সাক্ষাতে ঐ মৃত্যুর দৃষ্ট কারণের অনুসন্ধান করিয়া তাহার রিপোর্ট লেখেন, ও আঘাতের যে কোন চিহ্ন শরীরে দেখা যায় তাহার প্রকারাদি, ও সেই আঘাত যে প্রকারে ও যে অস্ত্র কি যন্ত্রদ্বারা হইবার মত দেখায় তাহাও লিখিবেন। পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক ও অন্য ব্যক্তিরা, কিম্বা তাঁহারদের যত জন ঐ রিপোর্টের কথায় সম্মত হন তাঁহারা তাহাতে দস্তখৎ করিবেন। ও সেই রিপোর্ট অবিলম্বে মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবে। মৃত্যু যে কারণে হইয়াছে এতদ্বিষয়ে যদি কোন সন্দেহ থাকে, তবে কাল ও স্থানের দূরত্ব বিবেচনায় ঐ শব পথে পচিয়া যাইবার আশঙ্কাবিনা সিবিল চিকিৎসক সাহেবের নিকটে পাঠান যাইতে পারিলে, পোলীসের কর্ম্মকারক ঐ সাহেবের দৃষ্টির জন্যে ঐ দেহ প্রেরণ করিবেন। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসীডেন্সীতে তদ্রূপ অনুসন্ধান ও রিপোর্ট করা গ্রামের প্রধান ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইবে ইতি।

অপঘাত ও অকস্মাৎ মৃত্যুর অবিলম্বে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করিবার কথা।

১৬২ ধারা। পোলীসের থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক

পোলীসের থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক অনুপস্থিত কি পীড়িত হইলে তাঁহার ক্ষমতামতে যাঁহার কার্য্য করিতে হইবেক তাঁহার কথা।

যদি অনুপস্থিত থাকেন কি পীড়িত হন, তবে এই অধ্যায়মতে তাঁহার যে ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে হয়, তাঁহার অধীন পদস্থ কিন্তু চৌদিকার কি পেয়াদা কি বরকন্দাজের উচ্চ পদস্থ যে কর্ম্মকারক থানায় থাকেন, তিনি সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন ইতি।

দশম অধ্যায়।

অবজ্ঞা করিবার ও হুকুম অমান্য করিবার বিষয় বিধি।

কোন ২ স্থলে অবজ্ঞা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১৬৩ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৭৫ কি ১৭৮ কি ১৭৯ কি ১৮০ কি ২২৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারের কোন অপরাধ যখন কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের দৃষ্টিগোচরে কি সাক্ষাতে করা যায়, তখন অপরাধী ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা হইলে কি না হইলেও, ঐ আদালত তাহাকে প্রহরির জিম্মা করিয়া রাখিতে পারিবেন, ও সেই দিনে আদালত ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ অপরাধের বিচার করিয়া অপরাধির দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা, কিম্বা সেই অর্থদণ্ড না দেওয়া গেলে তাহার এক মাসের অনধিক কাল দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ইতিমধ্যে ঐ অর্থদণ্ড দেওয়া গেলেই তাহাকে মুক্ত করা যাইবে। এমত প্রত্যেক স্থলে যে কার্য্যদ্বারা অবজ্ঞা হয়, ও অপরাধী সেই বিষয়ে যে কোন উত্তর করে, ও আদালতের যে বিচার ও দণ্ডাজ্ঞা হয়, তাহা আদালত রিকার্ড করিবেন। যদি কোন স্থলে আদালত বোধ করেন যে পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধের অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কয়েদ করা কিম্বা তাহার দুই শত টাকার অধিক জরীমানা করা উচিত, তবে যে কার্য্যাদিদ্বারা ঐ অবজ্ঞা হয় ও পূর্ব্বলিখিত বিধিমতে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে উত্তর দেয় তাহা রিকার্ড করিলে পর, ঐ আদালত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সেই মোকদ্দমা পাঠাইবেন। কিম্বা যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা হন, তবে সেই মোকদ্দমা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। ও ঐ মাজিষ্ট্রেট কি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সাক্ষাতে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত

হইবার জামিন দিতে আজ্ঞা করিবেন। অথবা যদি উপযুক্ত জামিন না দেওয়া যায়, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় ঐ মাজিস্ট্রেট কি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের নিকটে প্রেরণ করিবেন। মোকদ্দমা যদি মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠান যায়, তবে মাজিস্ট্রেট সাহেবের দ্বারা বিচার করিবার যে বিধান এই আইনেতে আছে, সেই বিধানমতে তিনি ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবেন। ও ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের যে ধারাক্রমে অপরাধির নামে অভিযোগ হয়, মাজিস্ট্রেট সাহেব সেই অপরাধির সেই ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন। ঐ মোকদ্দমা যদি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের নিকটে পাঠান যায়, তবে তিনি ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় তাবৎ ঘটনার অনুসন্ধান করিবেন, ও আক্রমণ করণাপরাধের দণ্ড করিতে তৃতীয় জর্জ রাজার ৫৩ বৎসরের ১৫৫ অধ্যায়ের ১০৫ ধারাক্রমে জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবকে যে ক্ষমতার্পণ হয়, সেই ক্ষমতাক্রমে তিনি ঐ অপরাধির দণ্ড করিতে পারিবেন, ও সেই আইনেতে অপরাধির প্রতি কার্য্য করিবার যে বিধান আছে সেই বিধানমতে করিতে পারিবেন। উক্ত জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব যদি বোধ করেন যে উক্ত ধারাক্রমে জুষ্টিস অফ দি পীস যত দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, উক্ত অপরাধের ততোধিক দণ্ড করা উচিত, তবে তিনি ঐ অপরাধিকে সুপ্রীমকোর্টে সমর্পণ করিতে পারিবেন। কোন মাজিস্ট্রেট সাহেবের আদালতে তাঁহারই সাক্ষাতে অবজ্ঞার যে অপরাধ হয়, তাহার নিমিত্তে তিনি এই ধারামতে বিচার করিয়া কারাবদ্ধ হইবার কি দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা কোন প্রকারে করিবেন না ইতি।

অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করিতে স্বীকার করিলে তাহার মুক্ত হওয়ার কথা।

১৬৪ ধারা। কোন ব্যক্তিকে আইনসিদ্ধ কোন কার্য্য করিতে আজ্ঞা হইয়া, যদি তাহা করিতে স্বীকার না করা কি সেই কর্ম্ম না করা প্রযুক্ত ঐ ব্যক্তির ইহার পূর্ব্বের ধারাক্রমে দণ্ডের আজ্ঞা হয়, কিম্বা বিচারার্থে তাহাকে মাজিস্ট্রেট কি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের নিকটে পাঠান যায়, তবে সেই অপরাধী ঐ আদালতের আজ্ঞা কি আদেশ মানিতে স্বীকার করিলে, আদালত তাহাকে মুক্ত করিতে কিম্বা তাহার দণ্ড ক্ষমা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন ইতি।

১৬৫ ধারা। যদি ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা কোন দেওয়ানী কি

যে স্থলে ইউরো-পীয় ব্রিটনীয় প্রজা অপরাধী হয়, তদ্ভিন্ন অন্য সকল স্থলে যে কার্য্য কর্ত্তব্য তাহার কথা।

ফৌজদারী কি রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের আইনসিদ্ধ ক্ষমতার অবজ্ঞাপূর্ব্বক ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৭৫ ও ১৭৮ ও ১৭৯ ও ১৮০ ধারাভিন্ন ১০ অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট কোন অপরাধ করে, তবে যে মাজিস্ট্রেট সাহেব জুষ্টিস অফ দি পীস হন কেবল তাঁহারই দ্বারা ঐ অপরাধ বিচার্য্য হইবে। ও তৃতীয় জর্জ রাজার ৫৩ বৎসরের ১৫৫ অধ্যায়ের ১০৫ ধারাক্রমে জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব আক্রমণ করণাপরাধের যে দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, ঐ মাজিস্ট্রেট সাহেবও উক্ত অপরাধের সেই দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন, ও উক্ত বিধানমতে অপরাধির প্রতি যেরূপ কার্য্য করিবার বিধান আছে, ঐ মাজিস্ট্রেট সাহেব সেই অপরাধির দোষ প্রমাণ হইলে তদ্রূপ কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন। যদি সেই মাজিস্ট্রেট সাহেব বোধ করেন, যে উক্ত ধারামতে জুষ্টিস অফ দি পীস যত দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, ঐ অপরাধের ততোধিক দণ্ড করিতে হয়, তবে তিনি অপরাধিকে সুপ্রীমকোর্টে সমর্পণ করিতে পারিবেন ইতি।

একাদশ অধ্যায়।

কোন ২ স্থলে নালিশ করিবার বিধি।

গবর্ণমেণ্টের কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক সাহেবের আজ্ঞাবিনা কোন ২ অপরাধের মোকদ্দমা উপস্থিত না হইবার কথা।

১৬৬ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২৭ ধারাভিন্ন ৬ অধ্যায়মতের দণ্ডনীয় কোন অপরাধের বিষয়ে হুজুর কৌন্‌সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের কিম্বা স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে, কিম্বা তাঁহার দত্ত ক্ষমতাক্রমে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে। ও তদ্রূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা করিতে কি ক্ষমতা দিতে যে কার্য্যকারক সাহেব হুজুর কৌন্‌সেলে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের স্থানে শক্তি পান, তাঁহার আজ্ঞাক্রমে, কি তাঁহার ক্ষমতাক্রমে কিম্বা আড্‌বোকেট জেনরল সাহেবের দ্বারা ঐ

মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারিবে। নতুবা কোন আদালত তদ্রূপ অপরাধের অভিযোগ গ্রাহ্য করিবেন না ইতি।

১৯৭ ধারা। কোন বিচারকর্ত্তার, কি রাজকীয় অন্য যে কার্য্যকারক গবর্ণমেণ্টের অনুমতিবিনা পদচ্যুত হইতে না পারেন তাঁহার নামে, যদি বিচারকর্ত্তাস্বরূপে কি রাজকীয় অন্য প্রকারের কার্য্যকারকস্বরূপে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ডনীয় কোন অপরাধের অভিযোগ হয়, তবে স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের কিম্বা স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টহইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের অনুমতি কি আজ্ঞা না হইলে, অথবা তদ্রূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে যাহার অনুমতি কি আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট ন্যূন কি খর্ব্ব করা উচিত বোধ না করেন, এমত যে আদালতের কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের অধীনে ঐ বিচারকর্ত্তা কি রাজকীয় অন্য কার্য্যকারক থাকেন, তাঁহার অনুমতি কি আজ্ঞা না হইলে, ঐ বিচারকর্ত্তার কি রাজকীয় অন্য কার্য্যকারকের নামে ঐ অভিযোগ গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

বিচারকর্ত্তাদের নামে মোকদ্দমার কথা।

১৯৮ ধারা। কোন আদালতের কি রাজকীয় কার্য্যকারকের আইনসিদ্ধ ক্ষমতার অবজ্ঞা করার, কিম্বা ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১০ অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট যে২ অপরাধ এই আইনের ১৬৩ ধারার মধ্যে না আইসে, এমত অন্য কোন অপরাধ যদি রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে ঐ কার্য্যকারকের বিপক্ষ হওয়ার অভিযোগ হয়, তবে যে আদালতের কি রাজকীয় কার্য্যকারকের প্রতি ঐ অপরাধ হইয়া থাকে তাঁহার অনুমতি না হইলে কি তাঁহার দ্বারা নালিশ না হইলে, অথবা যদি সেই কার্য্যকারক অধঃস্থ আমলাগণের এক জন হন, তবে সরকারী কর্ম্মেতে তাঁহার উচ্চ পদস্থ কার্য্যকারকের অনুমতি না হইলে কি তিনি নালিশ না করিলে, কোন ফৌজদারী আদালত ঐ অভিযোগ গ্রাহ্য করিবেন না। এই ধারার লিখিত যে নিষেধ, তাহা ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৮৯ ও ১৯০ ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধের বিষয়ে বর্ত্তিবে না ইতি।

দণ্ডবিধির আইনের ১০ অধ্যায়মতে কোন২ অপরাধ রাজকীয় যে কার্য্যকারকেরদের প্রতি করা যায় তাঁহারদের অনুমতিবিনা মোকদ্দমা উপস্থিত না হইবার কথা।

১৯৯ ধারা। যথার্থ বিচার হইবার বাধাজনক যে২ অপরাধ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩ কি ১৯৪ কি ১৯৫ কি ১৯৬ কি ১৯৯ কি ২০০ কি ২০৫ কি ২০৬ কি ২০৭

যথার্থ বিচার হইবার বাধাজনক অপরাধ যে কার্য্যকারকের

সম্মুখে করা যায় তাঁহার অনুমতি না হইলে তদ্রূপ কোন ২ অপরাধ বিষয়ে মোকদ্দমা উপস্থিত না হইবার কথা।

কি ২০৮ কি ২০৯ কি ২১০ কি ২১১ কি ২২৮ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এমত কোন অপরাধ যদি দেওয়ানী কি ফৌজদারী কোন আদালতের সম্মুখে কি বিপক্ষে করা যায়, তবে দেওয়ানী কি ফৌজদারী যে আদালতের সাক্ষাতে কি বিপক্ষে ঐ অপরাধ করা হইয়াছিল তাঁহার, কিম্বা সেই আদালত অন্য যে আদালতের অধীন থাকেন তাঁহার অনুমতি না হইলে, ঐ অপরাধের অভিযোগ ফৌজদারী আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না। সেই অনুমতি কোন সময়ে দেওয়া যাইতে পারিবে ইতি।

১৭০ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৩ কি ৪৭১ কি ৪৭৫ কি ৪৭৬ ধারাতে যে২ দলীল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এমত কোন দলীল যদি দেওয়ানী কি ফৌজদারী কোন আদালতে কোন মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যের প্রমাণে উপস্থিত করা গিয়া থাকে, তবে যেঁ আদালতে সেই দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করা যায়, তাঁহার, কিম্বা সেই আদালত অন্য যে আদালতের অধীন থাকেন তাঁহার অনুমতি না হইলে, সেই দলীলসম্পর্কীয় কোন অপরাধের অভিযোগ ঐ মোকদ্দমার কোন পক্ষের নামে কোন ফৌজদারী আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না। তদ্রূপ অনুমতি কোন সময়ে দেওয়া যাইতে পারিবে ইতি।

দলীলসম্পর্কীয় কোন ২ অপরাধ হইলে, যে আদালতে ঐ দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করা যায় সেই আদালতের অনুমতিবিনা ঐ অপরাধের মোকদ্দমা উপস্থিত না হইবার কথা।

১৭১ ধারা। দেওয়ানী কি ফৌজদারী কোন আদালত যদি বোধ করেন যে ইহার পূর্ব্বের তিন ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন অভিযোগ অনুসন্ধান লওয়ার উপযুক্ত হেতু আছে, তবে সেই আদালত প্রথম স্থলের আবশ্যক অনুসন্ধান করিলে পর, ঐ অপরাধের নিমিত্তে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার কি বিচার হওনার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে সেই মোকদ্দমা অনুসন্ধান করিবার জন্যে প্রেরণ করিতে পারিবেন। তাহাতে মাজিস্ট্রেট সাহেব আইনানুসারে তৎকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। উক্ত আদালত সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় পাঠাইতে কিম্বা ঐ মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে হাজির হইবার উপযুক্ত জামিন তাহার স্থানে লইতে পারিবেন, ও সেই অনুসন্ধান করণ সময়ে উপস্থিত হইয়া

ইহার পূর্ব্বের তিন ধারার লিখিত স্থলে কার্য্য করিবার নিয়মের কথা।

সাক্ষ্য দিবার একরারনামা কোন ব্যক্তির স্থানে লেখাইয়া লইতে পারিবেন ইতি।

১৭২ ধারা। সেশন আদালতের সাক্ষাতে কি তাঁহার নিজ জ্ঞানগোচরে উক্ত প্রকারের কোন অপরাধ হইলে, যদি সেই অপরাধ কেবল ঐ আদালতের বিচার্য্য হয়, তবে সেই আদালত ঐ ব্যক্তির নামে ঐ অপরাধের অভিযোগ করিয়া আপনার করা অভিযোগক্রমে ঐ ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে কিম্বা তাহার স্থানে হাজির জামিন লইতে ও তাহার বিচার করিতে পারিবেন। এমত স্থলে বিচারকালে বাদির কি প্রতিবাদির পক্ষের কোন সাক্ষিদিগকে সমন করিবার কি উপস্থিত করাইবার যে ক্ষমতা এই আইনমতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের প্রতি অর্পিত হয়, ঐ সেশন আদালতেরও সেই ক্ষমতা থাকিবে। ঐ আদালত মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে ঐ বিচারকালে তদ্রূপ সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করান ইতি।

সেশন আদালতের সম্মুখে তদ্রূপ অপরাধ হইলে ঐ আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৭৩ ধারা। যে অপরাধের বিচার কেবল সেশন আদালতে হইতে পারে, এমত কোন অপরাধ দেওয়ানী কোন আদালতের সাক্ষাতে হইলে, সেই আদালত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা ঐ মোকদ্দমা অনুসন্ধান হইবার জন্যে তাঁহার নিকটে প্রেরণ না করিয়া, আপনি সেই অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিতে পারিবেন, ও সেশন আদালতের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইবার নিমিত্তে তাহাকে সমর্পণ করিতে কিম্বা তাহার স্থানে হাজির জামিন লইতে পারিবেন ইতি।

অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেশন আদালতে সমর্পণ করিতে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৭৪ ধারা। যখন দেওয়ানী আদালতের আজ্ঞাক্রমে অপরাধিকে উক্ত প্রকারে সমর্পণ করা যায়, তখন ঐ আদালত পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে অভিযোগপত্র লিখিয়া, সমর্পণ করিবার আজ্ঞার ও মোকদ্দমার কাগজপত্রের সহিত সেই অভিযোগপত্র জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে, কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের কোন ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারি কোন কার্য্যকারকের নিকটে পাঠাইবেন, তাহাতে সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ মোকদ্দমা ও বাদির ও প্রতিবাদির পক্ষীয় সাক্ষিদিগকে সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করাইবেন ইতি।

তদ্রূপ স্থলে দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তব্যের কথা।

১৭৫ ধারা। যখন কোন সেশন আদালত কি দেওয়ানী আদালত ইহার পূর্ব্বের তিন ধারানুসারে কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করেন কি তাহার স্থানে হাজির জামিন লন, তখন সেই আদালত কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার একরারনামাতেও বদ্ধ করিতে পারিবেন, ও তজ্জন্যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন ইতি।

কোন ব্যক্তিদিগকে সাক্ষ্য দিবার একরারনামাক্রমে বদ্ধ করিবার বিষয়ে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতামতে সেশন কি দেওয়ানী আদালতের কার্য্য করিবার কথা।

১৭৬ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখে কোন মোকদ্দমা বিচারার্থে সমর্পণ করিতে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা নাই, তাঁহার সাক্ষাতে যদি কেবল সেশন আদালতের বিচার্য্য কোন অপরাধ করা যায়, তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব তদ্রূপ সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে ঐ মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন, ও তিনি সেই মোকদ্দমায় যেরূপ আজ্ঞা করা উপযুক্ত বোধ করেন তদ্রূপ আজ্ঞা করিবেন ইতি।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা সমর্পণ করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে, ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের নিকটে তাঁহারদের মোকদ্দমা পাঠাইবার কথা।

১৭৭ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৭ ধারামতের অপরাধের অভিযোগ কেবল স্ত্রীর স্বামিভিন্ন অন্য কেহ উপস্থিত করিতে পারিবে না ইতি।

পরস্ত্রী গমনাপরাধের মোকদ্দমা কেবল স্বামির উপস্থিত করিতে পারিবার কথা।

১৭৮ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৮ ধারামতের অপরাধের অভিযোগ স্ত্রীর স্বামী কিম্বা ঐ স্বামির পক্ষে স্ত্রীর রক্ষকভিন্ন অন্য কেহ উপস্থিত করিতে পারিবে না ইতি।

স্ত্রীর ভ্রান্তি জন্মাইয়া তাহাকে হরণ করিবার অভিযোগ স্বামী কি স্ত্রীর রক্ষকভিন্ন অন্য কাহার উপস্থিত করিতে না পারিবার কথা।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সেশন আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমায় প্রথম স্থলের অনুসন্ধান মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা হইবার বিধি।

১৭৯ ধারা। কেবল সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ বলিয়া যে ২

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পরওয়ানা দিবার ও পরওয়ানার পরিবর্ত্তে সমন দিতে পারিবার কথা।

অপরাধ এই আইনের অন্তভাগের তফসিলের ৭ ঘরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এমত কোন অপরাধ কোন ব্যক্তি করিয়াছে কিম্বা তদ্বিষয়ে তাহার প্রতি সন্দেহ থাকে, এই রূপ নালিশ যদি কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে করা যায়, কিম্বা সেশন আদালতের দ্বারা ঐ অপরাধের বিচার হওয়া উচিত ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি এমত বোধ করেন, তবে তিনি ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন। কিন্তু তদ্রূপ কোন স্থলে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে নালিশ হয় তিনি উপযুক্ত বোধ করিলে, ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরিবার পরওয়ানা প্রথম স্থলে জারী না করিয়া, সেই অভিযোগের উত্তর দিবার জন্যে উপস্থিত হইবার আজ্ঞাসূচক সমন দিতে পারিবেন ইতি।

১৮০ ধারা। মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি ঐ অভিযোগের সত্যতা অবিশ্বাস করিবার কারণ জানেন, তবে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা দেওনে বিলম্ব করিয়া, প্রথমে আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা কিম্বা তৎস্থানীয় পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা, কিম্বা ঐ অভিযোগের সত্যতা কি অসত্যতা নিশ্চিতরূপে জানিবার জন্যে অন্য যে কোন প্রকারে অনুপযুক্ত বোধ করেন সেই প্রকারে, তাহার সত্যতার অনুসন্ধান করিবার আদেশ করিতে পারিবেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোন ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারি কোন কার্য্যকারক কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারকভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা যদি ঐ অনুসন্ধান করা যায়, তবে এই আইনদ্বারা পোলীসের থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের প্রতি যে সকল ক্ষমতার্পণ হয়, ঐ ব্যক্তি সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন। কিন্তু ধৃত করিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি বোধ করেন যে ঐ অভিযোগের বিচারকার্য্য চালাইবার কোন উপযুক্ত হেতু নাই, তবে এই ধারার কোন কথাতে তাঁহার সেই অভিযোগ ডিসমিস করিবার কোন বাধা হইবেক না ইতি।

পরওয়ানা দিবার বিলম্ব করণের কথা, ও নালিশ ডিসমিস করিতে পারিবার কথা।

১৮১ ধারা। যাহার নামে অভিযোগ হয় তাহাকে ধরিবার পরওয়ানা দেওন সময়ে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপযুক্ত বোধ করিলে ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে এমত আজ্ঞা লিখিতে পারিবেন যে, ঐ ব্যক্তি যদি ঐ অভি-

হাজির জামিন লইবার আজ্ঞা করিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতার কথা।

যোগের উত্তর দিবার জন্যে ঐ পরওয়ানালিখিত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে নিরূপিত দিনে হাজির হইবার বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নির্দ্দিষ্ট কতক টাকার তাইনে হাজির জামিন দিতে ইচ্ছুক ও প্রস্তুত হয়, তবে পরওয়ানা যে কর্ম্মকারককে দেওয়া যায় সেই কর্ম্মকারক ঐ জামিন গ্রহণ করিয়া ঐ ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মাহইতে মুক্ত করেন। যদি হাজির জামিন দেওয়া যায়, তবে ঐ কর্ম্মকারক ঐ হাজির জামিনীপত্র মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।

অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং অনুপস্থিত হওনবিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি দিবার কথা।

১৮২ ধারা। মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপযুক্ত কারণ জানিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার ও তাহার পক্ষে কর্ম্ম করণার্থে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোখ্‌তারদ্বারা তাহাকে উপস্থিত হইবার অনুমতি দিবেন। কিন্তু মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপযুক্ত বোধ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

পলাতক ব্যক্তির বিষয়ে ঘোষণাপত্রের কথা।

১৮৩ ধারা। অপরাধের অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি যদি পলায়ন করে কি গোপনে থাকে, তাহাতে তাহার নামে পরওয়ানা বাহির হইলেও তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না তবে ঐ পরওয়ানা জারী না হয় এই অভিপ্রায়ে সেই ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে কি গোপনে থাকে, এই কথা মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বদ্বোধ মতে জ্ঞাত হইলে, ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়া আজ্ঞা করিবেন যে সেই ব্যক্তি ত্রিশ দিনের ন্যুন না হয় এমত নিরূপিত কোন দিনের মধ্যে অভিযোগের উত্তর দিবার জন্যে উপস্থিত হয়। ঐ ব্যক্তি যে নগরে কি গ্রামে নিয়ত বাস করে তাহার মধ্যে সকল লোকের গমনাগমনের কোন স্থানে ঐ ঘোষণাপত্র প্রকাশরূপে পাঠ করা যাইবেক, ও সেই ব্যক্তির নিয়ত বাসস্থানের কিম্বা ঐ নগরের কি গ্রামের কোন প্রকাশ স্থানে লটকাইয়া দেওয়া যাইবেক। আর সেই ঘোষণাপত্রের এক কেতা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারী ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে লটকাইতে হইবেক ইতি।

পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।

১৮৪ ধারা। যে ব্যক্তি পলায়ন করে কি গোপনে থাকে তাহার স্থাবর কি অস্থাবর কোন সম্পত্তি মাজিষ্ট্রেট সাহেব তৎকালে ক্রোক করিতেও আজ্ঞা করিতে পারিবেন। যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ আজ্ঞা করেন

তাঁহার এলাকার বহির্ভূত কোন সম্পত্তি ক্রোক হইবার ক্ষমতা ঐ আজ্ঞাক্রমে হইবেক না। কিন্তু ঐ আজ্ঞাপত্রের পৃষ্ঠে অন্য মাজিস্ট্রেট সাহেব স্বাক্ষর করিলে তাঁহার এলাকার মধ্যগত সম্পত্তি ক্রোক করিবার ক্ষমতা ঐ আজ্ঞাক্রমে হইবেক। যে সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয় তাহা যদি সুদর মালগুজারীর জমী হয়, তবে ঐ জমী যে জিলার মধ্যে থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের দ্বারা এই ধারামতের ক্রোক হইবে। অন্য সকল স্থলে, হয় মাজিস্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞামতে, না হয় সরবরাহকার ও গ্রাহক নিযুক্ত করণদ্বারা, কিম্বা অনুপস্থিত ব্যক্তিকে খাজানা দিবার নিষেধ করণদ্বারা, অর্থাৎ ইহার মধ্যে মাজিস্ট্রেট সাহেব যেমন উপযুক্ত বোধ করেন তেমনি ক্রোক হইবে। সেই অনুপস্থিত ব্যক্তি যদি ঘোষণাপত্রের নিরূপিত সময়ের মধ্যে উপস্থিত না হয়, তবে ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীন প্রকাশ হইবে, কিন্তু ইংরাজী পঞ্জিকামতের ছয় মাস গত না হইলে নীলাম হইবে না। পরন্তু ঐ দ্রব্য যদি ক্ষয়ণীয় হয়, কিম্বা মাজিস্ট্রেট সাহেব যদি বোধ করেন যে ঐ দ্রব্য বিক্রয় হইলে তৎস্বামির উপকার হয়, তবে ঐ ছয় মাস অতীত হইবার পূর্ব্বেও বিক্রয় হইতে পারিবে ইতি।

যাহা জব্দ করা দ্রব্য প্রকাশ হয় তাহা ফিরিয়া দিবার কথা।

১৮৫ ধারা। ইহার পূর্ব্বের ধারামতে যাহার সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীন প্রকাশ হইল, সেই ব্যক্তি যদি ঐ সম্পত্তি ক্রোক হইবার পর দুই বৎসরের মধ্যে আপনাকে ধরা দেয়, ও উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে বিচার হইয়া, সেই ব্যক্তি যথার্থ বিচারহইতে এড়াইবার অভিপ্রায়ে পলায়ন করে নাই কি গোপনে থাকে নাই এই বিষয়ের প্রমাণ যদি আদালতের হৃদ্বোধমতে করিতে পারে, তবে সেই সম্পত্তি তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে, কিম্বা যদি তাহা বিক্রয় হইয়া থাকে, তবে তাহার মূল্য তাহাকে দেওয়া যাইবে ইতি।

সাক্ষির উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার সমনের কথা।

১৮৬ ধারা। মোকদ্দমার বৃত্তান্ত ও পূর্ব্বাপর ঘটনা যাহারা জ্ঞাত হইয়া থাকিবে ও অভিযোগের পোষকতায় সাক্ষ্য দিতে পারে, এমত ব্যক্তিদের নাম মাজিস্ট্রেট সাহেব বাদির স্থানে জিজ্ঞাসা করিয়া, কি প্রকারান্তরে অবগত হইয়া, তাহাদিগের নামে এই মর্ম্মের সমন দিবেন যে, তাহারা ঐ সমনের নিরূপিত সময়ে ও স্থানে আপনার

সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে নালিশ হইয়াছে তদ্বিষয়ে যাহা জানে তাহার সাক্ষ্য দেয় ইতি।

১৮৭ ধারা। ইহার পূর্ব্বের ধারামতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে সমন দেন, তাহা স্বয়ং ঐ সাক্ষির উপর জারী করিতে হইবেক। কিম্বা যদি সাক্ষির সন্ধান না পাওয়া যায়, তবে তাহাকে দিবার জন্যে তাহার পরিবারের বয়ঃপ্রাপ্ত যে কোন পুরুষ তাহার সঙ্গে বাস করে তাহাকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

সাক্ষির নামে সমন লিখিবার পাঠ ও তাহা জারী করিবার নিয়মের কথা।

১৮৮ ধারা। সাক্ষিকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত না করা গেলে সে সাক্ষ্য দিবার জন্যে উপস্থিত হইবে না, ইহা যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিশ্বাস করিবার কারণ পান, তবে সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমন না দিয়া প্রথমেই আপনার পরওয়ানা দিবেন ইতি।

যে ২ স্থলে প্রথমেই গ্রেফতারী পরওয়ানা বাহির হইতে পারে তাহার কথা।

১৮৯ ধারা। যদি পরওয়ানা জারী হইতে না পারে, ও তাহা জারী না হয় এই অভিপ্রায়ে ঐ সাক্ষী পলায়ন করিয়াছে কি গোপনে থাকে ইহা যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব হৃদ্বোধমতে জানেন, তবে তিনি এই মর্ম্মের ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিবেন যে, ঐ সাক্ষী সাক্ষ্য দিবার জন্যে ঐ ঘোষণাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হয়। সেই ঘোষণাপত্র ঐ ব্যক্তির নিয়ত বাসস্থানের কোন প্রকাশ স্থানে লটকাইয়া দেওয়া যাইবে। ও যদি সেই সাক্ষী ঐ ঘোষণাপত্রের নিরূপিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত না হয়, তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব যত টাকা উপযুক্ত বোধ করেন ঐ সাক্ষির তত টাকার অস্থাবর কোন সম্পত্তি ক্রোক হইবার আজ্ঞা করিবেন। কিন্তু ক্রোক করিবার যত খরচ হয়, ও পশ্চাৎ লিখিত ধারার বিধানমতে ঐ সাক্ষী যত জরীমানা দিবার যোগ্য হইতে পারে, তাহার অধিক টাকার সম্পত্তি ক্রোক করাইবেন না। যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ আজ্ঞা করেন তাঁহার এলাকার বহির্ভূত কোন সম্পত্তি ক্রোক করিবার ক্ষমতা ঐ আজ্ঞামতে হইবে না। কিন্তু ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে অন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বাক্ষর করিলে তাঁহার এলাকার মধ্যগত সম্পত্তি ক্রোক হইবার ক্ষমতা ঐ আজ্ঞামতে হইবেক ইতি।

পরওয়ানা জারী হইতে না পারিলে তাহার কথা।

১৯০ ধারা। সাক্ষী যদি উপস্থিত হয়, ও পরওয়ানা জারী না হই-

ক্রোক হইলে যদি সাক্ষী উপস্থিত হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদ্বোধ জন্মায় তবে ঐ সম্পত্তির ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা। ও হাজির হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদ্বোধ জন্মাইতে না পারিলে সম্পত্তি নীলাম হইবার কথা।

বার অভিপ্রায়ে পলায়ন করে নাই কি গোপনে থাকে নাই, ও ঘোষণাপত্র হইবার সম্বাদ বিলম্বে পাওয়াতে ঐ ঘোষণাপত্র লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইবার অবকাশ পায় নাই এই সকল বিষয়ে যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ সম্পত্তি ক্রোকহইতে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, ও ক্রোক করিবার খরচ বিষয়ে যে হুকুম উপযুক্ত বোধ করেন তাহা করিবেন। যদি সেই সাক্ষী উপস্থিত না হয়, কিম্বা উপস্থিত হইয়াও, পরওয়ানা জারী হইতে না পারিবার অভিপ্রায়ে পলায়ন করে নাই কি গোপনে থাকে নাই ও পূর্ব্বোক্তমতে ঘোষণাপত্রের সম্বাদ পায় নাই ইহা যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদ্বোধমতে জানাইতে না পারে, তবে ঐ ক্রোক করাপ্রযুক্ত যত খরচ হইয়াছে তাহা, ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৭২ ধারার বিধানমতে ঐ সাক্ষির যত জরীমানা দিবার আজ্ঞা করেন তাহাও পরিশোধ করিবার জন্যে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ নীলাম হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। সাক্ষী যদি ঐ খরচের ও জরীমানার টাকা মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দেয় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ সম্পত্তি ক্রোক হইতে মুক্ত হইবার আজ্ঞা করিবেন। ইতি।

সমন অমান্য করিলে পরওয়ানা দিবার কথা।

১৯১ ধারা। কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার জন্যে সমন করা গেলে, যদি সমনের নিরূপিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইতে শৈথিল্য করে কি স্বীকার না করে, ও যদি সেই শৈথিল্য করার কি অস্বীকার করার যথার্থ কারণ প্রকাশ না হয়, তবে সেই সমন তাহাকে উপযুক্তমতে দেওয়া গিয়াছে ইহার প্রমাণ হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্তমতে সাক্ষ্য দিবার জন্যে উপস্থিত করণার্থে আপনার স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত পরওয়ানা দিবেন ইতি।

উত্তর দিতে স্বীকার না করিলে প্রহরির জিম্মায় রাখিবার কথা।

১৯২ ধারা। কোন ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সমন কি উপস্থিত করা গেলে পর, তাহাকে যে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যায় তাহার উত্তর দিতে যদি স্বীকার না করে, ও স্বীকার না করিবার কোন যথার্থ

কারণ প্রকাশ না করে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত পরওয়ানাক্রমে ঐ ব্যক্তিকে সাত দিনের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত প্রহরির জিম্মায় রাখিবেন। ইহার মধ্যে যদি সাক্ষ্য দিতে ও জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে স্বীকার করে, তবে তাহাকে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু সেই সাত দিনের পরেও যদি অস্বীকার করিতে থাকে, তবে তাহার প্রতি এই আইনের ১৬৩ ধারার বিধানমতে কার্য্য হইতে পারিবে ইতি।

বাদির ও তাহার সপক্ষীয় সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইবার কথা।

১৯৩ ধারা। মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাদির প্রমাণ, ও যে বিষয়ের অভিযোগ হয় তাহার ও পূর্ব্বাপর ঘটনার বৃত্তান্তের কোন কথা জ্ঞাত আছে বলিয়া যাহাদের নাম দেওয়া যায়, তাহাদেরও প্রমাণ গ্রহণ করিবেন ইতি।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে সাক্ষ্য লইবার কথা ও তাহার জেরসওয়াল করিতে পারিবার কথা।

১৯৪ ধারা। অভিযোগের পক্ষে যাহারা বাদী ও সাক্ষী হয়, তাহাদের সাক্ষ্য অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে লওয়া যাইবে, কিম্বা যদি সে স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি পাইয়া মোখতারের দ্বারা হাজির হয়, তবে সেই মোখতারের সাক্ষাতে লওয়া যাইবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি কি তাহার মোখতার ঐ বাদিকে ও তাহার সাক্ষিদিগকে দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে ইতি।

সাক্ষ্য যেরূপে ও যে ভাষাতে রিকার্ড হইবে তাহার কথা।

১৯৫ ধারা। আদালত যে জিলাতে আছে সেই জিলার চলিত ভাষাতে প্রত্যেক জন সাক্ষির সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা কি তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রুতি গোচরে ও তাঁহার কথনক্রমে ও তত্ত্বাধীনে লিখিয়া লওয়া যাইবে, ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। সাক্ষী যদি ইংরাজি ভাষাতে সাক্ষ্য দেয়, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই সাক্ষ্য স্বহস্তে ঐ ভাষাতে লিখিতে পারিবেন। ও আদালত যে জিলাতে থাকে সেই জিলার চলিত ভাষাতে ঐ সাক্ষ্য অনুবাদ ও স্বাক্ষরিত হইয়া ঐ মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে থাকিবে। যে ২ স্থলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বহস্তে সাক্ষ্য না লেখেন, সেই ২ স্থলে প্রত্যেক জন সাক্ষির সাক্ষ্য যে সময়ে লওয়া যাইতেছে, সেই সময়ে ঐ সাক্ষী যাহা কহে তাহার মর্ম্ম তাঁহার লিখিতে হইবেক, সেই মর্ম্ম তিনি স্বহস্তে লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে রাখা যাইবে।

যদি মাজিস্ট্রেট সাহেব কোন কারণে পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞাক্রমে ঐ মর্ম্ম লিখিতে না পারেন, তবে যে কারণে অপারক হইলেন তাহা রিকার্ড করিবেন ইতি।

১৯৬ ধারা। স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে যে, এই আইন যে কোন জিলাতে কি জিলার খণ্ডে প্রচলিত হয়, কি ৪৪৫ ধারার বিধানমতে ইহার পরে প্রচলিত হইবে, তাহাতে মাজিস্ট্রেট স্বদেশীয় ভাষায় স্বহস্তে সাক্ষিরদের সাক্ষ্য লেখেন। কিন্তু সেই মাজিস্ট্রেট যদি উপযুক্ত কোন কারণে কোন সাক্ষির সাক্ষ্য লিখিতে না পারেন, তবে তাঁহার অপারকতার কারণ লিখিবেন ও খোলা কাছারীতে আপনার কথনমতে ঐ সাক্ষ্য লেখাইবেন। তদ্রূপের লিখিত সাক্ষ্যেতে মাজিস্ট্রেট সাহেব স্বাক্ষর করিবেন, ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে থাকিবে। কিন্তু ইংরাজি ভাষা, কিম্বা আদালত যে জিলাতে থাকে সেই জিলার চলিত ভাষা যদি মাজিস্ট্রেটের স্বদেশীয় ভাষা না হয়, তবে মাজিস্ট্রেট স্বদেশীয় ভাষাতে সাক্ষ্য না লিখিয়া ইংরাজি ভাষাতে, কিম্বা আদালত যে জিলাতে স্থাপন হইয়াছে সেই জিলার চলিত ভাষাতে লিখিয়া লন, স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

মাজিস্ট্রেটের স্বদেশীয় ভাষাতে সাক্ষ্য রিকার্ড করিবার বিষয়ে স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা। ও বর্জ্জিত কথা।

১৯৭ ধারা। আদালত যে জিলাতে স্থাপন হইয়াছে সেই জিলার চলিত ভাষা কি, এই বিষয়ে যদি কোন বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে এই আইনের কর্ম্ম সম্পর্কে স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট ঐ বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

কোন জিলাতে কোন্ ভাষা চলিত ইহা স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্টের নিরূপণ করিবার কথা।

১৯৮ ধারা। সাক্ষ্য সাধারণমতে প্রশ্নোত্তর ভাবে লেখা যাইবে না, কিন্তু বৃত্তান্তমতে লেখা যাইবে। যদি কোন প্রশ্ন ও উত্তর লিখিবার বিশেষ কারণ দৃষ্ট হয়, কিম্বা বাদী কি অভিযুক্ত ব্যক্তি কি তাহার উকীল কি মোখ্‌তার যদি কোন বিশেষ প্রশ্ন ও উত্তর লিখিবার প্রার্থনা করে, তবে মাজিস্ট্রেট সাহেব উপযুক্ত বোধ করিলে তাহা লিখিবেন কি লেখাইবেন। সাক্ষ্য যখন সমাপ্ত হইয়াছে তখন অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার সাক্ষাতে কিম্বা সে অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি

সাক্ষ্য যে প্রকারে লিখিতে হইবে তাহার কথা।

পাইয়া মোখ্তারের দ্বারা উপস্থিত হইলে ঐ মোখ্তারের সাক্ষাতে, ঐ সাক্ষ্য সাক্ষির নিকটে পাঠ করা যাইবে ও তাহা আবশ্যকমতে সংশোধন করা যাইবে। সাক্ষ্য পাঠ করিবার সময়ে যদি সাক্ষী তাহার কোন অংশ অশুদ্ধ কহে, তবে মাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ সাক্ষ্য সংশোধন না করিয়া, তদ্বিষয়ে সাক্ষী যে আপত্তি করে তাহার মর্ম্ম লিখিতে পারিবেন, ও তাহাতে আপনার যে কোন মন্তব্য কথা লেখা আবশ্যক বোধ করেন তাহা লিখিবেন। সাক্ষ্য যে ভাষাতে দেওয়া গেল তদ্ভিন্ন যদি অন্য ভাষায় লেখা যায়, ও যে ভাষাতে লেখা গেল তাহা যদি সাক্ষী না বুঝে, তবে সাক্ষী এমত আদেশ করিতে পারিবে যে আমার যে সাক্ষ্য লেখা গিয়াছে তাহা যে ভাষাতে কহিলাম কিম্বা অন্য যে ভাষা বুঝিতে পারি এমত ভাষাতে আমার নিকটে ব্যক্ত করা যায় ইতি

১৯৯ ধারা। প্রত্যেক সাক্ষির সাক্ষ্যের নীচে এই কথা লিখিতে হইবেক যে, ঐ সাক্ষ্য সাক্ষির বোধগম্য অমুক ভাষাতে তাহার নিকটে পাঠ করা গিয়াছে, ও সাক্ষী ঐ সাক্ষ্য শুদ্ধ স্বীকার করিলে তাহাও লেখা যাইবে ও মাজিস্ট্রেট সাহেব সেই লিপিতে স্বাক্ষর করিবেন। মাজিস্ট্রেট সাহেব যদি সেই সাক্ষ্য স্বহস্তে লিখিয়া না থাকেন, তবে সেই লিপিতে আরো লিখিতে হইবে যে, ঐ সাক্ষ্য মাজিস্ট্রেট সাহেবের দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচরে ও আপনার কথনমতে ও তত্ত্বাধীনে লিখিয়া লওয়া গিয়াছে ইতি।

সাক্ষ্যের সঙ্গে মন্তব্য কথা লিখিবার কথা।

২০০ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি স্বয়ং উপস্থিত থাকে, তবে সাক্ষ্য যে ভাষাতে দেওয়া গেল তাহা ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি বুঝিতে না পারিলে, সে যে ভাষা বুঝে সেই ভাষাতে অনুবাদ করিয়া তাহা খোলা কাছারীতে তাহার নিকটে ব্যক্ত করা যাইবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি মোখ্তারের দ্বারা উপস্থিত হয়, ও আদালত যে জিলাতে স্থাপন হইয়াছে সেই জিলার চলিত ভাষাভিন্ন অন্য ভাষাতে যদি সাক্ষ্য দেওয়া যায়, তবে জিলার চলিত ভাষাতে অনুবাদ করিয়া ঐ সাক্ষ্য মোখ্তারের নিকটে ব্যক্ত করা যাইবেক ইতি।

যে২ স্থলে সাক্ষ্য অনুবাদ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির কি তাহার মোখ্তারের নিকটে ব্যক্ত হইবে তাহার কথা।

২০১ ধারা। অনুসন্ধান করণের কার্য্যার্থে মাজিস্ট্রেট সাহেব যাহার

মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে কোন ব্যক্তিকে সমন করিয়া তাহার সাক্ষ্য লইতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতার কথা।

সাক্ষ্য আবশ্যক জ্ঞান করেন, এমত কোন ব্যক্তিকে তিনি মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে আপনার বিবেচনামতে সমন করিয়া তাহার সাক্ষ্য লইতে পারিবেন ইতি।

আসামীর সাক্ষ্য গ্রহণের কথা।

২০২ ধারা। অনুসন্ধানের কার্য্য চলনের কোন সময়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপযুক্ত বোধ করিলে সময়ে২ অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন, ও তাহার নিকটে যে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন। সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দেয় কি না দেয় তাহা ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বেচ্ছা ইতি।

কোন কথা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি না দিবার কথা ও দোষস্বীকার হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কর্ত্তব্যের কথা।

২০৩ ধারা। কোন অঙ্গীকার কি ভয় প্রদর্শন প্রভৃতির দ্বারা, অভিযুক্ত ব্যক্তির অবগত কোন বিষয় প্রকাশ করাইতে কি না করাইতে তাহার কোন প্রবৃত্তি জন্মাইতে হইবে না। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহা করিবার বিষয়ে যদি সে স্বেচ্ছামতে স্বীকার করিতে চাহে, তবে সে তাবৎ বৃত্তান্ত ও ঘটনা বিস্তারিতরূপে কহে মাজিষ্ট্রেট সাহেব এমত আজ্ঞা করিয়া তদ্বিষয়ে সাক্ষির ন্যায় তাহার সাক্ষ্য লইবেন ইতি।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শপথ না করাইবার কথা।

২০৪ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শপথ কি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইতে হইবেক না ইতি।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা।

২০৫ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য ও তাহাকে যে২ প্রশ্ন করা যায় ও তাহার যে২ উত্তর দেয় তাহা বিস্তারিতরূপে লিখিয়া তাহাকে দেখান যাইবেক কি তাহার নিকটে পাঠ করা যাইবে, ও সে আপনার কোন উত্তরের অর্থ করিতে কিম্বা তাহাতে অধিক কথা লেখাইতে পারিবে। ও সে যাহা সকল বলে তদনুসারে সমুদয় লেখা গেলে পর, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া এই কথা লিখিবেন, যে ঐ সাক্ষ্য তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচরে লওয়া গিয়াছিল, ও অভিযুক্ত ব্যক্তি যাহা করিয়াছিল তাহা সমুদয় শুদ্ধরূপে লেখা হইয়াছে। ও এই কথাতে স্বাক্ষর করিবেন ইতি।

২০৬ ধারা। অভিযোগক্রমে কোন ব্যক্তি ধৃত না হইয়া কি তাহার নামে সমন না হইয়াও, যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালতে উপস্থিত থাকে, ও যে সাক্ষ্য লওয়া যাইতেছে তাহাতে যদি স্পষ্ট হয় যে ঐ ব্যক্তি কোন অপরাধ করিয়াছে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচার করণার্থে তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন, ও অভিযোগক্রমে ধৃত হওয়ার ন্যায় কি তাহার নামে সমন হওয়ার ন্যায় তাহার প্রতি কার্য্য হইতে পারিবে ইতি।

উপস্থিত থাকা কোন ব্যক্তির কৃত অপরাধের নিমিত্তে তাহাকে আটক করিয়া রাখিবার কথা।

২০৭ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষ প্রমাণের উত্তর দেওনার্থে কি তাহা খণ্ডনার্থে তাহার সপক্ষীয় যে কোন সাক্ষির নাম দেওয়া যায়, তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বীয় বিবেচনামতে সমন করিবেন ইতি।

প্রতিবাদির পক্ষে সাক্ষ্য লওন বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বেচ্ছামতে কার্য্য হইবার কথা।

২০৮ ধারা। প্রতিবাদির উত্তরের পোষকতায় যে সাক্ষিদের নাম দেওয়া যায়, তাহাদের প্রতি এই আইনের ১৮৭ ও ১৮৮ ও ১৮৯ ও ১৯০ ও ১৯১ ও ১৯২ ধারার বিধান খাটিবে ইতি।

প্রতিবাদির সপক্ষীয় সাক্ষিদের কথা।

২০৯ ধারা। এই আইনের অন্তভাগের তফসীলের ৭ ঘরে সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ বলিয়া যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এমত কোন অপরাধে যাহারদের স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে সম্পর্ক থাকা কি জ্ঞাতসার হওয়া অনুভব হয়, তদ্রূপ কোন এক কি অধিক ব্যক্তিকে ক্ষমা করিতে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকারি অন্য কার্য্যকারক এই নিয়মে প্রস্তাব করিতে পারিবেন যে, সেই ব্যক্তি ঐ কৃত অপরাধ বিষয়ে যাহা জ্ঞাত আছে, তাহার তাবৎ বৃত্তান্ত ও ঐ অপরাধ করণেতে অন্য যে সকল ব্যক্তির সম্পর্ক ছিল তাহারদের নাম সম্পূর্ণরূপে ও যথার্থ ও সরলভাবে প্রকাশ করে। ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে কারণে ক্ষমার প্রস্তাব করেন তাহা রিকার্ড করিবেন। যদি কোন ব্যক্তি এই ধারামতের ক্ষমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করে, তবে সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওনবিষয়ে যে সকল বিধি খাটে সেই বিধিমতে ঐ মোকদ্দমার সাক্ষির ন্যায় ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া যাইবে। সেই ব্যক্তি যদি হাজিরজামিনক্রমে মুক্ত না থাকে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য

কোন ২ স্থলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমা করিতে প্রস্তাব করিবার কথা।

কাৰ্য্যকারক উপযুক্ত বোধ করিলে ঐ মোকদ্দমার বিচার সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে প্রহরির জিম্মায় আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন ইতি।

২১০ ধারা। আসেসরদের অর্থাৎ সহকারিদের সাহায্যেতে যে২ মোকদ্দমার বিচার হয় এমত মোকদ্দমার বিচারকালে সেশন আদালতের, এবং বিবেচ্য বিষয় অর্পণীয় আদালতস্বরূপ সদর আদালতের এই আদেশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে যে, তদ্রূপ কোন অপরাধে যাহার কি যাহাদের স্বষ্টরূপে কি চক্রান্তে সম্পর্ক থাকা কি জ্ঞাতসার হওয়া অনুভব হয়, ঐ মোকদ্দমার বিচারেতে ঐ ব্যক্তির কি ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণাভিপ্রায়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে কি তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে পূর্ব্বোক্তমতে প্রস্তাব করেন ইতি।

যে২ স্থলে সদর আদালত কি সেশন আদালত ক্ষমার প্রস্তাব করিতে পারেন তাহার কথা।

২১১ ধারা। মোকদ্দমার বিচারকালে সেশন আদালত কিম্বা বিবেচ্য বিষয় অর্পণীয় আদালতস্বরূপে সদর আদালত যদি দেখিতে পান যে, কোন ব্যক্তি ক্ষমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলে পর আবশ্যক কোন কথা ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপন করিয়া, কিম্বা কোন মিথ্যা সাক্ষ্য কি সম্বাদ দিয়া, ঐ প্রস্তাব যে নিয়মমতে করা যায় তদনুযায়ি কার্য্য করে নাই, তবে সেই আদালত আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, ক্ষমার প্রস্তাব যে অপরাধ সম্পর্কে হইয়াছে সেই অপরাধের নিমিত্তে বিচার হওনার্থে ঐ ব্যক্তিকে সমর্পণ করা যায় ইতি।

যাহাদিগকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব হয় তাহাদিগকেও সদর আদালতের কি সেশন আদালতের সমর্পণ করিতে পারিবার কথা।

২১২ ধারা। যাহার নিমিত্তে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে না পারে, এই আইনের অন্তভাগের তফসীলের ৫ ঘরের লিখিত এমত কোন অপরাধের অভিযোগ যে ব্যক্তির নামে হয়, সে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কি তাহাকে উপস্থিত করা গেলে, যদি তাহাকে ঐ অপরাধের দোষী জ্ঞান করিবার যুক্তিমতের হেতু দৃষ্ট হয়, তবে তাহার হাজিরজামিন দিবার অনুমতি হইবে না। কিন্তু অভিযোগের পোষকতায় যে প্রমাণ দেওয়া যায়, ঐ প্রমাণেতে অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষী হওয়ার দৃঢ় অনুভব হয় না, ও তাহাকে সমর্পণ করার প্রয়োজন নাই, অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পর্কে যে প্রমাণ দেওয়া গেল তদ্দ্বারা তাহার অপরাধী হওয়ার অনুভব অপেক্ষাকৃত

কোন২ অপরাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন না লওয়ার কথা ও যে স্থলে লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

ভুম হয়, তথাপি উক্ত কোন স্থলে তাহার অপরাধের অধিক অনু-সন্ধান করণের উপযুক্ত হেতু আছে মাজিস্ট্রেট সাহেবের যদি এই রূপ বিবেচনা হয়, তবে ঐ অনুসন্ধানকার্য্য না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির স্থানে হাজিরজামিন লওয়ার অনুমতি হইবে ইতি।

২১৩ ধারা। যাহার নিমিত্তে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে

যে স্থলে হাজির জামিন লইতে হইবে তাহার কথা।

এই আইনের অন্তভাগের তফসীলের ৫ ঘরের লিখিত এমত অপরাধের অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কি তাহাকে উপস্থিত করা গেলে, তাহার হাজিরজামিন দেওনের অনুমতি হইবেক ইতি।

২১৪ ধারা। কোন অপরাধের অভিযোগ যাহার নামে হয় কিম্বা

অভিযুক্ত ব্যক্তির ও জামিনদের একরার-নামার কথা।

যাহার প্রতি তদ্বিষয়ের সন্দেহ থাকে, এমত কোন ব্যক্তিকে যখন মাজিস্ট্রেট সাহেব হাজিরজামিন দিবার অনুমতি দেন, তখন তিনি যত টাকা উপযুক্ত বোধ করেন ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি ও এক কি অধিক জন জামিন তত টাকা দিবার করারে এই নিয়মে একরারনামা দিবে যে, প্রথম স্থলের অনুসন্ধান হওনকালে সেই লোক উপস্থিত হইবে, ও যদি প্রয়োজন হয়, তবে সেশন আদালতে সেই অভিযোগের উত্তর দিতে তলব হইলে উপস্থিত হইবে ইতি।

২১৫ ধারা। যদি ভ্রান্তি কি প্রতারণাক্রমে অল্প টাকার হাজির-

হাজিরজামিন অনুপযুক্ত হইলে তাহার কথা।

জামিন লওয়া গিয়া থাকে, কিম্বা জামিনেরা যদি পশ্চাতে অনুপযুক্ত হয়, তবে মাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত জামিন দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও জামিন না দিলে তাহাকে কয়েদ করিতে পারিবেন ইতি।

২১৬ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আজ্ঞা হইলে যদি জামিন দিতে না

অপরাধ প্রমাণ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে জামিন লইতে পারিবার কথা।

পারে, তবে তৎপরে তাহার অপরাধ প্রমাণ হওয়ার পূর্ব্ব কোন সময়ে হাজিরজামিন দিতে পারিলে তাহা গ্রাহ্য হইবেক ইতি।

২১৭ ধারা। একরারনামা উপযুক্তমতে করা গেলে পর, যদি অভিযুক্ত

জামিন দিলে মুক্ত হওয়ার কথা।

ব্যক্তি স্বেচ্ছামতে উপস্থিত হইয়া থাকে কিম্বা কোন কর্ম্মকারকের জিম্মায় থাকে, তবে মাজিস্ট্রেট সা-

হেব তৎকালে তাহাকে মুক্ত করিবেন। যদি কোন কারাগারে কি কয়েদ হইবার অন্য স্থানে থাকে, তবে তাহাকে মুক্ত করিবার পরওয়ানা কারারক্ষকের কি অন্য যাহার জিম্মায় ঐ ব্যক্তি থাকে তাহার নামে দিবেন। তাহাতে ঐ কারারক্ষক কি অন্য ব্যক্তি তাহাকে মুক্ত করিবেন ইতি।

জামিনদিগকে মুক্ত করিবার কথা।

২১৮ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিনেরা যখন ইচ্ছা করে তখনই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে আপনাদের করার-হইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবে। তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা দিবেন। সেই ব্যক্তি পরওয়ানাক্রমে উপস্থিত হইলে, কিম্বা স্বেচ্ছামতে আপনাকে ধরা দিলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জামিনদের একরারনামা রহিত হইবার আজ্ঞা করিয়া, ঐ ব্যক্তিকে অন্য জামিন দিতে আজ্ঞা করিবেন, কিম্বা তাহা দিতে না পারিলে তাহাকে কয়েদ করিতে আজ্ঞা করিবেন ইতি।

অভিযুক্ত ব্যক্তির দণ্ড দেওয়াইবার কার্য্যের কথা।

২১৯ ধারা। কোন ব্যক্তি হাজির হইবার একরারনামা স্বয়ং লিখিয়া দিলে পর যদি হাজির না হয়, ও তৎপ্রযুক্ত যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব বোধ করেন যে তাহার ঐ একরারনামার লিখিত দণ্ডের টাকা আদায় করিবার কার্য্য করিতে হয়, তবে ঐ জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে ঐ ব্যক্তির অস্থাবর যে কোন সম্পত্তি পাওয়া যায়, তাহা তিনি ক্রোক ও নীলাম করণদ্বারা ঐ দণ্ডের টাকা আদায় করিবেন ইতি।

জামিনেরদের দণ্ড দেওয়াইবার কার্য্যের কথা।

২২০ ধারা। যাহার হাজিরজামিন দেওয়া গেল সেই ব্যক্তি উপস্থিত না হওয়াতে যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব বোধ করেন যে, ঐ জামিনের কি জামিনেরদের একরারনামার লিখিত দণ্ডের টাকা আদায় করিবার কার্য্য করিতে হয়, তবে তিনি ঐ জামিনকে কি জামিনদিগকে এত্তেলা দিবেন যে, ঐ টাকা দেয় কিম্বা না দিবার কারণ দর্শায়। ও যদি উপযুক্ত কারণ দর্শান না যায়, তবে ঐ জামিনের কি জামিনেরদের অস্থাবর যে কোন সম্পত্তি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা তিনি ক্রোক ও নীলাম করিয়া ঐ টাকা আদায় করিবেন। ও যদি সেই দণ্ডের টাকা না দেওয়া যায় ও উক্ত প্রকারের ক্রোক ও নীলাম করণদ্বারা তাহা আদায় হইতে না পারে, তবে মাজিষ্ট্রেট

সাহেবের আজ্ঞাক্রমে ঐ জামিনকে কি জামিনদিগকে ছয় মাসের অনধিক কালপর্য্যন্ত দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ করা যাইতে পারিবেক ইতি।

যে২ স্থলে ইহার পূর্ব্বের দুই ধারার ক্ষমতাক্রমে কার্য্য হইতে পারে তাহার কথা।

২২১ ধারা। কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইবার একরারনামা স্বয়ং করিলে পর, কিম্বা বাদির কি প্রতিবাদির কি সাক্ষির উপস্থিত হইবার জামিন দেওয়া গেলে পর, যদি সেই একরারনামার কি জামিনীপত্রের নিয়মানুসারে ঐ বাদী কি প্রতিবাদী কি সাক্ষী ফৌজদারী আদালতের সম্মুখে উপস্থিত না হয়, তবে এমত প্রত্যেক স্থলে ফৌজদারী প্রত্যেক আদালত ইহার পূর্ব্বের দুই ধারার দত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন ইতি।

কয়েদ করিবার পরওয়ানা যাহার নামে দিতে হইবে তাহার কথা।

২২২ ধারা। কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিবার পরওয়ানা কোন কারারক্ষকের নামে, কিম্বা বন্দিদিগকে গ্রহণপূর্ব্বক রক্ষা করিতে অন্য যে ব্যক্তির ক্ষমতা থাকে তাহার নামে দিতে হইবে। তাহা ক্রোড়পত্রের C চিহ্নিত পাঠে কি তাহার মর্ম্মমতে লিখিতে হইবে ইতি।

পরওয়ানা যাহার হাতে দিতে হইবে তাহার কথা।

২২৩ ধারা। কারারক্ষক যদি জেলখানায় থাকেন তবে কয়েদ করিবার ঐ পরওয়ানা তাঁহাকে দিতে হইবে। তিনি জেলখানায় না থাকিলে তাঁহার নায়েবকে দেওয়া যাইবে। যদি তাঁহার নায়েব না থাকে, তবে জেলখানার যে কোন কর্ম্মকারক তৎকালে জেলখানায় থাকে, তাহাকে দেওয়া যাইবে ইতি।

যে স্থলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অনুসন্ধানের কার্য্য স্থগিত করিতে পারিবেন তাহার কথা।

২২৪ ধারা। কোন সাক্ষির অনুপস্থানপ্রযুক্ত কি যুক্তিমতের অন্য কোন কারণে যদি সাক্ষিদের সাক্ষ্য গ্রহণের কি অধিক সাক্ষ্যগ্রহণের কার্য্য বিলম্ব করা আবশ্যক কি উপযুক্ত হয়, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আজ্ঞা লিখিয়া সময়ে২ সেই অনুসন্ধানের কার্য্য স্থগিত করিয়া পঞ্চদশ দিনের অনধিক যত কাল উপযুক্ত জ্ঞান করেন তত কালপর্য্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রাখিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ মোকদ্দমা যত কাল স্থগিত থাকে তত কালপর্য্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় না রাখিয়া, ঐ সাক্ষ্য লওয়ার কার্য্য পুনরায় চলিবার যে সময় ও স্থান নিরূপণ হয় সেই সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইবার নিয়মে যদি ঐ অভিযুক্ত

ব্যক্তি একরারনামা লিখিয়া দেয়, ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপযুক্ত বোধ করিলে এক কি অধিক জন জামিন দেয়, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন ইতি।

যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করা যাইবে তাহার কথা।

২২৫ ধারা। মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি দেখিতে পান যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেশন আদালতে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার, কিম্বা অন্য দিনপর্য্যন্ত তাহাকে রাখিবার উপযুক্ত কোন হেতু নাই, তবে তিনি তাহাকে মুক্ত করিবেন। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার সম্মুখে বিচারার্থে তাহাকে উপস্থিত করা উচিত বোধ করিলে, তিনি এই আইনের ১৪ অধ্যায়মতে কার্য্য করিবেন ইতি।

যে স্থলে প্রতিবাদিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা।

২২৬ ধারা। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায়, তদ্দ্বারা যদি হৃষ্টি করেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে অপরাধের প্রমাণ হইতে পারে, তাহা কেবল সেশন আদালতের বিচার্য্য, কিম্বা তাহার বিচার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে সেশন আদালতে হওয়া উচিত, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেশন আদালতে বিচার হইবার নিমিত্তে পাঠাইবেন। ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি জুষ্টিস অব দি পীস হন ও অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা হয়, তবে বিচার হইবার নিমিত্তে তাহাকে সুপ্রীম কোর্টে প্রেরণ করিবেন ইতি।

অভিযোগের প্রতিলিপি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দিবার কথা ও বিচারকালে তাহার সপক্ষীয় সাক্ষিরদের কথা।

২২৭ ধারা। যে অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইবে তাহা পশ্চাৎ লিখিতমতে প্রস্তুত হইলে পর, তাহার নিকটে পাঠ করা যাইবে, ও সে চাহিলে তাহার প্রতিলিপি কি অনুবাদ তাহাকে দেওয়া যাইবে। ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তৎকালে আজ্ঞা হইবে যে, সেশন আদালতে কি সুপ্রীম কোর্টে তাহার বিচার হওনকালে যাহাদিগকে সাক্ষ্য দিবার জন্যে সমন করাইতে চাহে, তাহাদিগের নাম জানায় কি লিখিয়া দেয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপযুক্ত বোধ করিলে তৎপরের কোন কালেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অধিক সাক্ষির নামের ফর্দ্দ দিতে অনুমতি দিতে পারিবেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ ফর্দ্দ গ্রহণ পূর্ব্বক, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার যে আদালতে হইবে সেই আদালতে সাক্ষিদিগকে উপস্থিত হইতে সমন করিবেন। এই আইনের

১৮৭ ও ১৮৮ ও ১৮৯ ও ১৯০ ও ১৯১ ও ১৯২ ধারার বিধান সাক্ষিদের উপস্থিত হওনবিষয়ে যেপর্য্যন্ত খাটে, সেই পর্য্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির উক্তিমতে পূর্ব্বোক্ত ফর্দ্দলিখিত সাক্ষিদের প্রতিও খাটিবে ইতি।

অনাবশ্যক সাক্ষির ব্যয়ের টাকা আমানৎ না হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাহাকে সমন করিতে অস্বীকার করিবার কথা।

২২৮ ধারা। মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি বোধ করেন যে সাক্ষিদের মধ্যে কোন ব্যক্তির নাম কেবল ক্লেশ জন্মাইবার কি বিলম্ব করিবার কিম্বা যথার্থ বিচারের অভিপ্রায় নিষ্ফল করিবার জন্যে লেখা গিয়াছে, তবে সেই সাক্ষী অত্যন্ত প্রয়োজন এমত জ্ঞান জন্মিবার উপযুক্ত হেতু দর্শাইতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আজ্ঞা করিবেন। তাহাতে যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদ্বোধ না জন্মায়, তবে ঐ সাক্ষিকে উপস্থিত করাইবার যত ব্যয় তিনি আবশ্যক জ্ঞান করেন তত টাকা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে আমানৎ না করা গেলে, তাঁহার ঐ সাক্ষিকে সমন করা আবশ্যক হইবেক না ইতি।

উপরিস্থ আদালতে রিকার্ড পাঠাইবার কথা।

২২৯ ধারা। আসামীকে যখন সেশন আদালতে সমর্পণ করা যায়, তখন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের রিকার্ড, ও মোকদ্দমা-সম্পর্কীয় যে কোন অস্ত্র শস্ত্র কি সম্পত্তির যে কোন দ্রব্য থাকে, তাহাও উক্ত আদালতে পাঠাইতে হইবেক। যদি আসামীকে সুপ্রীম কোর্টে সমর্পণ করা যায়, তবে সেই রিকার্ড ও সেই অস্ত্র শস্ত্র কি অন্য দ্রব্য ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক। ও সেই রিকার্ডের কোন অংশ যদি ইংরাজী ভাষাতে না থাকে, তবে তৎসঙ্গে ইংরাজী ভাষাতে তাহার অনুবাদও দিতে হইবেক ইতি।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাক্ষ্যের প্রতিলিপি দিবার কথা।

২৩০ ধারা। প্রথম স্থলীয় অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারের পূর্ব্বে উপযুক্ত সময় থাকিতে সাক্ষ্যের প্রতিলিপি প্রার্থনা করে, তবে তাহা তাহাকে দেওয়া যাইবে। সেই প্রতিলিপি করিবার খরচ তাহার দিতে হইবে ইতি।

মোকদ্দমা সমর্পণ হইলে, গবর্ণমেণ্টের উকীলপ্রভৃতিকে জ্ঞাত করিবার কথা।

২৩১ ধারা। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেশন আদালতে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায়, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ সমর্পণ হওয়ার কথা ও অভিযোগপত্রের পাঠের ন্যায় অপরাধ জ্ঞাপক এক আজ্ঞাপত্র গবর্ণমেণ্টের উকীলের নামে, কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সেশন আদালতে

মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যে গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক নিযুক্ত হন তাঁহার নামে দিবেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি উপযুক্ত বোধ করেন, তবে ঐ মোকদ্দমা চালাইবার জন্যে গবর্ণমেণ্টের ঐ উকীল কি কার্য্যকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ইহার কোন বাধা এই ধারাতে হইবে না ইতি।

বাদিদের ও সাক্ষিদের একরারনামার কথা।

২৩২ ধারা। যে বাদিদের ও বাদির সপক্ষীয় যে সাক্ষিদের সেশন আদালতে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক, তাহারা তলব হইলেই সেশন আদালতে মোকদ্দমা চালাইবার কিম্বা বিষয় বিশেষ সাক্ষ্য দিবার জন্যে উপস্থিত হইবে, এই মর্ম্মের একরারনামায় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাক্ষাতে স্বাক্ষর করিবে। সেই একরারনামা ক্রোড়পত্রের E চিহ্নিত পাঠে কি তাহার মর্ম্মমতে লিখিতে হইবেক। যদি কোন বাদী কি সাক্ষী সেশন আদালতে উপস্থিত হইতে, কি পূর্ব্ব লিখিত আজ্ঞামতের একরারনামায় স্বাক্ষর করিতে স্বীকার না করে, তবে যত কাল সেই বাদী কি সাক্ষী ঐ একরারনামায় স্বাক্ষর না করে তত কাল, কিম্বা সেশন আদালতে তাহার উপস্থিত হইতে হইবার কালপর্য্যন্ত, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে প্রহরির জিম্মায় রাখিতে পারিবেন। তৎকালে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ বাদিকে কি সাক্ষিকে প্রহরির জিম্মায় দিয়া সেশন আদালতে পাঠাইবেন ইতি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অভিযোগপত্রের বিধি।

অভিযোগপত্রে যাহা লিখিতে হইবে তাহার কথা।

২৩৩ ধারা। মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইবার জন্যে তাহাকে সেশন আদালতে পাঠাইতে স্থির করেন, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় তৎপ্রকাশক এক লিপি মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রস্তুত করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর ও মোহর করিবেন, ও সেই অভিযোগমতে সেই আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় এমত আদেশ লিখিবেন। যে সেশন আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তির

বিচার হইবে, সেই আদালতে ঐ লিপির এক কেতা নকল প্রথমস্থলীয় অনুসন্ধানের কাগজপত্রসহিত প্রেরিত হইবে, ও সেই লিপির অন্য কেতা গবর্ণমেণ্টের উকীলের নিকটে, কিম্বা অন্য যে কর্ম্মকারক ঐ মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যে নিযুক্ত হন তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইবেক ইতি।

অপরাধের বর্ণনা যেরূপে করিতে হইবেক তাহার কথা।

২৩৪ ধারা। যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহা ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনেতে যে শব্দক্রমে বর্ণনা হইয়াছে সাধ্যমতে সেই ২ শব্দক্রমে অভিযোগপত্রে বর্ণনা হইবে, ও যে ধারামতে ঐ অপরাধের দণ্ড হইতে পারে তাহারও উল্লেখ হইবেক ইতি।

দণ্ডবিধির আইনের সাধারণ বর্জ্জিত কথার মধ্যে উক্ত অপরাধ না থাকা স্বতই জ্ঞান হইবার কথা।

২৩৫ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে যে সাধারণ বর্জ্জিত কথা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার কোন কথার মধ্যে ঐ মোকদ্দমা আইসে না, ইহা দর্শাইবার নিমিত্তে অভিযোগপত্রের মধ্যে কোন গতিকাদি ব্যক্ত করিবার আবশ্যক হইবে না, কিম্বা ঐরূপ বর্জ্জিত কথার মধ্যে মোকদ্দমা আইসে না ইহা লিখিবারও আবশ্যক হইবে না। কিন্তু অভিযোগপত্র হইলেই তদ্রূপ কোন গতিক না থাকা আপনিই জ্ঞান হইবেক ইতি।

সাধারণ বর্জ্জিত কথা সম্পর্কীয় প্রমাণের কথা।

২৩৬ ধারা। বিচার হইবার সময়ে সেই রূপ গতিক না থাকার প্রমাণ করা বাদির প্রথম স্থলে আবশ্যক হইবেক না, কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি তদ্রূপ কোন গতিক থাকার প্রমাণ দিতে পারিবেক, ও তদ্বিপরীত প্রমাণের সাক্ষ্য বাদির পক্ষে দেওয়া যাইতে পারিবে ইতি।

তদ্রূপ গতিকাদির ব্যক্ত না থাকাতে বর্জ্জিত করিবার অন্য বিশেষ হেতু জ্ঞান না হইবার কথা।

২৩৭ ধারা। অভিযোগপত্রের মধ্যে যে ধারার উল্লেখ হয় তাহার মধ্যে যদি সাধারণ বর্জ্জিত কথাভিন্ন অন্য বর্জ্জিত কথা থাকে, তবে ঐ ধারার লিখিত সেই রূপ বর্জ্জিত কথা যে সকল গতিকক্রমে হয়, তাহা না থাকার স্পষ্ট কথা ব্যক্ত না হইলে, তাহা না থাকা জ্ঞান হইবে না ইতি।

অভিযোগের এক কি অধিক দফার কথা।

২৩৮ ধারা। অভিযোগের এক কি ততোধিক দফা থাকিতে পারিবেক ইতি।

২৩৯ ধারা। কোন অভিযোগপত্রে কেবল এক দফা থাকিলে, তাহা

অভিযোগপত্রের ভিন্ন ২ দফার কথা। পশ্চাৎ লিখিত পাঠে কি তাহার মর্ম্মমতে লিখিতে হইবেক। যথা।

(ক) আমি অমুক (মাজিস্ট্রেট সাহেবপ্রভৃতির নাম ও পদ) প্রকাশ করিতেছি যে ইহাতে যদুর নামে এই অভিযোগ হইয়াছে, অর্থাৎ।

(১২১ ধারাক্রমে।)

(খ) সে অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীশ্রীমতী মহারানীর বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছে। ইহাতে সে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২১ ধারামতের দণ্ডনীয় ও (গ) সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছে।

(গ) ও আমি ইহাতে আদেশ করিতেছি যে উক্ত আদালতে উক্ত অভিযোগমতে যদুর বিচার হয়।

(মাজিস্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষর ও মোহর।

খ চিহ্নিত কথার পরিবর্ত্তে পশ্চাৎ লিখিত প্রকারের কোন কথা লেখা যাইতে পারিবেক।

(১২৪ ধারাক্রমে।)

(২) সে অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, ভারতবর্ষের গবর্নর্ জেনরল্ বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের মেম্বর শ্রীযুত অনরবিল অমুক সাহেবের উক্ত মেম্বরস্বরূপে আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে কার্য্য না করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, ঐ মেম্বর সাহেবের প্রতি আক্রমণ করিয়াছিল। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২৪ ধারামতের দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছে।

(১৬১ ধারাক্রমে।)

(৩) সে অমুক ডিপার্টমেন্টে রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া স্বীয় পদসম্পর্কীয় কোন কর্ম্ম না করিবার প্রবৃত্তিস্বরূপে আপনার আইনসিদ্ধ বেতনভিন্ন অমুক (নামক ব্যক্তির) স্থানে অমুক (নামক) অন্য ব্যক্তির নিমিত্তে পারিতোষিক গ্রহন করিল। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৬১ ধারামতের দণ্ডনীয়, ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছে।

(৩০৪ ধারাক্রমে।)

(৪) সে অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নহে এমত অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়া অমুকের মৃত্যুর কারন হইয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৪ ধারামতের দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছে।

(৩০৬ ধারাক্রমে।)

(৫) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, অমুক নামক ব্যক্তি মত্তাবস্থায় থাকিলে সে তাহার আত্মঘাতী হইবার সহায়তা করিল। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৬ ধারামতের দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছে।

(৩২৫ ধারাক্রমে।)

(৬) সে অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুক (নামক ব্যক্তির) গুরুতর পীড়া ইচ্ছাপূর্ব্বক জন্মাইল। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩২৫ ধারামতের দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছে।

(৩৯২ ধারাক্রমে।)

(৭) সে অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে দস্যুতা করিয়াছিল। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৯২ ধারামতের দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছে।

(৩৯৫ ধারাক্রমে।)

(৮) সে অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে ডাকাইতী করিয়াছিল। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৯৫ ধারামতের দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছে।

ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের অন্যান্য ধারাক্রমেও যে২ অভিযোগের কেবল এক দফা থাকে, তাহা সাধ্যমতে পূর্ব্বলিখিত পাঠানুসারে লেখা যাইতে পারিবেক ইতি।

২৪০ ধারা। সাক্ষ্যক্রমে যে সকল ক্রিয়ার প্রমাণ হইতে পারে তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের দুই কি ততোধিক ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধ প্রকাশ হয়, ইহা যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব দেখিতে পান, তবে অভিযোগপত্রে দুই কি ততোধিক দফা লেখা থাকিবে, ও যে দফাতে উক্ত যে ধারা খাটে তাহা লিখিতে হইবেক ইতি।

যে২ স্থলে দণ্ডবিধির আইনের দুই কি ততোধিক ধারাক্রমে অভিযোগ হয়, সেই২ স্থলের অভিযোগপত্রের কথা।

২৪১ ধারা। সাক্ষ্যক্রমে যে সকল ক্রিয়ার প্রমাণ হইতে পারে তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের একি ধারার নির্দ্দিষ্ট দুই কি ততোধিক অপরাধ হওয়া প্রকাশ হয় ইহা যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব দেখিতে পান, তবে অভিযোগপত্রে ঐ২ অপরাধপ্রকাশক দুই কি ততোধিক দফা থাকিবে ইতি।

একি ধারামতের দণ্ডনীয় দুই কি ততোধিক অপরাধের কথা।

২৪২ ধারা। মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি দেখিতে পান যে, সাক্ষ্যক্রমে যে সকল ক্রিয়ার প্রমাণ হইতে পারে তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের দুই কি ততোধিক ধারার মধ্যে কোন এক ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধ প্রকাশ হয়, কিন্তু তাহার মধ্যে কোন্ ধারা ঐ অপরাধের উপর

যে২ ধারা খাটে কি যে অপরাধের প্রমাণ হয় ইহার সন্দেহ হইলে তাহার কথা।

থাটে ইহার সন্দেহ থাকে, অথবা ঐ আইনের একি ধারার নির্দ্দিষ্ট দুই কি ততোধিক অপরাধের কোন এক অপরাধ হওয়া প্রকাশ হয় কিন্তু তাহার মধ্যে কোন্ অপরাধের প্রমাণ হইবেক ইহার সন্দেহ থাকে, তবে অভিযোগপত্রে উক্ত প্রত্যেক ধারাক্রমে দুই কি ততোধিক দফা, কিম্বা উক্ত এক ধারানুসারে উক্ত প্রত্যেক অপরাধ লিখিতে হইবেক ইতি।

২৪৩ ধারা। কোন অভিযোগের দুই কি ততোধিক দফা থাকিলে, ঐ অভিযোগপত্র পশ্চাৎ লিখিত পাঠে কি তাহার মর্ম্মমতে লিখিতে হইবেক।

দুই কি ততোধিক দফার অভিযোগপত্র লিখিবার পাঠ।

আমি অমুক (মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারকের নাম ও পদ) প্রকাশ করিতেছি যে যদুর নামে ইহাতে এই অভিযোগ হইয়াছে অর্থাৎ।

(২৪১ ও ২৪২ ধারাক্রমে।)

প্রথম। সে অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে কোন মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া অকৃত্রিম বলিয়া অমুক (নামক) অন্য ব্যক্তিকে দিয়াছিল। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৪১ ধারামতের দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছে।

দ্বিতীয়। সে অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, কোন মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া তাহা অকৃত্রিমরূপে গ্রহণ করিতে অমুক (নামক) ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৪২ ধারামতের দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছে। ও ইহাতে আদেশ করি যে উক্ত অভিযোগক্রমে উক্ত আদালতে যদুর বিচার হয়।

[মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নাম ও মোহর।]

(৩০২ ও ৩০৪ ধারাক্রমে।)

প্রথম। সে অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, অমুক (নামক) ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হইয়া জ্ঞানকৃত বধ করিয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০২ ধারামতের দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছে।

দ্বিতীয়। সে অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়া অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৪ ধারামতের দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছে।

(৩৭৯ ও ৩৮২ ধারাক্রমে।)

প্রথম। সে অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চৌর্য্যাপরাধ করিয়াছিল। ইহাতে ভারতবর্ষের

দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৯ ধারামতের দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছে।

দ্বিতীয়। সে অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চৌর্য্যাপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ করিবার উদ্যোগ প্রথমে করিয়া চৌর্য্যাপরাধ করিয়াছিল। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতের দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছে।

তৃতীয়। সে অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চৌর্য্যাপরাধ করণের পর পলায়ন করণার্থে কোন ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করিবার উদ্যোগ প্রথমে করিয়া চৌর্য্যাপরাধ করিয়াছিল, ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতের দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছে।

চতুর্থ। সে অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, চৌর্য্যক্রমে গৃহীত সম্পত্তি রাখিতে পারিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির পীড়ার ভয় জন্মাইবার উদ্যোগ প্রথমে করিয়া চৌর্য্যাপরাধ করিয়াছে ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতের দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছে।

ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের অন্যান্য ধারামতের দুই কি ততোধিক দফার অভিযোগপত্র সাধ্যমতে উক্ত পাঠানুসারে লেখা যাইতে পারিবে ইতি।

অভিযোগপত্র সংশোধনের কথা।

২৪৪ ধারা। যে আদালতে বিচার হয় সেই আদালত বিচার করণের কোন কালে অভিযোগপত্র সংশোধন কি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন ইতি।

যে২ স্থলে সংশোধন হইলে পর বিচারের কার্য্য অব্যাজে চলিতে পারে তাহার কথা।

২৪৫ ধারা। অভিযোগপত্রের যেরূপ সংশোধন কি পরিবর্ত্তন হয়, তদ্দৃষ্টে যদি আদালতের বিবেচনাতে মোকদ্দমার কার্য্য অব্যাজে চলিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তির উত্তর দিবার কোন ব্যাঘাতের সম্ভাবনা নাই, তবে আদালত উপযুক্ত বোধ করিলে সেই অভিযোগের সংশোধন কি পরিবর্ত্তন করিলে পর, সেই অভিযোগ প্রথম লিখিত অভিযোগের ন্যায় জ্ঞান করিয়া মোকদ্দমার বিচার করিতে থাকিবেন ইতি।

যে স্থলে নূতন বিচারের হুকুম হইতে পারিবেক, কিম্বা বিচার স্থগিত রহিতে পারিবেক তাহার কথা।

২৪৬ ধারা। অভিযোগের যে সংশোধন কি পরিবর্ত্তন হয় তদ্দৃষ্টে যদি আদালতের বিবেচনামতে মোকদ্দমার কার্য্য অব্যাজে চলিলে আসামীর উত্তর দেওনে ব্যাঘাতের সম্ভাবনা, তবে আদালত নূতন বিচারের হুকুম করিতে পারিবেন, অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তি

সংশোধিত কি পরিবর্ত্তিত অভিযোগের উত্তর করিতে পারে এজন্যে যত কাল আবশ্যক হয় তত কালপর্য্যন্ত বিচার স্থগিত রাখিতে পারিবেন। ও তাহার উত্তর শুনিলে পর, আদলত যে কোন সাক্ষিদের সাক্ষ্য মোকদ্দমার পক্ষে গুরুতর জ্ঞান করেন, কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কোন সাক্ষিদিগকে আপনার উত্তরের পোষকতায় সমন করাইতে ইচ্ছা করে, সেই সাক্ষিরা উপস্থিত হইতে পারে এই নিমিত্তে আদালত অন্য দিন-পর্য্যন্ত মোকদ্দমার বিচার স্থগিত রাখিতে পারিবেন ইতি।

ফরিয়াদীর পক্ষের সাক্ষিদিগকে আসামীর পুনরায় ডাকিয়া জেরসওয়াল করিবার কথা।

২৪৭ ধারা। যেস্থলে অভিযোগপত্রের সংশোধন কি পরিবর্ত্তন হয় এমত স্থলে যে কোন সাক্ষির সাক্ষ্য পূর্ব্বে লওয়া গিয়াছিল, তাহাকে অভিযুক্ত ব্যক্তি পুনরায় তলব করিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেক ইতি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচার্য্য যে মোকদ্দমায় নালিশ হইলেই পরওয়ানা বাহির হইতে পারে তাহার বিধি।

যে২ স্থলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব পরওয়ানা দিতে পারিবেন ও পরওয়ানার পরিবর্ত্তে সমন দিতে পারিবেন তাহার কথা।

২৪৮ ধারা। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচার্য্য যে অপরাধের নিমিত্তে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতে ছয় মাসের অধিক কাল কারাবদ্ধ হওন দণ্ড হইতে পারে, এমত কোন অপরাধ কোন ব্যক্তি করিয়াছে কি কোন ব্যক্তির প্রতি তদ্বিষয়ের সন্দেহ আছে এরূপ নালিশ সেই মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে হইলে, তিনি ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন। কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে নালিশ হয় তিনি, উপযুক্ত কোন কারণে, প্রথমেই পরওয়ানা না দিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইয়া অভিযোগের উত্তর দিবার আজ্ঞাসূচক সমন দিতে পারিবেন ইতি।

পরওয়ানা দিবার কথা।

২৪৯ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার আজ্ঞাপত্র দেওন, ও হাজিরজামিন লওন, ও সাক্ষিদিগকে সমন করণ ও বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাওন, ও

উভয় পক্ষের কথা ও সাক্ষিদের সাক্ষ্য গ্রহণ, ও সাক্ষ্য রিকার্ড করণের নিয়ম, ও তাহা সংশোধন করণ ও তাহাতে স্বাক্ষর করণ ও তাহার অনুবাদ করিয়া ব্যক্ত করণ, ও বিচারের কার্য্য স্থগিত করিয়া অন্য দিন নিরূপণ করণ, এই সকল বিষয়ের যে২ বিধি ১২ অধ্যায়ে আছে তাহা এই অধ্যায়ক্রমে বিচারিত মোকদ্দমার প্রতি খাটিবেক। এই ধারামতে কোন সাক্ষির সাক্ষ্য গ্রহণের কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর, ঐ ১২ অধ্যায়মতে যে মন্তব্য কথা লিখিতে হইবেক তদতিরিক্ত, কোন সাক্ষী সাক্ষ্য দেওন সময়ে যেরূপ আচরণ করে, তদ্বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব মন্তব্য যে কোন কথা লেখা গুরুতর বোধ করেন তাহাও লিখিবেন ইতি।

২৫০ ধারা। বাদির কথা ও অভিযোগের পোষকতায় যাহারা সাক্ষী হয় তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে পর, ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে কথা মাজিষ্ট্রেট সাহেব জিজ্ঞাসাবাদ করা আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা করিলে পর, যদি বিচার করেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন অপরাধ প্রমাণ হয় নাই, তবে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন অপরাধ দৃষ্টতঃ প্রমাণ হইয়াছে, ও সেই অপরাধ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের কোন ধারার অর্থের মধ্যে আইসে, কিম্বা ঐ আইনের ভিন্ন২ ধারার কোন্ এক কি অন্য অর্থের মধ্যে আইসে, ইহা যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব বোধ করেন, তবে তিনি এই আইনের ১৩ অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্টমতে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে অভিযোগপত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিবেন। সেই অধ্যায়ের সকল বিধান এই ধারামতের প্রস্তুত অভিযোগের প্রতি খাটিবে। কিন্তু ঐ অভিযোগপত্রের শেষে " সেশন আদালতের বিচার্য্য " এই যে কথা আছে তাহা এই ধারামতের প্রস্তুত অভিযোগপত্রেতে ত্যাগ করিয়া, " আমার বিচার্য্য " এই কথা লিখিতে হইবেক, ও আদেশপত্রেতে " উক্ত আদালতের দ্বারা " এই কথা ত্যাগ করিতে হইবেক ইতি।

অভিযোগের কথা।

২৫১ ধারা। পরে ঐ অভিযোগপত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকটে পাঠ করা যাইবে, ও তাহাকে জিজ্ঞাসা হইবে যে তুমি এই অপরাধের দোষী, কি দোষ খণ্ডনের কোন উত্তর দিতে চাহ ইতি।

উত্তরের কথা।

২৫২ ধারা। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির ঐ অভিযোগের কোন উত্তর থাকে, তবে তাহাকে ঐ উত্তর দেওন কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতে, ও তাহার সপক্ষীয় কোন সাক্ষিরা উপস্থিত থাকিলে তাহাদিগকে দেখাইয়া দিতে আজ্ঞা হইবে, ও অভি-

বিচার হইবার দাওয়ার কথা।

যোগের পোষকতায় যাহারা সাক্ষী হয় তাহাদিগকে পুনরায় ডাকিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসাবাদ করিতেও তাহার প্রতি অনুমতি হইবেক ইতি।

উত্তরের পোষকতার্থ প্রমাণের কথা।

২৫৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে যে প্রমাণ দেওয়া গিয়াছে তাহার উত্তর দেওনার্থে কি তাহা অসিদ্ধ করণার্থে তাহার সপক্ষ যে কোন সাক্ষির নাম দেওয়া যায়, তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমন করিবেন, ও যে কোন প্রমাণ দিবার প্রস্তাব হয় তাহা বিবেচনা করিবেন, ও তদর্থে তিনি স্বীয় বিবেচনানুসারে ঐ মোকদ্দমার বিচার আবশ্যকমতে সময়ে ২ স্থগিত করিয়া অন্য দিন নিরূপণ করিতে পারিবেন ইতি।

প্রতিবাদির সপক্ষীয় সাক্ষিদের কথা।

২৫৪ ধারা। উত্তরের পোষকতায় যে সাক্ষিদের নাম দেওয়া যায় তাহাদের প্রতি এই আইনের ১৮৭ ও ১৮৮ ও ১৮৯ ও ১৯০ ও ১৯১ ও ১৯২ ধারার বিধান খাটিবে ইতি।

নির্দ্দোষ করণ কি দোষী নির্ণয় করণের কথা।

২৫৫ ধারা। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারমতে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দ্দোষী হয়, তবে তিনি নির্দ্দোষী করণের বিচার রিকার্ড করিবেন। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ প্রমাণ হয়, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আইনমতে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন ইতি।

বিচার আরম্ভ করিবার পরে মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতার বহির্ভূত দৃষ্ট হইলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৫৬ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে কোন মোকদ্দমার বিচারকার্য্য চলিবার কোন সময়ে যদি দৃষ্ট হয় যে, কোন কারণে তাঁহার সেই মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা নাই, কিম্বা তিনি যদি বোধ করেন যে সেশন আদালতে ঐ মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত, তবে তিনি এই অধ্যায়মতের অধিক কার্য্য স্থগিত করিয়া, সেশন আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমায় প্রথম স্থলীয় অনুসন্ধানের কার্য্যের যে বিধি এই আইনের ১২ অধ্যায়ে আছে, তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচার্য্য যে মোকদ্দমায় অভিযোগ হইলে সামান্যতঃ সমন বাহির হইবে তাহার কথা।

সমন দিবার কথা ও যে স্থলে পরওয়ানা বাহির হইতে পারে তাহার কথা।

২৫৭ ধারা। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচার্য্য যে অপরাধের নিমিত্তে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতে ছয় মাসের অনধিক কাল কারাবদ্ধ হওন দণ্ড হইতে পারে, এমত কোন অপরাধ কোন ব্যক্তি করিয়াছে কিম্বা তাহার প্রতি তদ্রূপ সন্দেহ আছে, এমত নালিশ যদি সেই মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে করা যায়, তবে তিনি ঐ ব্যক্তির নামে সমন দিতে পারিবেন। তাহাতে ঐ অভিযোগের মর্ম্ম সংক্ষেপরূপে লেখা থাকিবে, ও তাহার উত্তর দিবার জন্যে ঐ ব্যক্তি অমুক সময়ে ও স্থানে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হয়, এই আজ্ঞা থাকিবে। কিন্তু সেই ব্যক্তি পলায়ন করিতে উদ্যত এই কথা যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ংবোধমতে জানেন কি বিশ্বাস করিবার কারণ পান, তবে তিনি সমন না দিয়া প্রথমেই ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধৃত করিবার পরওয়ানা দিবেন ইতি।

আসামীর হাজিরজামিন দিবার কিম্বা স্বয়ং একরারনামা লিখনমতে মুক্ত হইবার কথা।

২৫৮ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার যে সমন দেওয়া যায় তদনুসারে যদি সে স্বেচ্ছামতে নিরূপিত দিনে উপস্থিত হয়, কিম্বা তাহাকে পরওয়ানাক্রমে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করা যায়, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে সেই অভিযুক্ত ব্যক্তির হাজিরজামিন দিবার কিম্বা স্বয়ং একরারনামা লিখিয়া মুক্ত থাকিবার অনুমতি হইবে, ইহার মধ্যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যেরূপ আজ্ঞা করেন তদ্রূপে হইবে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজিরজামিন দিবার আজ্ঞা হইলে যদি সে দিতে না পারে, তবে তাহাকে হাজতে রাখিতে হইবে ইতি।

বাদী উপস্থিত না হইলে তাহার কথা।

২৫৯ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা তৎপরের যে কোন দিনে মোকদ্দমা তলব হয় সেই দিনে, যদি বাদী উপস্থিত না হয়, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ অভিযোগ ডিসমিস করিবেন। কিন্তু যদি কোন

কারণে সেই মোকদ্দমা শুনিবার কার্য্য স্থগিত করিয়া অন্য দিন নিরূপণ করা উপযুক্ত বোধ করেন, তবে যে নিয়ম উচিত জ্ঞান করেন সেই নিয়মানুসারে তাহা করিতে পারিবেন ইতি।

২৬০ ধারা। যে ব্যক্তিকে সমন দেওয়া যায়, সে যদি ঐ সমনের লিখিত সময়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত না হয়, ও তাহার উপস্থিত হইবার যে দিন সেই সমনে নিরূপণ হইয়াছিল, সেই দিনের পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনাতে যাহা উপযুক্ত বোধ হয় এমত সময় থাকিতে ঐ সমন তাহাকে রীতিমত দেওয়া গিয়াছিল মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি ইহা হৃদ্বোধমতে জানেন, কিম্বা তিনি যদি দেখিতে পান যে উচিতমতের উদ্যোগ হইয়াও ঐ ব্যক্তিকে এই আইনের বিধানমতে সমন দেওয়া যাইতে পারিল না, তবে তিনি ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরিবার জন্যে পরওয়ানা দিতে পারিবেন ইতি।

সমন অমান্য হইলে পরওয়ানা দিবার কথা।

২৬১ ধারা। মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপযুক্ত কারণ জানিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকার অনুমতি দিয়া তাহার পক্ষে কার্য্য চালাইবার উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোখ্‌তারের দ্বারা তাহাকে উপস্থিত হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন। কিন্তু মোকদ্দমার বিচার হইবার কোন সময়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপযুক্ত বোধ করিলে সেই ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। মোকদ্দমার বিচার কালে অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিত থাকার অনুমতি হইয়া, যদি মোখ্‌তারের দ্বারা উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া যায়, তবে কেবল অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই দণ্ডাজ্ঞা ঐ মোখ্‌তারের সাক্ষাতে প্রকাশ করিতে পারিবেন, অথবা সেই দণ্ডাজ্ঞা শুনিবার নিমিত্তে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকার অনুমতি দিবার কথা।

২৬২ ধারা। বাদির কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কোন ব্যক্তি গুরুতর প্রমাণ দিতে পারে, কিন্তু ঐ অভিযোগ শুনিবার নিরূপিত সময়ে ও স্থানে সাক্ষীস্বরূপে সাক্ষ্য দিবার জন্যে স্বেচ্ছামতে উপস্থিত হইবে না মাজিষ্ট্রেট সাহেব এমত জ্ঞান করিলে, তিনি ঐ ব্যক্তির নামে আপন স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত সমন দিয়া আজ্ঞা করিবেন যে, ঐ অভি-

সাক্ষির উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার সমনের কথা।

যোগ বিষয়ে যাহা জানে তাহার সাক্ষ্য দিবার জন্যে সমনের লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হয় ইতি।

২৬৩ ধারা। মোকদ্দমার যথার্থ বিচার হইবার নিমিত্তে যে কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনাতে প্রয়োজন হয়, এমত কোন সাক্ষিকে তিনি বিচার হইবার কোন কালে সমন করিয়া তাহার সাক্ষ্য লইতে পারিবেন। ও সাক্ষিস্বরূপে সমন না হইয়াও কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব সাক্ষির ন্যায় তাহারও সাক্ষ্য লইতে পারিবেন ইতি।

আবশ্যক প্রমাণ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তলব করিবার কথা।

২৬৪ ধারা। যে সাক্ষিদিগকে এই আইনের ২৬২ ও ২৬৩ ধারার বিধানমতে সমন করা যায়, তাহাদিগের প্রতি ১৮৭ ও ১৮৮ ও ১৮৯ ও ১৯০ ও ১৯১ ও ১৯২ ধারার বিধান খাটিবে ইতি।

পূর্ব্ব ২ বিধি খাটিবার কথা।

২৬৫ ধারা। বিচার হইবার নিরূপিত দিনে উভয় পক্ষ উপস্থিত হইলে, অভিযোগের মর্ম্ম অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জ্ঞাত করা যাইবে, ও তাহাকে জিজ্ঞাসা হইবে যে তোমাকে অপরাধী প্রকাশ না করিবার কোন কারণ দর্শাইতে পার কি না? যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে, ও তাহাকে অপরাধী নির্ণয় না করিবার উপযুক্ত কারণ না দর্শায়, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তদনুসারে তাহাকে অপরাধী নির্ণয় করিতে পারিবেন ইতি।

অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিলে তাহার কথা।

২৬৬ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অভিযোগের সত্যতা স্বীকার না করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাদির কথা, ও অভিযোগের পোষকতায় যে সকল সাক্ষিকে সে উপস্থিত করে তাহাদের কথাও শুনিবেন, ও অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা ও সে আপন উত্তরের পোষকতায় যে সকল সাক্ষিকে উপস্থিত করে তাহাদের কথা শুনিবেন ইতি।

তদ্রূপ সত্যতা স্বীকার না হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৬৭ ধারা। প্রত্যেক জন সাক্ষির সাক্ষ্য দেওনকালে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ সাক্ষ্যের মর্ম্ম লিখিয়া রাখিবেন। তাহা তিনি স্বহস্তে লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও সেই লিখন মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে। যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞামতে ঐ মর্ম্ম

সাক্ষ্য যেরূপে লিখিত হইবেক তাহার কথা।

লিখিতে না পারেন, তবে তিনি সেই অপারকতার কারণ রিকার্ড করিয়া ঐ মর্ম্ম খোলা কাছারীতে আপনার কথনমতে অন্যের দ্বারা লেখাই-বেন, ও তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও সেই লিখন মোকদ্দমার কাগজ-পত্রের একাংশ হইবে। কোন সাক্ষী সাক্ষ্য দেওন সময়ে যেরূপ আচরণ করে তদ্বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে কোন মন্তব্য কথা গুরুতর জ্ঞান করেন তাহাও রিকার্ড করিবেন ইতি।

২৬৮ ধারা। মাজিষ্ট্রেট সাহেব কোন স্থলে আবশ্যক জ্ঞান করিলে, সাক্ষির সাক্ষ্যের মর্ম্মমাত্র না লিখিয়া, ১৯৫ ধারার বিধানমতে, কিম্বা স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট যদি ১৯৬ ধারার বিধানমতের আজ্ঞা ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে করিয়া থাকেন, তবে সেই ১৯৬ ধারার বিধানমতে সাক্ষির সাক্ষ্য লিখিয়া রাখিবেন। এমত কোন স্থলে তদ্রূপ গৃহীত সাক্ষ্যের প্রতি ১৯৯ ও ২০০ ধারার বিধান খাটিবে ইতি।

কোন ২ স্থলে সাক্ষ্য লিখিয়া রাখিবার নিয়মের কথা।

২৬৯ ধারা। কোন অভিযোগ শুনিবার পূর্ব্বে কি তাহা শ্রবণ সময়ে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ শ্রবণের কার্য্য স্থগিত রাখিয়া অন্য কোন দিন নিরূপণ করিতে পারিবেন, সেই দিন এক কি উভয় পক্ষের সাক্ষাতে ও শ্রুতিগোচরে প্রকাশ করিবেন। ও তদ্রূপ শ্রবণ কি অধিক শ্রবণ করিবার অন্য যে দিন নিরূপণ হয়, সেই দিনে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত না থাকে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে ধৃত করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন। ও বাদী যদি উপস্থিত না থাকে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ নালিশ ডিসমিস করিতে পারিবেন ইতি।

বিচার স্থগিত রাখিবার কথা।

২৭০ ধারা। যদি কোন স্থলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তুচ্ছ ও ক্লেশজনক বলিয়া অভিযোগ ডিসমিস করেন, তবে তিনি উপযুক্ত বোধ করিলে ঐ ডিসমিস করিবার আজ্ঞাতে হুকুম করিতে পারিবেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণার্থে মাজিষ্ট্রেট সাহেব পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা ন্যায় ও যুক্তিসিদ্ধ বোধ করেন ফরিয়াদী তত টাকা ঐ ব্যক্তিকে দেয়। তদ্রূপে যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয় তাহা বাদির যে অস্থাবর সম্পত্তি ঐ জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা ক্রোক ও নীলাম হইয়া আদায় হইতে পারিবেক, ও ক্রোক হইতে না পারিলে, বাদিকে ত্রিশ দিনের অনধিক

তুচ্ছ ও ক্লেশজনক অভিযোগ হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

কাল দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ করা যাইতে পারিবে। ঐ ত্রিশ দিনের মধ্যে কোন সময়ে ঐ টাকা দেওয়া গেলেই তাহাকে মুক্ত করা যাইবে ইতি।

নালিশ উঠাইয়া লইবার অনুমতি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দিতে পারিবার কথা।

২৭১ ধারা। এই অধ্যায়মতের কোন মোকদ্দমায় শেষ হুকুম হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে, নালিশ উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়ার উপযুক্ত হেতু থাকার বিষয়ে যদি বাদী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ বাদিকে ঐ নালিশ উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন। এই ধারামতে যে নালিশ উঠাইয়া লওয়া যায় তাহা পুনরায় গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

নির্দ্দোষী করণের কি দণ্ডাজ্ঞা করণের কথা।

২৭২ ধারা। এই অধ্যায়মতের বিচারিত কোন মোকদ্দমায় যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী জ্ঞান করেন, তবে তিনি নির্দ্দোষ করণের বিচার রিকার্ড করিবেন। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী নির্ণয় হয়, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আইনমতে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন ইতি।

ষোড়শ অধ্যায়।

অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে অনুসন্ধানের ও বিচারের বিধি।

অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে মোকদ্দমা অর্পণ করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

২৭৩ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা জিলার খণ্ডের ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে নালিশ হইয়া, কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারকের রিপোর্টক্রমে, ফৌজদারী কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার অধঃস্থ কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তাহা সমর্পণ করিতে পারিবেন। অর্থাৎ অনুসন্ধান করিবার জন্যে, কিম্বা ঐ অপরাধ ঐ অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য হইলে তাহার বিচার করিবার জন্যে কিম্বা ঐ অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেট যদি সেশন আদালতে মোকদ্দমা সমর্পণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তবে তাহা সেশন আদালতে সমর্পিত হওনাভিপ্রায়ে, কিম্বা যদি ঐ অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেট সুপ্রীমকোর্টে মোকদ্দমা সমর্পণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তবে ঐ সুপ্রীমকোর্টে সমর্পিত

হওনাভিপ্রায়ে তাহা সমর্পণ করিবেন। কিন্তু যে সময়ে যে আইন চলন থাকে তদনুসারে উক্ত অধঃস্থ মাজিস্ট্রেট যে প্রকারের মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তদ্রূপ মোকদ্দমার নালিশ তাঁহার নিকটে হইলে, কিম্বা যে স্থলে তিনি পোলীসের কর্ম্মকারকের রিপোর্ট গ্রাহ্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হন সেই স্থলে ঐ কর্ম্মকারকের রিপোর্ট হইলে, তাঁহার সেই মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার কোন বাধা এই ধারার কোন কথাতে হইবে না ইতি।

মোকদ্দমা যেরূপে সমর্পণ হইবে তাহার কথা।

২৭৪ ধারা। যখন ফৌজদারী কোন মোকদ্দমা এই অধ্যায়মতে অধঃস্থ মাজিস্ট্রেটের প্রতি অর্পিত হয়, তখন সেই মোকদ্দমা পোলীসের কর্ম্মকারকের রিপোর্টক্রমে উপস্থিত করা গেলে, ঐ অর্পণ করিবার আজ্ঞা ঐ রিপোর্টের উপর লিখিতে হইবে। ও অভিযুক্ত ব্যক্তির কি সাক্ষিদের উপস্থিত হইবার সকল আজ্ঞাপত্রেতে তাহাদের সেই আদালতে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা হইবেক ইতি।

মাজিস্ট্রেট সাহেবদের কার্য্য চালাইবার বিধিমতে অধঃস্থ মাজিস্ট্রেটদের কর্ম্ম করিবার কথা।

২৭৫ ধারা। মোকদ্দমার অনুসন্ধান কি বিচার করণ কার্য্যেতে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের পক্ষে যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তত্তুল্য স্থলে অধঃস্থ মাজিস্ট্রেটেরাও সেই বিধিক্রমে এই অধ্যায়মতের কার্য্য করিবেন। ও তদ্রূপ মোকদ্দমায় যে সকল হুকুম ও পরওয়ানা জারী হয়, তাহা জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের জারী করা পরওয়ানার ন্যায় পোলীসের কর্ম্মকারকপ্রভৃতি সকল লোকের মান্য করিতে হইবেক ইতি।

অধঃস্থ মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার বহির্ভূত মোকদ্দমায় তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৭৬ ধারা। অধঃস্থ মাজিস্ট্রেটের সম্মুখস্থ কোন মোকদ্দমার বিচার কালে যদি প্রমাণ দৃষ্টে যথার্থমতে এই অনুভব হয়, যে তিনি যে অপরাধের বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন নহেন, কিম্বা যে অপরাধের নিমিত্তে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেশন আদালতের বিচারার্থে সমর্পণ করিতে ক্ষমতাপন্ন নহেন, অভিযুক্ত ব্যক্তির এমত অপরাধ হইয়াছে, তবে তিনি ঐ মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত করিয়া, আপনি যে মাজিস্ট্রেট সাহেবের অধীন হন তাঁহার নিকটে ঐ মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন। তাহাতে যে মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে ঐ মোকদ্দমা পাঠান যায়, তিনি আপনি সেই মোকদ্দমার বিচার করিবেন, কিম্বা তাঁহার অধঃস্থ যে কোন কা-

র্য্যকারক ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহার নিকটে অর্পণ করিবেন, নতুবা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেশন আদালতে বিচারার্থে সমর্পণ করিবেন। তদ্রূপ কোন স্থলে ঐ মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্য অন্য কোন আদালতে না হওয়ার ন্যায়, ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক উভয় পক্ষের ও সাক্ষিদের কথা ও সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন ও অন্য সর্ব্ব বিষয়ে ঐ মোকদ্দমা চালাইবেন ইতি।

যে ২ স্থলে অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেট দণ্ডাজ্ঞা না করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি মোকদ্দমা সমর্পণ করিবেন ও তদ্রূপ স্থলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৭৭ ধারা। উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটের বিচারিত কোন মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নিশ্চয় হইলে, যদি ঐ মাজিষ্ট্রেট বোধ করেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে অপরাধের প্রমাণ হইয়াছে তাহার যত দণ্ড আপনি করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, ততোধিক দণ্ড হওয়া উচিত, তবে যে অপরাধের প্রমাণ করিয়াছেন তাহা তিনি লিখিয়া, আপনি যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন থাকেন তাঁহার নিকটে ঐ মোকদ্দমার কাগজপত্র প্রেরণ করিবেন। ও সেই মোকদ্দমায় ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে দণ্ডাজ্ঞা কি হুকুম উপযুক্ত জ্ঞান করেন ও যাহা আইন অনুযায়ী হয় তাহা করিবেন। তদ্রূপ কোন স্থলে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে ঐ মোকদ্দমা প্রেরণ করা যায়, তিনি উভয় পক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন, ও যে কোন সাক্ষী ঐ মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়াছে তাহাকে পুনরায় ডাকাইয়া তাহার সাক্ষ্য লইতে পারিবেন, ও অধিক কোন সাক্ষ্য তলব করিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন ইতি।

অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী নির্ণয় না করিয়া তাহাকে সেশন আদালতে সমর্পণ করার কথা ও তদ্রূপ স্থলে কার্য্য করিবার নিয়মের কথা।

২৭৮ ধারা। অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেট যদি সেশন আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমার প্রথম স্থলীয় অনুসন্ধানের কার্য্য করিতে ও ব্যক্তিদিগকে সেই আদালতের বিচারার্থে, সমর্পণ করিতে সক্ষম হন, তবে ইহার পূর্ব্বের ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন মোকদ্দমায় তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী প্রকাশ না করিয়া তাহাকে সেশন আদালতের বিচারার্থে সমর্পণ করিতে পারিবেন, ইহার কোন বাধা ঐ ধারার কোন কথাক্রমে হইবে না। যদি অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেশন আদালতের বিচারার্থে সমর্পণ করা উচিত জ্ঞান করেন, তবে

সেশন আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমায় প্রথম স্থলীয় অনুসন্ধানের কার্য্য চালাইবার যে বিধি এই আইনের ১২ অধ্যায়ে আছে তদনুসারে তিনি কার্য্য করিবেন ইতি।

সপ্তদশ অধ্যায়।

প্রথমস্থলীয় অনুসন্ধান কি বিচার যে স্থানে হয় সেই স্থান খোলা কাছারী হওয়ার কথা।

অনুসন্ধানের কার্য্য যে স্থানে হয় তাহা খোলা কাছারী হওয়ার কথা।

২৭৯ ধারা। কোন অভিযোগের বিচার হইবার নিমিত্তে, কিম্বা সেশন আদালতের কি সুপ্রীমকোর্টের কি উপরিস্থ কোন আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমার প্রথম স্থলীয় অনুসন্ধানের কোন কার্য্য হইবার নিমিত্তে মাজিস্ট্রেট সাহেবের আদালতের বৈঠক যে স্থানে হয়, সেই স্থানই খোলা কাছারী জ্ঞান হইবে। তাহাতে সর্ব্বসাধারণ যত লোক সুবিধামতে ধরিতে পারে, তাহাদের গমনের কোন বাধা নাই। কিন্তু তদ্রূপ কোন আদালত যে সময়ে সেশন আদালতের কি সুপ্রীমকোর্টের বিচার্য্য কোন বিশেষ মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতেছেন, সেই সময়ে উপযুক্ত বোধ করিলে এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, আদালতের অনুমতি কি সম্মতি না হইলে কোন ব্যক্তি ঐ ঘরের কি অট্টালিকার মধ্যে আসিতে কি থাকিতে না পায় ইতি।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শান্তিরক্ষার মুচলকার ও জামিনীর বিধি।

অপরাধ প্রমাণ হইলে শান্তিরক্ষার মুচলকার কথা।

২৮০ ধারা। হঙ্গামা, কি আক্রমণ করণ, কি অন্য প্রকারে শান্তিভঞ্জন, কি তাহাতে সহায়তা করণ, কিম্বা তাহা করিবার স্পষ্ট অভিপ্রায়ে অস্ত্রধারি লোক সংগ্রহ কি বেআইনী অন্য কার্য্য করণাপরাধে কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে, যদি কোন সেশন আদালতের কি জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের কিম্বা মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতামতে কর্ম্মকারি

অন্য কার্য্যকারকের সম্মুখে ঐ অভিযোগ সপ্রমাণ হয়, ও যে আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী নির্ণয় করেন কিম্বা যে আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ মোকদ্দমায় শেষ দণ্ডাজ্ঞা কি হুকুম করেন, তিনি যদি বোধ করেন যে উক্ত প্রকারে যাহার অপ-রাধ সপ্রমাণ হইল সেই ব্যক্তির স্থানে শান্তি রক্ষাজন্য অর্থদণ্ডঘটিত মুচলকা লওয়া ন্যায্য ও আবশ্যক, তবে যে আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত প্রকারে অপরাধী নির্ণয় করেন, কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের শেষ দণ্ডাজ্ঞা কি হুকুম করেন, তিনি তদতিরিক্ত এই আজ্ঞা করিতে পারি-বেন, যে নির্ণীতাপরাধি ঐ ব্যক্তির অবস্থা ও মোকদ্দমার ভাবগতি-কানুসারে অর্থদণ্ড নিরূপণ করিয়া তাহার স্থানে শান্তি রক্ষার্থ দাঁড়া-মতের এক একরারনামা লওয়া যায়; প্রত্যেক স্থলে যত কাল উচিত বোধ হয় তত কালের নিমিত্তে শান্তি রক্ষার ঐ নিয়ম হইবে, কিন্তু জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতামতে কর্ম্ম-কারি অন্য কার্য্যকারক ঐ দণ্ডাজ্ঞা কি হুকুম করিলে, এক বৎসরের অনধিক কাল, কিম্বা সেশন আদালত ঐ দণ্ডাজ্ঞা কি শেষ হুকুম করিলে তিন বৎসরের অনধিক কাল ঐ শান্তি রক্ষার নিয়ম হইবে। মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারী নহেন এমত কোন কার্য্যকারক যদি অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে এই ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন অপরা-ধের অপরাধী নির্ণয় করেন, তবে তিনি নির্ণীতাপরাধি সেই ব্যক্তির স্থানে শান্তিরক্ষার জন্য দণ্ডঘটিত মুচলকা লওয়া ন্যায্য ও আবশ্যক জ্ঞান করিলে, আপনি যাঁহার অধীন থাকেন জিলার এমত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারি অন্য কার্য্যকারকের নিকটে ঐ মোকদ্দমার রিপোর্ট করিবেন। ও তিনিই ঐ ব্যক্তিকে অপ-রাধী নির্ণয় করিলে যেরূপে কার্য্য করিতে পারিতেন সেই রূপে কার্য্য করিবেন ইতি।

শান্তিরক্ষার জামি-নের কথা।

২৮১ ধারা। যে ব্যক্তিকে উক্ত প্রকারে অপরাধী নির্ণয় করা গেল, তাহার স্বাক্ষরিত মুচলকার অতিরিক্ত যদি শান্তি রক্ষার জন্যে জামিন লওয়া আবশ্যক বোধ হয়, তবে ইহার পূর্ব্বের ধারামতে দণ্ডঘটিত মুচলকা লইবার ক্ষমতাপন্ন আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ মুচল-

কার অতিরিক্ত জামিনও দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও জামিন কি জামিনেরা যত টাকার তাইনে ঐ জামিনীপত্র লিখিয়া দিবে তাহাও নির্দ্ধার্য্য করিবেন। ইহাতে এই নিয়ম থাকিবে, যে যদি জামিন না দেওয়া যায়, তবে যাহার প্রতি জামিন দিবার আজ্ঞা হয় তাহাকে হাজতে রাখা যাইবে, অর্থাৎ জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারী অন্য কার্য্যকারক ঐ আজ্ঞা করিলে এক বৎসরের অনধিক কাল, কিম্বা সদর আদালত কি সেশন আদালত ঐ আজ্ঞা করিলে তিন বৎসরের অনধিক কাল হাজতে রাখা যাইবে ইতি।

কোন ব্যক্তির শান্তিরক্ষার মুচলকা লিখিতে না হইবার কারণ দর্শাইতে তাহার নামে সমন হইবার কথা।

২৮২ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটনীয় কোন প্রজার কি অন্য ব্যক্তির দ্বারা শান্তি ভঙ্গনের কার্য্য হওয়া সম্ভাবনা, কিম্বা যাহাতে শান্তি ভঙ্গন হইতে পারে এমত কোন কার্য্য হওয়া সম্ভাবনা, এতদ্রূপ বিশ্বাসযোগ্য সম্বাদ যখন জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতামতে কর্ম্মকারী অন্য কার্য্যকারক প্রাপ্ত হন, তখন তিনি ঐ ব্যক্তির নামে সমন দিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, শান্তিরক্ষার মুচলকা লিখিয়া দিতে ও মাজিস্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে এক কি অধিক জন জামিন দিতে তাহার প্রতি আজ্ঞা না হয় ইহার কারণ দর্শাইবার জন্যে, সে ঐ সমনের নিরূপিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হয় ইতি।

সমনের মর্ম্মের কথা।

২৮৩ ধারা। উক্ত সম্বাদের মর্ম্ম, ও মুচলকা যত টাকার তাইনে ও যত কাল বলবৎ হইবে, ও জামিনের আজ্ঞা হইলে যত জন জামিন দিতে হইবে, ও প্রত্যেক জন যত টাকা তাইনে বদ্ধ হইবে, এই সকল কথা ঐ সমনে লেখা থাকিবে। এই আইনের বিধানমতে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর যেরূপে সমন জারী করিতে হয়, সেই রূপে উক্ত সমন জারী হইবে ইতি।

অর্থ দণ্ডের কথা।

২৮৪ ধারা। ঐ মুচলকা যত টাকার তাইনে হইবে তাহা মোকদ্দমার ভাবগতিক ও ব্যক্তির সঙ্গতি উপযুক্তমতে বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত হইবে। ও জামিনেরা ঐ অর্থদণ্ডের অধিক টাকাতে বদ্ধ হইবে না। ঐ মুচলকা ক্রোড়পত্রের D চিহ্নিত পাঠে কি তাহার মর্ম্মমতে লিখিতে হইবে ইতি।

২৮৫ ধারা। যাহার নামে সমন হইয়াছে সে যদি নিরূপিত দিনে

গ্রেফ্তারী পরওয়ানার কথা।

উপস্থিত না হয়, ও সমন তাহাকে উপযুক্তমতে দেওয়া গিয়াছে ইহা যদি মাজিস্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক হৃদ্বোধমতে জ্ঞাত হন, তবে তিনি ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন। কিন্তু শান্তি ভঞ্জন হইবে এমত আশঙ্কা থাকার যথার্থ কারণ আছে, ও কোন ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ ধৃত করিলে তাহা নিবারণ হইতে পারে, ইহা যদি মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের রিপোর্ট কি বিশ্বাসযোগ্য অন্য সম্বাদক্রমে জানিতে পান, তবে ঐ মাজিস্ট্রেট সাহেব কোন সময়ে ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন। উক্ত রিপোর্টের কি সম্বাদের মর্ম্ম রিকার্ড হইবে ইতি।

অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিত থাকার অনুমতি হইবার কথা।

২৮৬ ধারা। মাজিস্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক উপযুক্ত হেতু জানিতে পাইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকার অনুমতি দিতে পারিবেন, ও স্বপক্ষীয় কার্য্য করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোখতারের দ্বারা উপস্থিত হইয়া, আজ্ঞামতের জামিন দিবার, কিম্বা তদ্রূপ আজ্ঞা না হয় এমত কারণ দর্শাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন ইতি।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা।

২৮৭ ধারা। উক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে, কিম্বা যদি মোখতারের দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি পায়, তবে ঐ মোখতার উপস্থিত হইলে, সেই ব্যক্তিকে শান্তিরক্ষার করারে বদ্ধ করিবার প্রয়োজন, ইহা যদি মাজিস্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক হৃদ্বোধমতে না জানেন, তবে তিনি ঐ ব্যক্তির মুক্ত হইবার আজ্ঞা করিবেন ইতি।

মুচলকা লিখিয়া দিবার হুকুম না মানিবার ফলের কথা।

২৮৮ ধারা। শান্তিরক্ষা হইবার জন্যে উক্ত স্থানে জামিন সহিত কি জামিন বিনা মুচলকা লওয়া আবশ্যক, মাজিস্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক ইহা হৃদ্বোধমতে জ্ঞাত হইলে তদনুসারে আজ্ঞা করিবেন। ও সেই ব্যক্তি যদি ঐ আজ্ঞামতে কার্য্য না করে, তবে মাজিস্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক তাহাকে কারাবদ্ধ করিতে পারিবেন ইতি।

২৮৯ ধারা। মাজিস্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক জামিন-

কারাবদ্ধ হইবার কালের কথা। সহিত কি জামিন বিনা শান্তিরক্ষার এক বৎসরের অধিক কালের মুচলকা কোন ব্যক্তির স্থানে লইতে পারিবেন না। ইহার পূর্ব্বের ধারামতে যখন কোন ব্যক্তি কারা-বদ্ধ হয়, তখন মাজিস্ট্রেট সাহেবের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের আজ্ঞামতে সে এক বৎসরের অধিক কাল বদ্ধ হইবেক না। সেই এক বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে ঐ আজ্ঞামতে কর্ম্ম করিলে তাহাকে মুক্ত করা যাইবে ইতি।

২৯০ ধারা। মাজিস্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক যদি

কারাবদ্ধ হইবার কাল বৃদ্ধির কথা। বোধ করেন যে শান্তিরক্ষার জন্যে কোন ব্যক্তির স্থানে এক বৎসরের অধিক কালের মুচ-লকা লওয়া আবশ্যক, তবে প্রথম বৎসর গত হইবার পূর্ব্বে তিনি আপনার সেই মতের তাৎপর্য্য ও তদ্ধেতু রিকার্ড করিয়া সেশন আদা-লতের আজ্ঞা পাইবার জন্যে ঐ আদালতে প্রেরণ করিতে পারিবেন। ও সেই আদালত মাজিস্ট্রেট সাহেবের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকার-কের কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া, ও অধিক যে অনুসন্ধান আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিয়া, উপযুক্ত হেতু দেখিলে, ঐ মাজিস্ট্রেট সাহে-বকে কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারককে ঐ মুচলকার কাল আর এক বৎসরপর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন। তাহাতে সেশন আদালতের আজ্ঞাক্রমে মাজিস্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্য-কারক অধিক গত কালের আজ্ঞা করেন, ঐ ব্যক্তি সেই অধিক কাল শান্তিরক্ষার মুচলকা, ও জামিনের আজ্ঞা হইলে সেই জামিন, না দিলে তাহাকে সেই অধিক কালপর্য্যন্ত, কিম্বা তাহার মধ্যে যত কাল ঐ মুচলকা না দেয় তত কালপর্য্যন্ত কারাবদ্ধ রাখা যাইতে পারিবে ইতি।

২৯১ ধারা। শান্তিরক্ষার যে মুচলকা ও জামিন ইহার পূর্ব্বের ধারা-

মুচলকা রহিত করিবার কথা। মতে লওয়া যায়, তাহা মাজিস্ট্রেট সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক উপযুক্ত হেতু দৃষ্টি করিলে অন্যথা করিতে পারিবেন, ও সেই মুচলকা লিখিয়া না দিবার কি সেই জামিন না দিবার ত্রুটিপ্রযুক্ত যে ব্যক্তি কারাবদ্ধ হইয়াছে তাহাকে মুক্ত করি-বার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

২৯২ ধারা। কোন ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত হইবার জামিন যে ব্যক্তি

জামিনদিগকে মুক্ত করিবার কথা। হয় সে যখন ইচ্ছা করে, তখন মাজিস্ট্রেট সাহে-বের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের নিকটে ঐ

জামিনী করারহইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবে। তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে, সে যাহার নিমিত্তে জামিন হইয়াছে তাহার উপস্থিত হইবার কি তাহাকে উপস্থিত করিবার জন্যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমন কি পরওয়ানা দিতে পারিবেন। সেই ব্যক্তি ঐ পরওয়ানামতে উপস্থিত হইলে, কিম্বা স্বেচ্ছামতে ধরা দিলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ জামিনের একরারনামা অন্যথা হইবার আজ্ঞা করিয়া, সেই ব্যক্তিকে অন্য জামিন দিতে আজ্ঞা করিবেন। তাহা না দিলে তাহাকে হাজতে রাখিবেন ইতি।

মুখ্য ব্যক্তির স্থানে অর্থদণ্ড আদায় করিবার কথা।

২৯৩ ধারা। এই অধ্যায়মতের লওয়া কোন মুচলকা কি অন্য একরারনামার নিয়ম উল্লঙ্ঘন হইয়াছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের সাক্ষাতে এই কথার প্রমাণ হইলে, তিনি ঐ প্রমাণের স্থূল রিকার্ড করিয়া, যে ব্যক্তি ঐ মুচলকাতে বদ্ধ ছিল তাহাকে ঐ মুচলকার লিখিত টাকা দিতে কি না দিবার কারণ দশাইতে আজ্ঞা করিবেন। ও যদি উপযুক্ত কারণ না দর্শান যায়, ও অর্থদণ্ড না দেওয়া যায়, তবে ঐ কারাবদ্ধ ব্যক্তির অস্থাবর যে কিছু সম্পত্তি ঐ জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ক্রোক ও নীলাম করিয়া আদায় করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন। ও যদি অথদণ্ড না দেওয়া যায়, ও তাহা ক্রোক ও নীলাম করণদ্বারা আদায় হইতে না পারে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের আজ্ঞাক্রমে ঐ ব্যক্তিকে ছয় মাসের অনধিক কালপর্য্যন্ত দেওয়ানী জেলখানায় বদ্ধ করা যাইতে পারিবে ইতি।

জামিনের স্থানে অর্থদণ্ড আদায় করিবার কথা।

২৯৪ ধারা। জামিনসহিত যে মুচলকা দেওয়া যায় এমত কোন মুচলকার নিয়ম উল্লঙ্ঘন হইয়াছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের সম্মুখে এই কথা প্রমাণ হইলে, তিনি উপযুক্ত বোধ করিলে জামিনকে এত্তেলা দিবেন যে, তদ্দ্বারা যে অর্থদণ্ডের দায়ী হইয়াছে তাহা দেয়, কিম্বা তাহা না দিবার কারণ দশায়। ও যদি উপযুক্ত কোন কারণ দশান না যায়, ও অর্থদণ্ডও দেওয়া না যায়, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক মুখ্য ব্যক্তির স্থানে যে প্রকারে অর্থদণ্ড আদায় করিতে পারেন, সেই প্রকারে ঐ জামিনের স্থানে দণ্ডের টাকা আদায় করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন ইতি।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

সদাচারের জামিনের বিধি।

যে স্থলে মাজিস্ট্রেট সাহেব ছয় মাসপর্য্যন্ত সদাচারের জামিন লইতে পারেন তাহার কথা।

২৯৫ ধারা। যাহার দিনপাতের সঙ্গতির কোন প্রকাশ উপায় নাই কিম্বা আপনার হৃদ্বোধজনক বিবরণ জানাইতে না পারে এমত কোন ব্যক্তি জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের কি মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারী অন্য ব্যক্তির এলাকার মধ্যে লুকিয়া থাকে, ইহা জ্ঞাত হইলে ঐ মাজিস্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ ব্যক্তিকে ছয় মাসপর্য্যন্ত সদাচারের জামিন দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

যে স্থলে মাজিস্ট্রেট সাহেব এক বৎসরপর্য্যন্ত সদাচারের জামিন লইতে পারেন তাহার কথা।

২৯৬ ধারা। উক্ত প্রকারের মাজিস্ট্রেট সাহেবের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের নিকটে কোন ব্যক্তির সাধারণ আচার ব্যবহারের যে প্রমাণ উপস্থিত করা যায়, তদ্দ্বারা যদি স্পষ্ট হয় যে সেই ব্যক্তি লোকদের জ্ঞানে দস্যু কি দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশকারী কি চোর, কি চোরা দ্রব্য চোরা জ্ঞানে গ্রহণকারী, কি প্রসিদ্ধমতে কুবৃত্তির লোক, তবে সেই মাজিস্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ ব্যক্তিকে এক বৎসরপর্য্যন্ত সদাচারের জামিন দিবার আজ্ঞা করিতে সক্ষম হইবেন ইতি।

এক বৎসরের অধিক কালের প্রয়োজন হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৯৭ ধারা। উক্ত প্রকারের মাজিস্ট্রেট সাহেবের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের নিকটে কোন ব্যক্তির সাধারণ আচার ব্যবহারের যে প্রমাণ উপস্থিত করা যায়, তদ্দ্বারা যদি স্পষ্ট হয় যে সেই ব্যক্তি রীতিমতে দস্যু, কি দোষভাবে পরগৃহপ্রবেশকারী, কি চোর, কি চোরা দ্রব্য চোরা জ্ঞানে গ্রহণকারী লোক, কিম্বা অত্যন্ত দুঃসাহস ও আশঙ্কাজনক ব্যক্তি হওয়াপ্রযুক্ত তাহাকে এক বৎসরের উক্ত নিরূপিত কাল গত হইলে পর, বিনাজামিনীতে মুক্ত করা গেলে সাধারণ লোকের আপদ সম্ভাবনা, তবে মাজিস্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক আপনার সেই মতের তাৎপর্য্য রিকার্ড করিয়া স্বীয় বিবেচনামতে যত টাকা ও যত জন জামিন ঐ ব্যক্তির স্থানে লওয়া উচিত, ও তিন বৎসরের অনধিক যত

কালপর্য্যন্ত তাহার সদাচারের নিমিত্তে জামিনদের দায়ী হওয়া উচিত, এই কথানির্ণায়ক আজ্ঞা লিখিবেন ইতি।

২৯৮ ধারা। ইহার পূর্ব্বের ধারার বিধানমতে যাহাকে জামিন দিবার আজ্ঞা হয়, সেই ব্যক্তি যদি সেই আজ্ঞাক্রমে জামিন না দেয়, তবে তাবৎ কাগজপত্র সুবিধামতে ত্বরা করিয়া সেশন আদালতের সম্মুখে অর্পিত হইবেক। ঐ আদালত তাহা দৃষ্টি করিলে ও অধিক যে সম্বাদ কি প্রমাণ আবশ্যক বোধ করেন তাহা তলব করিলে পর, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের আজ্ঞা স্থিরতর করিয়া কিম্বা যেরূপে উপযুক্ত বোধ করেন তদ্রূপে তাহা মতান্তর কি অসিদ্ধ করিয়া, সেই মোকদ্দমায় হুকুম করিতে সক্ষম হইবেন ইতি।

সেশন আদালতে অর্পণ হইবার কথা।

২৯৯ ধারা। সেই ব্যক্তির অগৌণে মুক্ত হইবার আজ্ঞা হইলে যদি সেশন আদালতের বিবেচনায় বিঘ্নজনক হইতে পারে, তবে তাহার যে জামিন দিবার আজ্ঞা হইয়াছে সেই জামিন না দিলে, ঐ আদালত তাহাকে আটক রাখিবার তিন বৎসরের অনধিক কাল নিরূপণ করিবেন ইতি।

সেশন আদালতের তিন বৎসরের অনধিক কালের জামিন লইতে পারিবার কথা।

৩০০ ধারা। যে ২ স্থলে সেশন আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সদাচারের জামিন দিবার আজ্ঞা করেন, তদ্রূপ প্রত্যেক স্থলে যত টাকার জামিন ও যত জন জামিন দিতে হইবেক, ও যাহার জামিন দিবার আজ্ঞা হয় তাহার সদাচারের নিমিত্তে ঐ জামিনেরা যত কালপর্য্যন্ত দায়ী হইবে, এই সকল কথা ঐ আজ্ঞাতে ব্যক্ত থাকিবে। জামিনীপত্র ক্রোড়পত্রের F চিহ্নিত পাঠে কি তাহার মর্ম্মমতে লিখিতে হইবে ইতি।

জামিন দিবার আজ্ঞাতে যাহা লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৩০১ ধারা। ইহার পূর্ব্বের নানা ধারার বিধানেতে যে কোন ব্যক্তির জামিন দিবার আজ্ঞা হয়, সে যদি ঐ আজ্ঞামতে জামিন না দেয়, তবে যত কাল জামিন না দেয় তত কালপর্য্যন্ত তাহাকে কারাবদ্ধ করা যাইবেক। কিন্তু কোন ব্যক্তির যত কালের নিমিত্তে জামিন দিবার আজ্ঞা হয়, তাহার অধিক কাল তাহাকে কারাগারে রাখা যাইবে না ইতি।

জামিন না দিলে কারাবদ্ধ হইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৩০২ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা-

যাহাদের জামিন দিবার আজ্ঞা হয় তাহাদিগকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে স্থলে মুক্ত করিতে পারেন তাহার কথা।

ক্রমে কর্ম্মকারী অন্য কার্য্যকারকের কিম্বা তাঁহার অধঃস্থ কোন কর্ম্মকারকের আজ্ঞামতে যে ব্যক্তিকে সদাচারের জামিন না দেওয়াপ্রযুক্ত কারাবদ্ধ করা যায় সেই ব্যক্তি মুক্ত হইলেও সাধারণ লোকদের কোন আপদ সম্ভাবনা নাই, মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতামতে কর্ম্মকারী অন্য কার্য্যকারক এমত জ্ঞান করিলে, তিনি অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের অনুমতি না লইয়া স্বীয় বিবেচনামতে ঐ ব্যক্তিকে কোন সময়ে মুক্ত করিতে সক্ষম হন ইতি।

৩০৩ ধারা। কোন স্থলে সেশন আদালতের আজ্ঞামতে যাহাকে

যে স্থলে তাহার রিপোর্ট করিতে হইবেক তাহার কথা।

সদাচারের জামিন না দেওয়াপ্রযুক্ত কারাবদ্ধ করা যায়, এমত কোন ব্যক্তির স্থানে তদ্রূপ জামিন না লইয়াও তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে মুক্ত করা যাইতে পারে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক এমত বোধ করিলে, যে আদালত ঐ ব্যক্তিকে জামিন দিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই আদালতের আজ্ঞা পাইবার জন্যে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক অগৌণে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন ইতি।

৩০৪ ধারা। কোন ব্যক্তির সদাচারের জামিন যে ব্যক্তি হয় সে

জামিনকে মুক্ত করিবার কথা।

যখন ইচ্ছা করে তখন জামিনস্বরূপে আপন করারহইতে মুক্ত হইবার নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের নিকটে প্রার্থনা করিতে পারিবে। তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ ব্যক্তির উপস্থিত হইবার কি তাহাকে উপস্থিত করাইবার জন্যে সমন কি পরওয়ানা দিবেন। সেই ব্যক্তি পরওয়ানামতে উপস্থিত হইলে কিম্বা স্বেচ্ছামতে আপনাকে ধরা দিলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ জামিনের করার অন্যথা হইবার আজ্ঞা করিয়া, সেই ব্যক্তিকে অন্য জামিন দিতে আজ্ঞা করিবেন। না দিলে তাহাকে হাজতে রাখিবেন ইতি।

৩০৫ ধারা। যাহার সদাচারের জামিন দেওয়া যায় ঐ ব্যক্তির সেই

জামিনদিগের অর্থদণ্ড দেওয়াইবার কার্য্যের কথা।

জামিন দেওয়া গেলে পর, তাহার কৃত কোন অপরাধের প্রমাণ হওয়াপ্রযুক্ত যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক বোধ করেন

যে, জামিনের লিখিত একরারনামামতে কার্য্য করিতে হয়, তবে তিনি জামিনকে ঐ অর্থদণ্ড দিতে কিম্বা না দিবার কারণ দর্শাইতে আজ্ঞা করিবেন। যদি উপযুক্ত কোন কারণ দর্শান না যায়, তবে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে ঐ জামিনের অস্থাবর যে কোন সম্পত্তি পাওয়া যায়, তাহা ক্রোক ও নীলাম করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ জামিনের স্থানে ঐ অর্থদণ্ড আদায় করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন। ও যদি সেই অর্থদণ্ড না দেওয়া যায় ও ক্রোক ও নীলাম করণদ্বারাও তাহা আদায় হইতে না পারে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের আজ্ঞাক্রমে ঐ জামিন ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত দেওয়ানী জেলখানায় বদ্ধ হইতে পারিবেক ইতি।

সমন ও গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করিবার কথা।

৩০৬ ধারা। স্বয়ং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবার নিমিত্তে সমন ও গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করিবার যে সকল বিধান ইহার পূর্ব্বের অধ্যায়ে আছে, তাহা সদাচারের জামিন দিবার আজ্ঞা যাহাদের প্রতি হয় তাহাদের নামে এই অধ্যায়মতে যে সকল কার্য্য হয় তাহারও প্রতি খাটিবে ইতি।

১৮ অধ্যায় কি এই অধ্যায়মতে প্রমাণ লইবার কথা।

৩০৭ ধারা। ১৮ অধ্যায় কি এই অধ্যায়মতে যে কোন প্রমাণ লওয়া যায় তাহা এই আইনের ২৬৮ ধারার বিধান মানিয়া ২৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে লওয়া যাইবে ইতি।

বিংশ অধ্যায়।

স্থানবিশেষের অনিষ্টজনক বিষয়ের বিধি।

অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিবার আজ্ঞা করিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৩০৮ ধারা। সর্ব্বসাধারণের গমনীয় কোন পথ কি প্রকাশ স্থানহইতে বেআইনীমতের বাধা কি অনিষ্টজনক কোন বিষয় স্থানান্তর করা, কিম্বা কোন ব্যবসায় কি কর্ম্ম সাধারণ লোকদের স্বাস্থ্যের কি স্বচ্ছন্দতার বিঘ্নজনক হওয়াপ্রযুক্ত রহিত কি স্থানান্তর করা, কিম্বা কোন ঘর যে দ্রব্যেতে নির্ম্মাণ হইতেছে কিম্বা অনায়াসে জ্বল-

নীয় কোন দ্রব্য যে নিয়মে রাখা যায়, তদ্দ্বারা গৃহাদি দাহ হওন সম্ভাবনাপ্রযুক্ত তাহা নিবারণ করা উচিত, কিম্বা কোন গৃহাদির অত্যন্ত জীর্ণাবস্থাপ্রযুক্ত পতন সম্ভাবনা ও তদ্দ্বারা গমনশীল লোকেরদের হানি হইবার সঙ্কট প্রযুক্ত তাহা ভগ্ন করা আবশ্যক, কিম্বা সাধারণ লোকদের গমনীয় পথে নিকটস্থ পুষ্করিণী কি কূপদ্বারা সাধারণ লোকদের সঙ্কট নিবারণার্থে তাহা উপযুক্তমতে আবৃত করা উচিত, জিলার কিম্বা জিলার কোন খণ্ডের মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি এমত বোধ করেন, তবে যাহার দ্বারা ঐ বাধা কি অনিষ্টজনক বিষয় হয়, কি যে ব্যক্তি ঐ ব্যবসায় কি কর্ম্ম চালায়, কিম্বা ঐ ঘর কি অনায়াসে জ্বলনীয় দ্রব্য কি পুষ্করিণী কি কূপ যে ব্যক্তির হয় কি যাহার অধিকারে কি কর্ত্তৃত্বে থাকে, তাহার নামে তিনি আজ্ঞা লিখিয়া, ও সেই আজ্ঞাতে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া, তাহাকে সেই সময়ের মধ্যে ঐ বাধা কি অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে, কিম্বা বিষয়বিশেষে ঐ ব্যবসায় কি কর্ম্ম নিবৃত্তি, কি স্থানান্তর করিতে, কিম্বা ঐ গৃহনির্ম্মাণ রহিত করিতে, কি ঐ গৃহ ভগ্ন করিতে, কি ঐ জ্বলনীয় দ্রব্যের নিয়মান্তর করিতে, কি ঐ পুষ্করিণী কি কূপ ঘেরিয়া দিতে, অথবা ঐ আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, ঐ আজ্ঞা প্রবল না করিবার কারণ দর্শাইতে আজ্ঞা করিবেন ইতি।

৩০৯ ধারা। সেই আজ্ঞাপত্র যে ব্যক্তির নামে হয়, তাহাকেই দেওয়া যাইতে পারিলে দেওয়া যাইবেক। কিন্তু যদি স্পষ্ট হয়, যে তাহাকেই দেওয়া যাইতে পারে না, তবে সেই আজ্ঞা ঘোষণা হইবেক, ও সেই ব্যক্তি ঐ আজ্ঞার সম্বাদ যাহাতে উপযুক্তমতে পাইতে পারে এমত এক কি অধিক স্থানে ঐ আজ্ঞাপত্র লটকাইয়া দিতে হইবেক ইতি।

আজ্ঞা দিবার কি তাহার এত্তেলা দিবার কথা।

৩১০ ধারা। যে ব্যক্তির নামে ঐ আজ্ঞা দেওয়া যায় তাহার ঐ আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তদনুযায়ি কার্য্য করিতে হইবেক, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কারণ দর্শাইতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইতে হইবেক। অথবা সেই আজ্ঞা যুক্তিমত ও উপযুক্ত কি না, এই কথার বিচার করণার্থে জুরি (অর্থাৎ পঞ্চায়ৎ) নিযুক্ত হইবার আজ্ঞা হয়, এই মর্ম্মের দরখাস্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে করিতে পা-

যাহার প্রতি আজ্ঞা হয় তাহার সেই আজ্ঞা মানিবার কি পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হওয়া প্রার্থনা করিবার কথা, ও পঞ্চায়ৎকে নিযুক্ত করিবার বিধি, ও তাহাদের শৈথিল্য হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

রিবে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই দরখাস্ত পাইয়া অগৌণে পঞ্চায়ৎকে নিযুক্ত করিবেন। সেই পঞ্চায়ৎ পঞ্চ জনের ন্যূন হইবে না। ঐ পঞ্চায়তের প্রধান ব্যক্তিকে ও তাঁহাদের অর্দ্ধেক সংখ্যক লোককে মাজিষ্ট্রেট সাহেব মনোনীত করিবেন, অন্য অর্দ্ধেক লোককে দরখাস্তকারী মনোনীত করিবে। উক্ত বিচার যত কাল সমাপ্ত না হয় তত কালপর্য্যন্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার আজ্ঞা প্রবল করিবেন না। ঐ পঞ্চায়তের অধিকাংশ ব্যক্তির যে নিষ্পত্তি হয় তাহাই স্থির থাকিবে, ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই নিষ্পত্ত্যনুসারে কার্য্য করিবেন। যে সময়ের মধ্যে তাঁহাদের সেই বিষয় নিষ্পত্তি করিতে হইবে, এমত উপযুক্ত সময় তাঁহাদের নিযুক্ত হইবার আজ্ঞাপত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। দরখাস্তকারী যদি শৈথিল্যক্রমে কি অন্য কোন প্রকারে পঞ্চায়তের নিযুক্ত হওয়ার কার্য্য নিবারণ করে, কিম্বা যে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হন তাঁহারা যদি কোন কারণে ঐ উপযুক্ত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করিয়া রিপোর্ট না করেন, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিশেষ আজ্ঞাক্রমে তাঁহাদিগকে তৎকর্ম্মে না রাখিলে, ঐ নিরূপিত কাল গত হইবার তারিখ অবধি তাঁহাদের সেই কর্ম্ম রহিত হইবেক। ও যদি পূর্ব্বোক্ত কোন কারণে পঞ্চায়ৎ কোন নিষ্পত্তি না করেন, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞা পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে প্রবল করা যাইবে ইতি।

৩১১ ধারা। ৩০৮ ধারার লিখিত আজ্ঞা যাহার প্রতি হয় সে যদি ঐ আজ্ঞা না মানে, কিম্বা পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে ঐ আজ্ঞা অমান্য করিবার কারণ না দর্শায়, অথবা ঐ আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে পঞ্চায়ৎ প্রার্থনা না করে, তবে তদ্বিষয়ের যে দণ্ড ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির ১৩৮ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঐ ব্যক্তি সেই দণ্ডের যোগ্য হইবে। ও যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ আজ্ঞা করিয়াছিলেন তিনি সেই ব্যক্তির খরচের ঐ আজ্ঞা প্রবল করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন, ও তাঁহার আজ্ঞাক্রমে যে কোন গৃহ কি মাল কি অন্য সম্পত্তি স্থানান্তর করা যায়, তাহা বিক্রয় করিয়া কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিয়া, ঐ কর্ম্মের খরচের টাকা আদায় করিতে পারিবেন। ও সেই আজ্ঞা প্রবল করণার্থে আবশ্যক কি যুক্তিমতের কোন ক্রিয়া করা যায়, তদ্বিষয়ের কোন মোকদ্দমা কি দাবির নালিশ কোন আদালতে গ্রাহ্য হইবে না ইতি।

যাহার প্রতি আজ্ঞা হয় সে অমান্য কি শৈথিল্য করিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩১২ ধারা। পঞ্চায়তের প্রতি অর্পিত কোন বিষয়ে যদি তাঁহারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞা যুক্তিমত ও উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তবে যে ব্যক্তির প্রতি ঐ আজ্ঞা দেওয়া গিয়াছিল তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ কথা জ্ঞাত করিয়া, এই মর্ম্মের আজ্ঞাও দিবেন, যে, এই দ্বিতীয় আজ্ঞার নিরূপিত সময়ের মধ্যে প্রথমোক্ত আজ্ঞা মান্য করে, না করিলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির নির্দ্দিষ্ট তাহার পূর্ব্বোক্ত দণ্ড হইবেক। এই শেষ আজ্ঞা যদি অমান্য করে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ইহার পূর্ব্বের ধারামতে কার্য্য করিবেন ইতি।

পঞ্চায়ৎ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞা যুক্তিমত ও উপযুক্ত কহিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩১৩ ধারা। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞা যাহার প্রতি হয়, সে যদি উপস্থিত হইয়া ঐ আজ্ঞার বিপক্ষ কারণ দর্শায়, ও সেই আজ্ঞা যুক্তিমতে ও উপযুক্ত নহে, ইহা যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদ্বোধমতে জানায়, তবে সেই বিষয়ে অন্য কোন কার্য্য চলিবে না ইতি।

যাহার প্রতি ঐ আজ্ঞা হয় সে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদ্বোধমতে ঐ আজ্ঞা যুক্তিমত ও উপযুক্ত নহে জানাইতে পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩১৪ ধারা। পঞ্চায়তের দ্বারা উক্ত কথার অনুসন্ধানকালে, সাধারণ লোকদের অতি সম্ভাবিত সঙ্কট ও গুরুতর হানি নিবারণের জন্যে কোন কার্য্য অগৌণে করা আবশ্যক, মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি এই রূপ বিবেচনা করেন, তবে ঐ সঙ্কট কি হানি না হইবার জন্যে কি তন্নিবারণার্থে যদ্রূপ নিষেধ ও আজ্ঞা আবশ্যক হয়, ৩০৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট তদ্রূপ নিষেধ ও আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও সেই নিষেধ কি আজ্ঞাক্রমে যে সকল কর্ম্ম করা আবশ্যক তাহা যদি উক্ত ব্যক্তি অগৌণে না করে, তবে ঐ সঙ্কট না হইবার নিমিত্তে কি ঐ হানি নিবারণার্থে যে কার্য্য আবশ্যক হয় তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনি করিবেন কি করাইবেন, ও তদর্থে আবশ্যক কি যুক্তিমত যে কোন কার্য্য করা যায় তদ্বিষয়ে কোন মোকদ্দমা কি দাবীর নালিশ গ্রাহ্য হইবে না ইতি।

আজ্ঞা দেওন ও প্রবন্ধ করণের কথা।

৩১৫ ধারা। মান্দ্রাজ রাজধানীর অধীন দেশে পোলীসের আরো উত্তম বিধান করণার্থ ১৮৫৯ সালের ২৪ আইনের ৪৮ ধারার, ও পোলীসের বিধান করণার্থ ১৮৫১ সালের ৫ আইনের ৩৫ ধারার বিধানের সঙ্গে এই অধ্যায়ের কোন কথার সম্পর্ক নাই ইতি।

কোন ২ বিধানরক্ষা করিবার কথা।

একবিংশ অধ্যায়।

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের বিধি।

৩১৬ ধারা। কোন ব্যক্তির উপযুক্ত সঙ্গতি থাকিতেও যদি সে আপন স্ত্রীর, কিম্বা স্বীয় প্রতিপালনে অক্ষম কোন ঔরসজাত কি জারজ সন্তানের ভরণপোষণ করিতে ত্রুটি করে কি স্বীকার না করে, তবে তাহার উপযুক্ত প্রমাণ হইলে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারি অন্য কার্য্যকারক, ঐ স্ত্রীর কি সন্তানের ভরণপোষণের নিমিত্তে মাসে২ সর্বসুদ্ধ পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা উপযুক্ত বোধ করেন, ঐ ব্যক্তির তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ও যদি সেই ব্যক্তি ঐ আজ্ঞামত কার্য্য করিতে ইচ্ছাপূর্বক শৈথিল্য করে, তবে যত বার ঐ আজ্ঞা লঙ্ঘন হয় তত বার ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মকারক পরওয়ানা দিয়া, জরীমানার টাকা আদায়ের নিয়মমতে ঐ প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার, অথবা এক মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তির পরিশ্রম সহিত কি বিনাপরিশ্রমে কারাবদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি কহে যে স্ত্রী আমার সঙ্গে বাস করিলে আমি তাহার ভরণপোষণ করিতে প্রস্তুত, ও স্ত্রী যদি তাহার সঙ্গে বাস করিতে স্বীকার না করে, তবে ঐ স্ত্রী অস্বীকার করিবার যে কারণ প্রকাশ করে, ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সেই কারণ বিবেচনা করিতে পারিবেন, ও সেই পুরুষ উপপত্নী রাখে কি আপন স্ত্রীর প্রতি নিয়ত নির্দ্দয়াচার করে, ইহা যদি হৃদ্বোধমতে জানিতে পান, তবে পুরুষ পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব করিলেও মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই ধারার অনুমতিমতের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। স্ত্রী যদি উপপতির সঙ্গে বাস করে, কিম্বা যদি কোন অবিহিত কারণে আপন স্বামির সঙ্গে বাস করিতে অস্বীকার করে, তবে এই ধারামতে স্বামির স্থানে ভরণপোষণের টাকা পাইতে পারিবে না ইতি।

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের আজ্ঞা করিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতার কথা ও সেই আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৩১৭ ধারা। যে ব্যক্তির স্ত্রীর কি সন্তানের কি উভয়ের ভরণপোষণের নিমিত্তে ইহার পূর্ব্বের ধারামতে মাসে২ বৃত্তি দিবার আজ্ঞা হয়, সেই ব্যক্তি সময়ে২ মাজি-

ঐ টাকা ন্যূন করিবার প্রার্থনার কথা।

ষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে ঐ হুণ্ডি হ্রাস হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবে, ও তাহা হ্রাস করা উচিত ইহা প্রকাশার্থে আপনার কিম্বা স্ত্রীর কি সন্তানের গতিক পরিবর্ত্তনের প্রমাণ করিলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বীয় আজ্ঞামতের উক্ত হুণ্ডি যত হ্রাস করা উপযুক্ত বোধ করেন তত হ্রাস করিতে পারিবেন ইতি।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ভূমির অধিকার কিম্বা কোন ভূমি কি জল ব্যবহার করিবার অধিকার বিষয়ের বিবাদের বিধি।

ভূমিবিষয়ক কোন বিবাদেতে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা, ও ভূমি যাহার দখলে থাকে তাহাকে আইনমতে বেদখল না করা গেলে তাহার দখল থাকিবার কথা।

৩১৮ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতামতে কর্ম্মকারি অন্য কার্য্যকারক যদি হৃদ্বোধমতে জানেন যে, যাহাতে শান্তি ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা আপন এলাকার অন্তর্গত কোন ভূমি কি বাটী কি জল কি মৎস্যমহাল কি ফসল কি ভূমির উৎপন্ন অন্য দ্রব্য বিষয়ে এমত বিবাদ হইতেছে, তবে তাঁহার হৃদ্বোধমতে তদ্রূপ জ্ঞান থাকার হেতু তিনি রুবকারীতে লিখিয়া, ঐ বিবাদে যাহাদের সম্পর্ক থাকে এমত সকল ব্যক্তিকে নিরূপিত সময়ের মধ্যে স্বয়ং কি মোখ্‌তারের দ্বারা উপস্থিত হইয়া ঐ বিবাদীয় দ্রব্যাদির প্রকৃত অধিকার বিষয়ে আপন২ দাওয়ার বৃত্তান্ত লিখিয়া অর্পণ করিতে আজ্ঞা করিবেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক অধিকারির স্বত্ব বিষয়ে কোন ব্যক্তির দাওয়ার দোষগুণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, বিবাদের বিষয় কাহার দখলে আছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। তাহা হৃদ্বোধমতে জ্ঞাত হইলে, তিনি যাহাকে দখিলকার জ্ঞান করেন, তাহাকে যত কাল আইনের নিয়মিত ধারামতে বেদখল না করা যায়, তত কাল ঐ বিষয় তাহার দখলে থাকিবে, এই মত রুবকারী লিখিয়া, তত কালপর্য্যন্ত তাহার দখলের কোন ব্যাঘাত না হয় এমত আজ্ঞা করিবেন ইতি।

৩১৯ ধারা। মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক যদি

দখিলকারকে নিশ্চিতরূপে না জানা গেলে বিবাদের বিষয় ক্রোক করিতে মাজিস্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতার কথা।

নির্দ্ধার্য্য করেন যে বিবাদের বিষয় উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহারও দখলে নাই, কিম্বা কাহার দখলে থাকে এই কথা যদি স্তুবোধমতে নিশ্চয় করিতে না পারেন, তবে ঐ ব্যক্তিদের অধিকার কিম্বা ঐ বিষয় যাহার দখলে থাকা উচিত এই কথা যত কাল উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি না হয়, তত কাল তিনি ঐ বিষয় ক্রোক করিতে পারিবেন ইতি।

ভূমি কি জল ব্যবহারের অধিকার বিষয়ে বিবাদের কথা।

৩২০ ধারা। যদি কোন ভূমি কি জল ব্যবহার করিবার অধিকার বিষয়ে কোন বিবাদ হয় তবে বিবাদের বিষয় যে মাজিস্ট্রেট সাহেবের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের এলাকায় থাকে, তিনি ঐ কথার অনুসন্ধান করিবেন, ও যদি দেখিতে পান যে সেই বিবাদের বিষয় সর্ব্বসাধারণের কি ব্যক্তিবিশেষের কি জাতিবিশেষের ব্যবহার্য্য, তবে ঐ মাজিস্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে যাবৎ উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের নিষ্পত্তিক্রমে ঐ বিষয় দখল করিবার দাওয়াদারকে অন্য ব্যক্তি বর্জ্জিয়া সেই বিষয়ের দখল পাইবার স্বত্ববান প্রকাশ না হয়, তাবৎ কোন ব্যক্তি সর্ব্বসাধারণ লোককে কি (বিষয়বিশেষে) উক্ত ব্যক্তিকে কি উক্ত জাতীয় লোককে বর্জ্জিত করিয়া ঐ বিষয় দখল না করে, কি স্বীয় দখলে না রাখে। কিন্তু যদি সেই ভূম্যাদির ব্যবহারের অধিকারক্রমে তাহা বারো মাসেই ব্যবহার হইতে পারে, তবে সেই অনুসন্ধানের কার্য্য উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্ব্ব তিন মাসের মধ্যে ঐ অধিকারক্রমে ঐ বিষয়ের সামান্যতঃ ব্যবহার না হইলে, অথবা যদি ব্যবহারের অধিকার বৎসরের কালবিশেষে হইয়া থাকে, তবে নালিশ হইবার পূর্ব্বের সেই কালে ঐ অধিকারক্রমে ঐ ব্যবহার না হইলে, মাজিস্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক পূর্ব্বোক্ত প্রকারের আজ্ঞা করিবেন না ইতি।

কালেক্টর সাহেবের ও রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের ক্ষমতার কথা।

৩২১ ধারা। কালেক্টর সাহেবের, কিম্বা কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকারি অন্য কর্ম্মকারকের, কিম্বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের ক্ষমতা এই অধ্যায়ের কোন কথাতে খর্ব্ব হইবে না ইতি।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

জুরির ও আসেসরেরদের বিধি।

৩২২ ধারা। কোন জিলার কোন সেশন আদালতে সকল অপরাধের কিম্বা বিশেষ কোন প্রকারের অপরাধের বিচার জুরির দ্বারা হইবে, স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও সময়ে ২ সেই আজ্ঞা রহিত কি মতান্তর করিতে পারিবেন। এই ধারাক্রমে যে আজ্ঞা হয় তাহা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে, ও অন্য যে প্রকারে স্থানবিশেষের সেই গবর্ণমেণ্ট আদেশ করেন সেই প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে ইতি।

যে ২ স্থানে জুরির দ্বারা বিচার হইবে তাহা স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

৩২৩ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া কোন ফৌজদারী মোকদ্দমায় যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি, কি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এক জন, ব্রিটনীয় প্রজাভিন্ন ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় লোক হয়, তবে সেই মোকদ্দমার বিচার জুরির দ্বারা হইবে। এমত স্থলে ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় উক্ত ব্যক্তি যদি ইচ্ছা করে যে জুরির অর্দ্ধাংশ ইউরোপীয় হন, ও তদ্রূপের জুরিকে যদি পাওয়া যাইতে পারে, তবে ঐ জুরির অর্দ্ধাংশ লোক (ব্রিটনীয় প্রজা হউন কি না হউন) ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় হইবেন। কিন্তু কোন জিলাতে সকল অপরাধের বিচার, কিম্বা তদ্রূপ যে অপরাধের বিচার উপস্থিত থাকে সেই প্রকারের সকল অপরাধের বিচার, জুরির দ্বারা হইবার আজ্ঞা যদি স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট না করিয়া থাকেন তবে ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় ঐ ব্যক্তি জুরিবিনা ঐ মোকদ্দমার বিচার হওয়ার বিষয়ে স্বীয় ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন ইতি।

বিশেষ জাতীয় লোকদের বিচারার্থ জুরি যে প্রকারে নিযুক্ত হইবেন তাহার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৩২৪ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখে যে বিচার জুরির দ্বারা হইবে না, সেই বিচারের কার্য্য দুই কি ততোধিক জন আসেসরের (অর্থাৎ সহকারির) সাহায্যাবলম্বনে হইবে। তাঁহারা আদালতের মেম্বর (অর্থাৎ অন্তর্গতস্বরূপ) হইবেন। প্রত্যেক জন আসেসর আপনার মত প্রমু-

সেশন আদালতে আসেসরদের সাহায্যে বিচার হইবার কথা।

থাৎ জানাইবেন, ও আদালত তাহা লিখিয়া রিকার্ড করিবেন। কিন্তু নিষ্পত্তি করিবার ভার কেবল জজ্ সাহেবের প্রতি থাকিবে ইতি।

৩২৫ ধারা। যে ২ জাতীয় ব্যক্তিদের কথা ৩২৩ ধারাতে উল্লেখ হইয়াছে, সেই ২ জাতীয়ভিন্ন কোন ব্যক্তির বিচার যদি সেশন আদালতে জুরির দ্বারা হয়, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে জুরির অর্দ্ধেকাংশ লোক উক্ত জাতীয় ব্যক্তিভিন্ন অন্য ব্যক্তি হইবেন ইতি।

অন্য ব্যক্তিদের বিচারার্থে জুরি যে প্রকারে নিযুক্ত হইবেন তাহার কথা।

৩২৬ ধারা। যে ২ জাতীয় ব্যক্তিদের কথা ৩২৩ ধারাতে উল্লেখ হইয়াছে, সেই ২ জাতীয়ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নাম যদি অভিযোগে উক্ত জাতীয় কোন ব্যক্তির সহিত সংযুক্ত হইয়া সেশন আদালতে মোকদ্দমা হয়, ও যে ব্যক্তি উক্ত জাতীয় হয় সে অর্দ্ধাংশের ন্যূন ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় লোক না হন, এমত জুরির দ্বারা যদি বিচার হইবার দাওয়া করে, তবে তজ্জাতীয় নহে যে ব্যক্তি সে ইচ্ছা করিলে তাহার স্বতন্ত্র বিচার হইতে পারিবে ইতি।

উভয় প্রকারের লোকের অভিযোগ হইলে জুরি যেরূপে নিযুক্ত হইবেন তাহার কথা।

৩২৭ ধারা। সেশন আদালতের জুরির দ্বারা যে মোকদ্দমার বিচার হয় তাহা পাঁচ জনকে লইয়া হইবেক। কিম্বা স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কোন জিলার সম্পর্কে কিম্বা ঐ জিলার মধ্যে বিশেষ কোন প্রকারের অপরাধ সম্পর্কে কোন সাধারণ আজ্ঞা করিলে, তদনুসারে পাঁচ জনের অন্যূন ও নয় জনের অনধিককে লইয়া জুরী হইবে, কিন্তু সংখ্যা সর্ব্বদাই বিষম হয় ইতি।

কত জনে জুরি হইবে তাহার কথা।

৩২৮ ধারা। জুরির সমস্ত ব্যক্তি যদি একবাক্য হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী কহেন, তবে সে অপরাধী নির্ণয় হইবে। যদি পাঁচ জনের জুরী হইয়া তাহাদের অধিকাংশ চারি জন কিম্বা যদি সাত জনের জুরী হইয়া তাহাদের অধিকাংশ পাচ জন কিম্বা যদি নয় জনের জুরী হইয়া তাহাদের অধিকাংশ ছয় জন তাহাকে অপরাধী কহে, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী নির্ণয় হইবেক। জুরির সমস্ত ব্যক্তি যদি তাহাকে নির্দ্দোষী কহেন, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দ্দোষী হইবে। যদি পাঁচ জনের জুরী হইয়া তাঁহাদের অধিকাংশ চারি জন, কিম্বা যদি সাত জনের জুরী হইয়া তাঁহাদের অধিকাংশ পাঁচ জন, কিম্বা

নিষ্পত্তি বিষয়ে যত জনের সম্মতি আবশ্যক তাহার কথা।

যদি নয় জনের জুরি হইয়া তাঁহাদের অধিকাংশ ছয় জন তাহাকে নিরপরাধী কহেন তবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষী করা যাইবে। কিন্তু সর্ব্বার একবাক্য হইয়া, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত সংখ্যাক্রমে অধিকাংশ লোক, সেই নিরপরাধের নিষ্পত্তি না করিলে, জজ সাহেব ঐ নিষ্পত্তি গ্রাহ্য করিবেন না ইতি।

৩২৯ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখে মোকদ্দমার বিচার যে স্থানে হইয়া থাকে, সেই স্থানহইতে দশ মাইলের অন্তর্গতি স্থানবাসী, অথবা স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট তাহার ন্যূনাধিক যত দূর স্থান নির্দ্ধার্য করা উচিত বোধ করেন তত দূর স্থানের অন্তর্গত স্থানবাসী, যে লোকদিগকে বিদ্বান ও সদাচারিপ্রযুক্ত জিলার কালেক্টর সাহেব, কিম্বা জিলার কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকারী অন্য কার্য্যকারক সাহেব, জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করিবার যোগ্য জ্ঞান করেন, তাঁহাদের নামের এক ফর্দ্দ ঐ কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক বর্ণাবলীক্রমে লিখিয়া সময়ে২ প্রস্তুত করিবেন। ঐ ফর্দ্দেতে প্রত্যেক জনের নাম ও বাসস্থান ও পদ কি ব্যবসায় লেখা থাকিবে। ও তাঁহাদের কোন ব্যক্তি যদি ৩২৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন জাতির লোক হন, তবে যে জাতীয় হন তাহাও লিখিতে হইবেক ইতি।

জুরির ও আসেসরদের ফর্দ্দের কথা।

৩৩০ ধারা। ঐ ফর্দ্দের এক২ কেতা নকল কালেক্টর সাহেবের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের কাছারীতে, ও জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালত ঘরে, ও প্রধান দেওয়ানী আদালতে ও সেই ফর্দ্দের লিখিত ব্যক্তিরা যে নগরে কি যে২ নগরে কি যাহার নিকটে বাস করেন, তাহার কি তন্নিকটস্থ স্থানের কোন প্রকাশ স্থানে লটকাইয়া দেওয়া যাইবে। ও সেই প্রত্যেক ফর্দ্দের নিম্নভাগে এই সম্বাদ লেখা থাকিবে যে, সেই ফর্দ্দ বিষয়ে যদি কোন কাহার আপত্তি থাকে, তবে কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক অমুক সময়ে ও স্থানে ঐ আপত্তি শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন। সেই সময় ও স্থান তাহাতে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে ইতি।

ফর্দ্দ প্রকাশ করিবার কথা।

৩৩১ ধারা। কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ সম্বাদপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ঐ ফর্দ্দ পুনর্দৃষ্টি করিবেন, ও তাহার সংশোধন কার্য্যেতে যাহাদের ক্ষতি লাভ সম্ভাবনা এমত কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইলে তাহার

ঐ ফর্দ্দ সংশোধনের কথা।

আপত্তি শুনিবেন, ও ঐ ফর্দ্দলিখিত কোন ব্যক্তিকে জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করিবার অযোগ্য বিবেচনা করিলে তিনি তাহার নাম উঠাইয়া ঐ কর্ম্মের যোগ্য যে অন্য ব্যক্তির নাম তাহাতে লেখেন নাই তাহা লিখিবেন। ঐ সংশোধিত ফর্দ্দের এক কেতা নকলে কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক স্বাক্ষর করিয়া তাহা সেশন আদালতে পাঠাইবেন। কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ ফর্দ্দ প্রস্তুত ও সংশোধন করিয়া যে কোন হুকুম করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে ইতি।

৩৩২ ধারা। উক্ত প্রকারের প্রস্তুত ও সংশোধিত ফর্দ্দ প্রতিবৎসরে অন্যূন এক বার পুনশ্চ দৃষ্টি করা যাইবে। ও উক্ত প্রকারের পুনঃসংশোধিত ফর্দ্দ নূতন ফর্দ্দস্বরূপ জ্ঞান হইবে, ও প্রথম বার প্রস্তুত করা ফর্দ্দের যে সকল বিধি ইহার পূর্ব্বে হইয়াছে সেই সকল বিধি ঐ নূতন ফর্দ্দের প্রতি খাটিবে ইতি।

ঐ ফর্দ্দ পুনঃসংশোধনের কথা।

৩৩৩ ধারা। পশ্চাৎ লিখিত ব্যক্তিভিন্ন একবিংশ বৎসরাবধি ষষ্টি বৎসরপর্য্যন্ত বয়সের যত পুরুষ সেশন আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করেন, তাঁহারা জুরির ও আসেসরদের কর্ম্ম করিবার সক্ষম জ্ঞান হইবেন, ও তদনুসারে তাঁহাদের নামে সমন হইতে পারিবে ইতি।

জুরির কথা।

৩৩৪ ধারা। নীচের লিখিত ব্যক্তিরা সেশন আদালতের সম্মুখস্থ মোকদ্দমার বিচার কার্য্যেতে জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করিতে অক্ষম। অর্থাৎ,

অযোগ্যতার কথা।

যাঁহারা উক্ত কোন আদালতে কি আদালতের অধীনে কোন কর্ম্মেতে আছেন তাঁহারা।

পোলীসের কোন কর্ম্মকারি লোকেরা কিম্বা পোলীসের কোন কর্ম্মের ভার প্রাপ্ত ব্যক্তিরা।

যাহারা রাজ্যবিরুদ্ধে কোন অপরাধের অপরাধী নির্ণয় হইয়াছে, কিম্বা প্রতারণাঘটিত কি অন্য অপরাধের অপরাধী নির্ণয় হওয়াপ্রযুক্ত যাহারা কালেক্টর সাহেবের বিবেচনামতে জুরির কর্ম্ম করিবার অযোগ্য তাহারা।

শরীরের কি মনের কোন দুর্ব্বলতাহেতুক যাহারা ঐ কর্ম্ম করিবার অক্ষম হয় এমত কোন ব্যক্তিরা।

যাহারা আচারক্রমে কি ধর্ম্মসম্পর্কীয় মানতক্রমে সংসারীয় ব্যাপারের চিন্তা ত্যাগ করিয়াছে তাহারা।

৩৩৫ ধারা। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিরা জুরির কি আসেসরের কর্ম্মহইতে বর্জ্জিত। অর্থাৎ,

বর্জ্জিত ব্যক্তিদের কথা।

বিচারকর্ত্তারা ও অন্য বিচারকর্তৃকর্ম্মকারকেরা।

মালগুজারীর কি কষ্টমের কমিস্যনর ও কালেক্টর সাহেবেরা।

কষ্টম ডিপার্টমেণ্টের প্রিবেণ্টিব অর্থাৎ মাস্থল চুরি নিবারণের কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা।

রাজস্ব আদায়ের কার্য্যে নিযুক্ত যে সকল লোককে কালেক্টর সাহেব সরকারী কর্ম্মপ্রযুক্ত মুক্ত করা উচিত বোধ করেন তাঁহারা।

ধর্ম্মোপদেশকেরা ও ধর্ম্মসম্পর্কীয় কর্ম্মে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তিরা।

সৈন্যসম্পর্কীয় কর্ম্মে নিযুক্ত সকল লোক।

চিকিৎসকেরা ও অন্য যে ব্যক্তিরা চিকিৎসাকর্ম্ম প্রকাশরূপে নিয়ত করে তাহারা।

ডাকঘরের ও ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা।

যাঁহারা আপন ২ ধর্ম্মসম্পর্কীয় পৌরোহিত্য কর্ম্ম করেন তাঁহারা।

দেওয়ানী যে সকল আদালত রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত হয় নাই এমত আদালতের কার্য্য সুগম করিবার আইন নামে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২২ ধারার বিধানমতে গবর্ণমেণ্ট যাঁহাদিগকে আদালতে স্বয়ং উপস্থিত না হইবার অনুমতি দেন তাঁহারা।

বর্জ্জিত ব্যক্তিদের ঐ কার্য্য করা স্বেচ্ছাধীন থাকার কথা।

এই ধারাক্রমে উক্ত কর্ম্মহইতে বর্জ্জিত থাকার যে অধিকার দেওয়া গিয়াছে, তাহা প্রত্যেক জন স্বেচ্ছামতে গ্রহণ করিতে পারেন কি নাই করিবেন। যদি কেহ জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করিতে সম্মত হন, তবে এই ধারার কোন কথাতে তাঁহাকে অযোগ্য জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

জুরির ব্যক্তিদিগকে আদালতের সমন করিবার কথা।

৩৩৬ ধারা। সেশনের বৈঠক হইবার সময়ে জুরির দ্বারা কি আসেসরদের সাহায্যাবলম্বনে যে বিচার হইবে তাহাতে, ঐ সেশন আদালতের বিবেচনাতে যত জনের প্রয়োজন হয় উক্ত সংশোধিত ফর্দ্দলিখিত তত জনকে সমন করিতে, ঐ আদালত সেশনের বৈঠক করিবার নিরূপিত

দিনের অতি ন্যুন তিন দিন পূর্ব্বে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আজ্ঞা করিবেন। কিন্তু ঐ সেশনের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমায় যত জনের প্রয়োজন হয়, তাহার দ্বিগুণের ন্যুন ব্যক্তিকে সমন করাইবেন না। ঐ সংশোধিত ফর্দ্দলিখিত যে ব্যক্তিরা তৎপূর্ব্বের ছয় মাসের মধ্যে উক্ত কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহাদিগকে না লইয়া যদি উপযুক্ত সংখ্যার ব্যক্তিদিগকে পাওয়া যাইতে পারে, তবে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিদিগকে সমন করিতে হইবে। কোন২ ব্যক্তিকে সমন করিতে হইবে ইহা খোলা কাছারীতে গুলিবাঁট করিয়া নির্দ্ধার্য্য হইবে, ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নামে যে হুকুমনামা দেওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাদের নাম লেখা যাইবে ইতি।

৩৩৭ ধারা। জুরির ব্যক্তিকে কি আসেসরকে যে সমন দেওয়া যায়, তাহা হস্তে লিখিত হইবে। ও তাহাতে এই আদেশ থাকিবে যে তিনি ঐ সমনের লিখিত সময়ে ও স্থানে জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করিতে উপস্থিত হন। ঐ সমন কি তাহার এক কেতা নকল স্বয়ং সেই ব্যক্তিকে কি আসেসরকে দেওয়া যাইবে। ও জুরির যে ব্যক্তিকে কি আসেসরকে সমন করা যায়, তিনি যদি আপনার নিয়ত বাসস্থানে না থাকেন, তবে তাঁহাকে দিবার জন্যে সেই সমন তাঁহার পরিবারের বয়ঃপ্রাপ্ত যে পুরুষ তাঁহার সঙ্গে বাস করে তাহার হাতে দেওয়া যাইবে ইতি।

সমনের পাঠের ও তাহা জারী করিবার কথা।

৩৩৮ ধারা। সেশন আদালতের একি সেশনে (অর্থাৎ ইজলাসে) যদি অনেক মোকদ্দমার বিচার করিতে হয়, ও বিচারার্থে জুরির যে ব্যক্তিদিগকে কি যে আসেসরদিগকে সমন করা গেল, তাঁহাদের সেই সমস্ত মোকদ্দমার বিচারকালে উপস্থিত থাকিতে হইলে যদি বহু ক্লেশ সম্ভাবনা, কিম্বা যদি আবশ্যক বোধ হয়, তবে সেশন আদালত ৩৩৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট সময়ভিন্ন অন্য২ সময়েতে জুরির ব্যক্তিদিগকে কি আসেসরদিগকে সমন করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

জুরির অন্য ব্যক্তিদিগকে কি আসেসরদিগকে আদালতের সমন করিবার ক্ষমতার কথা।

৩৩৯ ধারা। জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করিতে যাঁহাকে সমন করা যায় তিনি যদি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকারক হন, তবে যে দফতরখানায় তিনি কর্ম্ম করেন সেই দফতরখানার প্রধান কর্ম্মকারকের দ্বারা ঐ সমন তাঁহার

জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করণার্থে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকার-

কের উপর সমন জারীর কথা।

নিকটে পাঠান যাইবেক। ও প্রধান কর্ম্মকারকের উক্তিমতে যদি দৃষ্ট হয়, যে সেই ব্যক্তির জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করিতে হইলে রাজকীয় কার্য্যের ব্যাঘাত হইবে, তবে আদালত ঐ ব্যক্তির উপস্থিত না হওয়া ক্ষমা করিতে পারিবেন ইতি।

জুরির কোন ব্যক্তির কি আসেসরের উপস্থিত না হওয়ার অনুমতির কথা।

৩৪০ ধারা। উপযুক্ত হেতু থাকিলে সেশন আদালত জুরির কোন ব্যক্তির কি আসেসরের উপস্থিত না হওয়া ক্ষমা করিতে পারিবেন ইতি।

প্রত্যেক সেশনে জুরির যে ব্যক্তিরা কি আসেসরেরা উপস্থিত হন তাঁহাদের নাম লিখিবার কথা।

৩৪১ ধারা। প্রত্যেক সেশনে যাহারা জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করেন তাঁহাদের নামের ফর্দ্দ সেই আদালত ঐ সেশনে লেখাইবেন। ও জুরির ব্যক্তিদের ও আসেসরদের নামের যে সংশোধিত ফর্দ্দ ৩৩১ ধারামতে প্রস্তুত করা যায়, তাহার সঙ্গে উক্ত ফর্দ্দ রাখিতে হইবে। ও এই ধারামতের প্রস্তুত ফর্দ্দে যাহাদের নাম লেখা যায়, তাঁহাদের নামের উল্লেখ উক্ত সংশোধিত ফর্দ্দের এক পার্শ্বে থাকিবে ইতি।

জুরিকে গুলিবাঁট-দ্বারা ও আসেসরদিগকে জজ সাহেবের দ্বারা মনোনীত হইবার কথা।

৩৪২ ধারা। মোকদ্দমার বিচার যখন জুরির দ্বারা হইবে, তখন সমন অনুসারে জুরির যে ব্যক্তিরা উপস্থিত হন তাহাদের মধ্যহইতে মোকদ্দমার বিচারকার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ঐ জুরি গুলিবাঁটদ্বারা মনোনীত হইবেন। যখন আসেসরের সাহায্যেতে বিচার হইবে, তখন যাহাদিগকে ঐ কর্ম্মার্থে সমন করা যায়, তাঁহাদের মধ্যহইতে জজ সাহেব দুই কি ততোধিক জনকে ঐ বিচারকার্য্যে আপনার সাহায্য করণার্থে মনোনীত করিবেন ইতি।

জুরির নাম ডাকনের ও আপত্তির কথা।

৩৪৩ ধারা। জুরির দ্বারা মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ঐ জুরির ব্যক্তিদের নাম উচ্চ শব্দে ডাকা যাইবে। তাহাতে প্রত্যেক জন উত্তর দিলেই, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা হইবেক যে, এই ব্যক্তির দ্বারা তোমার বিচার হইবার কোন আপত্তি আছে কি না? তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি কি গবর্ণমেণ্টের উকীল কিম্বা মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তি জুরির ঐ ব্যক্তির বিষয়ে কোন আপত্তি করিতে পারিবেন, ও সেই আপত্তির কারণ জানাইবেন। সেই আপত্তি গ্রাহ্য কি না, এই

বিষয় আদালত নিষ্পত্তি করিবেন, ও আদালতের সেই নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে। যদি ঐ আপত্তি গ্রাহ্য হয়, তবে জুরির ঐ ব্যক্তির পরিবর্ত্তে, সমনমতে উপস্থিত অন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করা যাইবে। জুরির তদ্রূপ অন্য ব্যক্তি যদি না থাকেন, তবে জুরির ফর্দ্দে যাঁহার নাম লেখা আছে আদালতে উপস্থিত থাকা এমত অন্য ব্যক্তিকে, কিম্বা আদালত অন্য যাঁহাকে জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত জ্ঞান করেন এমত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে সেই ব্যক্তির বিষয়ে কোন আপত্তি না হয়, কি হইলেও গ্রাহ্য না হয় ইতি।

আপত্তির ভিন্ন ২ হেতুর কথা।

৩৪৪ ধারা। জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে যদি কোন আপত্তি, আদালতের হৃদ্বোধমতে পশ্চাৎ লিখিত কোন হেতুতে করা যায়, তবে তাহা গ্রাহ্য হইবে, অর্থাৎ,

(১) ৩৩৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট অযোগ্যতার কোন হেতু।

(২) যে অপরাধের অভিযোগ হয় তদ্দ্বারা যে ব্যক্তির ক্ষতি হওয়ার কি ক্ষতি করিবার উদ্যোগ হওয়ার কথা ব্যক্ত হয় তাহার সঙ্গে, কিম্বা যাহার নালিশমতে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় কি যাহার নামে অভিযোগ হয় তাহার সঙ্গে জুরির ঐ ব্যক্তির স্বামী কি কর্ত্তা কি চাকর কি ভূম্যধিকারী কি রায়ত স্বরূপে সম্বন্ধ থাকার, কিম্বা উক্ত কোন ব্যক্তিদের নিকটে বেতনগ্রাহি কর্ম্মকারক হওয়ার, কিম্বা উক্ত কোন ব্যক্তির নামে উপস্থিত থাকা কোন দেওয়ানী মোকদ্দমার ফরিয়াদী কি আসামী হওয়ার, কিম্বা ফৌজদারী কোন মোকদ্দমায় উক্ত ব্যক্তির নামে নালিশ করার কি উক্ত কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক অভিযুক্ত হওয়ার হেতু।

(৩) আদালতের বিবেচনামতে উক্ত কোন ব্যক্তির প্রতি যাহাতে সপক্ষতা কি বিপক্ষতা সম্ভাবনা এমত কোন গতিক থাকার হেতু।

যে ভাষাতে সাক্ষ্য দেওয়া যায় কি অনুবাদ হয় তাহা ঐ জুরি ব্যক্তির বুঝিতে পারিবার কথা।

৩৪৫ ধারা। সাক্ষ্য যে ভাষাতে দেওয়া যায় কি অনুবাদ করিয়া ব্যক্ত হয়, তাহা যে জন না বুঝেন তাঁহাকে জজ সাহেব জুরির কর্ম্ম করিতে দিবেন না ইতি।

জুরির প্রধান ব্যক্তির কথা।

৩৪৬ ধারা। জুরির ব্যক্তিরা আপনাদের এক জনকে পতিস্বরূপে নিযুক্ত করিবেন। ঐ পতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই ২। জুরির ব্যক্তিরা যখন কোন বিষয় বিবেচনা করিতে স্বতন্ত্র বসেন, তখন তিনি অধ্যক্ষতা করিবেন, ও জুরির যে নিষ্পত্তি

হয় তাহা আদালতে জ্ঞাত করিবেন, কিম্বা জুরির ব্যক্তিরা কোন কথা অবগত হইতে চাহিলে তিনিই সেই কথা আদালতে জিজ্ঞাসা করিবেন। ঐ জুরিপতিপদে কে নিযুক্ত হইবেন, এতদ্বিষয়ে যদি তাহাদের অধিকাংশের এক মত না হয়, তবে আদালত ঐ পতিকে মনোনীত করিবেন ইতি।

জুরির কি আসেসরদের পরিবর্ত্তন না হইয়া ক্রমশঃ বহু অপরাধির বিচার হইতে পারিবার কথা।

৩৪৭ ধারা। যাঁহারা জুরি হন তাঁহাদের বিষয়ে আপত্তি না হইলে, তাঁহাদেরই দ্বারা ক্রমশঃ যত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হওয়া আদালত বিহিত বোধ করেন তত ব্যক্তির বিচার হইতে পারিবে। তদ্রূপেও আসেসরেরা ক্রমশঃ অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারকার্য্যে সাহায্য করিতে পারিবেন ইতি।

জুরির কি আসেসরদের দ্বারা স্থানাদি দৃষ্ট হইবার কথা।

৩৪৮ ধারা। আদালত যদি বোধ করেন যে, অভিযোগের অপরাধ যে স্থানে হওয়া কথিত হইয়াছে সেই স্থান, কিম্বা মোকদ্দমাতে গুরুতর যে ব্যাপারের অনুসন্ধান হইতেছে এমত অন্য কোন ব্যাপার অন্য যে স্থানে হইয়াছিল, সেই স্থান, ঐ জুরির কি আসেসরদের দৃষ্টি করা উপযুক্ত ও সুবিধা হয়, তবে আদালত তদর্থের আজ্ঞা করিবেন। তাহাতে ঐ জুরির কি আসেসরদের সমস্ত ব্যক্তিকে আদালতের কোন কার্য্যকারকের জিম্মায় একত্রে সেই স্থানে লইয়া যাওয়া যাইবে। ও আদালতের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ঐ স্থান দেখাইবেন, ও আদালতের ঐ কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্য যে অপর কোন ব্যক্তিকে ঐ জুরির কি আসেসরদের কোন জনের সঙ্গে কথা কহিতে কি পত্রাদি দিতে কি কোন প্রকারে ইঙ্গিতাদি করিতে না দেয়। ও সেই স্থান দৃষ্টি করিলে পর তাঁহাদিগকে অব্যাজে আদালতে পুনরায় লইয়া যাওয়া যাইবে ইতি।

৩২৩ ধারাক্রমে নিযোজ্য জুরিকে সমন ও মনোনীত করণের কথা।

৩৪৯ ধারা। কোন মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তি, কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এক জন যদি এই আইনের ৩২৩ ধারামতের নিযোজ্য জুরির দ্বারা বিচারিত হইবার স্বত্ববান ব্যক্তি হয়, তবে ঐ বিচার কার্য্যের নিমিত্তে জুরির যত জন থাকা প্রয়োজন হয়, ৩২৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট জাতির তত জনের নাম জিলার জুরির ফর্দ্দে থাকিলে সেশন আদালত ঐ জাতির তত জনকে ঐ মোকদ্দমার বিচার হইবার অতি ন্যূন তিন দিন পূর্ব্বে ৩৩১ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে সমন করাইবেন। আরো সংশোধিত

ফর্দ্দে অন্য যে ব্যক্তিদের নাম থাকে তাঁহাদের তত জনকে আদালত তৎকালে তদ্রূপে সমন করাইবেন, কিন্তু উক্ত ব্যক্তিদের তত জনের নামে যদি পূর্ব্বে সেই সেশনে জুরির বিচারিত মোকদ্দমায় সমন হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদিগকে সমন করাইবেন না। যাঁহারা পূর্ব্ব ছয় মাসের মধ্যে জুরির কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া যদি জুরির সংখ্যা পূর্ণ হইতে পারে, তবে তাঁহাদের ব্যতীত অন্য যাঁহাদিগকে সমন করিতে হইবে তাঁহাদের নাম গুলিবাঁট করিয়া নির্দ্ধার্য্য হইবে। তদ্রূপে যে সকল লোকের নাম দেওয়া যায় তাঁহাদের হইতে ৩২৩ ধারার লিখিত জাতির উপযুক্ত সংখ্যার, কিম্বা যথাসাধ্য প্রায় তত সংখ্যার, ব্যক্তির জুরি না হওয়াপর্য্যন্ত ৩৪২ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে গুলিবাঁট করিয়া যে ব্যক্তিদিগকে লইয়া জুরি হইবে তাঁহারা গৃহীত হইবেন। অন্য জুরির ব্যক্তিদের বিষয়ে যেমন আপত্তি হইতে পারে, তেমনি ঐ জুরির বিষয়েও হইতে পারিবে। ৩২৩ ধারার লিখিত জাতির উপযুক্ত সংখ্যক ব্যক্তিদিগের জুরি যদি না হইতে পারে, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে জজ সাহেব আসেসরদের সাহায্যাবলম্বনে তাহার বিচার করিতে পারিবেন। নতুবা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে জুরি পাওয়া গেল তাঁহাদের দ্বারা তাহার বিচার হইবে ইতি।

৩৫০ ধারা। জুরির দ্বারা কোন মোকদ্দমার বিচার কার্য্য চলিতেছে এমন সময়ে যদি নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ঐ জুরির কোন ব্যক্তি উপযুক্ত কোন কারণে ঐ বিচার করিবার সমুদয় কাল উপস্থিত থাকিতে না পারেন, কিম্বা যদি ঐ জুরির কোন ব্যক্তি অনুপস্থিত হইলেও তাঁহাকে উপস্থিত করাণ যাইতে না পারে, তবে তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তি মনোনীত হইবেন, কিম্বা ঐ জুরির সমুদয় ব্যক্তিকে বিদায় দেওয়া যাইবে ও নূতন জুরি মনোনীত হইবেন। ইহার মধ্যে কোন স্থলে মোকদ্দমার প্রথমাবধি পুনশ্চ বিচার হইবে ইতি।

জুরির কোন ব্যক্তি নিষ্পত্তির পূর্ব্বে বিচার করণ সময়ে থাকিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৫১ ধারা। জুরির দ্বারা বিচারিত মোকদ্দমায়, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি অধিকাংশ লোক কর্ত্তৃক অপরাধী নির্ণয় হয়, কিন্তু এই আইনের ৩২৮ ধারাতে অধিকাংশ যত জন নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার ন্যূন সংখ্যা লইয়া যদি ঐ অধিকাংশ হয়, কিম্বা যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি অধিকাংশ লোক কর্ত্তৃক নিরপরাধী নির্ণয় হয় কিন্তু অধিকাংশ যত জন নির্দ্ধারিত হইয়াছে

জুরির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট অধিকাংশের ন্যূন ব্যক্তিদের দ্বারা দোষ নির্ণয় হওয়ার কথা।

তাহার ন্যূন সংখ্যা লইয়া যদি ঐ অধিকাংশ হয়, তবে ঐ জুরিকে বিদায় দেওয়া যাইবে। ও তদ্রূপ কোন স্থলে ঐ জুরী ব্যক্তিভিন্ন অন্য ব্যক্তিদের জুরির দ্বারা মোকদ্দমার পুনশ্চ বিচার হইবে, ও সেই নূতন বিচার হইবার অপেক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুনশ্চ হাজতে রাখা যাইবে কি হাজিরজামিনীক্রমে মুক্ত করা যাইবে। জুরির দ্বারা পুনশ্চ বিচার হইয়া যদি পূর্ব্বোক্ত সংখ্যার অধিকাংশ লোককর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী নির্ণয় না হয়, তবে তাহাকে নির্দ্দোষী করা যাইবে ইতি।

নিষ্পত্তি করণার্থে জুরি যে সময়ে ও যত কাল স্বতন্ত্র থাকিতে পারিবেন তাহার কথা।

৩৭২ ধারা। বিচারের কার্য্যের শেষ হইলে, ও এই আইনের ৩৭৯ ধারার বিধানমতে জজ্ সাহেব সাক্ষ্য সংগ্রহপূর্ব্বক মর্ম্ম প্রকাশ করিলে পর, জুরী যে নিষ্পত্তি করিবেন তাহা বিবেচনা করণার্থে তাঁহারা বিরলে গমন করিবেন ও ঐ জুরির কোন ব্যক্তির সঙ্গে অপর কোন কেহ কথা কহিতে কি পত্রাদি দিতে কি ইঙ্গিতাদি করিতে না পায় এই কারণে আদালতের কোন কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করা যাইবে। যখন জুরী আপনাদের নিষ্পত্তি প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হন, তখন জজ্ সাহেব জুরিকে জিজ্ঞাসা করিবেন, যে, সকলের একমত আছে কি না? ও জুরিপতি কি জুরির কোন ব্যক্তি যদি কহেন যে আমাদের একমত নয়, তবে জজ সাহেব তাহাদিগকে অধিক বিবেচনা করণার্থে বিরলে যাইতে আদেশ করিতে পারিবেন। পরে জজ্ সাহেবের বিবেচনামতে উপযুক্ত সময় গত হইলেও যদি জুরিপতি কি জুরির কোন ব্যক্তি কহেন যে আমাদের একমত হইল না, তবে তাঁহারা আপনাদের নিষ্পত্তি প্রকাশ করিতে পারিবেন ইতি।

আসেসরদের কোন জন বিচার করণসময়ে থাকিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৭৩ ধারা। আসেসরদের সাহায্যেতে কোন মোকদ্দমার বিচার কালে নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে যদি কোন আসেসর উপযুক্ত কোন কারণে বিচারের শেষ না হওয়াপর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিতে না পারেন, তবে অন্য এক কি অধিক জন আসেসরের সাহায্যেতে ঐ কার্য্য চলিবে। যদি বিচার কার্য্যের শেষ না হওয়াপর্য্যন্ত সকল আসেসরের উপস্থিত থাকার বাধা হয়, তবে মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত হইবে ও অন্য আসেসরদিগকে লইয়া পুনশ্চ বিচার হইবে ইতি।

৩৫৪ ধারা। কোন ব্যক্তিকে জুরী কি আসেসরস্বরূপে উপস্থিত হইবার সমন করা গেলে, যদি ন্যায্য কোন কারণ না থাকিলেও তিনি ঐ সমনের আদেশমতে উপস্থিত না হন, কিম্বা যদি উপস্থিত হইয়া আদালতের অনুমতি না পাইয়া প্রস্থান করেন, তবে সেশন আদালতের আজ্ঞামতে তাঁহার এক শত টাকার অনধিক জরীমানা হইতে পারিবে। ও যে আদালত ঐ আজ্ঞা করেন তাহার এলাকার মধ্যে জুরির ঐ ব্যক্তির কি ঐ আসেসরের অস্থাবর যে কোন সম্পত্তি থাকে, তাহা ক্রোক ও নীলাম করণদ্বারা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ টাকা আদায় করিতে পারিবেন। কিম্বা তদ্রূপ ক্রোক ও নীলাম করণদ্বারা ঐ জরীমানার টাকা আদায় হইতে না পারিলে, জুরির ঐ ব্যক্তি কি ঐ আসেসর পঞ্চদশ দিনপর্য্যন্ত দেওয়ানী জেলখানায় কারাবদ্ধ হইতে পারিবেন, ইতিমধ্যে ঐ টাকা দেওয়া গেলেই মুক্ত হইবেন ইতি।

জুরির কোন ব্যক্তির কি আসেসরের অনুপস্থিত থাকার দণ্ডের কথা।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

মান্দ্রাজ প্রসীডেনসীর অধঃস্থ বিচারকর্ত্তাদের ও প্রধান সদর আমীনেরদের কথা।

৩৫৫ ধারা। ফোর্ট সেণ্ট জর্জ অর্থাৎ মান্দ্রাজ প্রসীডেনসীর অধঃস্থ বিচারকর্ত্তারা ও প্রধান সদর আমীনেরা, যে সময়ে যে আইন চলন থাকে তদনুসারে ফৌজদারী যে ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে সক্ষম হন, সেই ক্ষমতাক্রমে তাঁহারা ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনের অধীনে এই আইনমতে কার্য্য করিতে থাকিবেন। ও দণ্ড করিবার যে শক্তি এই আইনক্রমে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতামতে কর্ম্মকারি কার্য্যকারককে দেওয়া গেল, তাঁহাদের সেই শক্তি থাকিবে ইতি।

অধঃস্থ বিচারকর্ত্তাদের ও প্রধান সদর আমীনেরদের ফৌজদারী এলাকার ও দণ্ড করিবার ক্ষমতার কথা।

৩৫৬ ধারা। মান্দ্রাজ প্রসীডেনসীর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটেরা, সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধের অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিদিগকে ঐ আদালতে সমর্পণ করিবেন। অথবা অধঃস্থ বিচারকর্ত্তাদের

অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটেরা সেশন আদালতের ও মাজিষ্ট্রেটের প্রতি যে মোকদ্দমা

অর্পণ করিতে পারেন তাহার কথা।

কি প্রধান সদর আমীনেরদের বিচার্য্য অপরাধে যে ব্যক্তিদের নামে অভিযোগ হয় তাহাদের মোকদ্দমা, সদর আদালতহইতে সময়ে২ যে আজ্ঞা হয় তদনুসারে, ঐ অধঃস্থ বিচারকর্ত্তাদের কি প্রধান সদর আমীনেরদের প্রতি অর্পণ করিবেন, কিম্বা সেই মোকদ্দমায় জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতামতে কর্ম্মকারি অন্য কার্য্যকারকের আজ্ঞা হইবার জন্যে তাহার প্রতি অর্পণ করিবেন। যদি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মকারকের প্রতি ঐ মোকদ্দমা অর্পিত হয়, তবে সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অন্য কর্ম্মকারক উভয় পক্ষের কথা ও সাক্ষিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন, ও অন্য কোন আদালতে ঐ মোকদ্দমাসটিত কোন কার্য্য না হওয়ার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে কার্য্য করিবেন ইতি।

৩৫৭ ধারা। মান্দ্রাজ প্রসীডেনসীর প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর অধঃস্থ

অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বিচার হওনানন্তর জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি মোকদ্দমা অর্পণ করিবার কথা।

মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বিচারিত কোন মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী নির্ণয় হইলে, যদি ঐ মাজিষ্ট্রেট বোধ করেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির যে অপরাধ প্রমাণ হইয়াছে তদ্ধেতুক আপনি যত দণ্ড করিতে সক্ষম, ঐ ব্যক্তি ততোধিক দণ্ডের যোগ্য, তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট ঐ বিচার রিকার্ড করিয়া আপনার কার্য্যের কাগজপত্র জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতামতে কর্ম্মকারি অন্য কার্য্যকারকের নিকটে পাঠাইবেন। ও জিলার সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ মোকদ্দমার যে দণ্ডাজ্ঞা কি হুকুম উপযুক্ত জ্ঞান করেন ও যাহা আইন অনুযায়ী হয়, তাহাই করিবেন। তদ্রূপ কোন স্থলে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব, কি অন্য যে কর্ম্মকারকের প্রতি ঐ মোকদ্দমার কাগজপত্র অর্পিত হয়, তিনি উভয় পক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন, ও যে কোন সাক্ষী পূর্ব্বে ঐ মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়াছে তাহাকে পুনশ্চ ডাকাইয়া তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন, ও অধিক কোন প্রমাণ তলব করিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন ইতি।

৩৫৮ ধারা। মান্দ্রাজ প্রসীডেনসীর অধঃস্থ বিচারকর্ত্তাদের কি প্রধান

যে২ মোকদ্দমা অধঃস্থ বিচারকর্ত্তাদের ও প্রধান সদর আমী-

সদর আমীনেরদের বিচারার্থে যে মোকদ্দমা অর্পিত হয় তদ্বিষয়ে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা এই আইনের

নেরদের বিচারার্থে অ- র্পিত হয় তাহার কথা।

লিখিত যে বিধিমতে মোকদ্দমার বিচার করিবেন, সেই বিধিমতে তাঁহারাও কার্য্য করিবেন। ঐ বিধি এই ধারাক্রমে ঐ মোকদ্দমার প্রতি খাটিবার আজ্ঞা হইল। কোন মোকদ্দমায় যে প্রমাণ দেওয়া যায় তদ্দ্বারা যদি অনুভব হয় যে অভি-যুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধের অপরাধী, সেই অপরাধের নিমিত্তে অধঃস্থ বিচারকর্ত্তাদের কি প্রধান সদর আমীনেরদের দণ্ড করিবার ক্ষমতার অধিক দণ্ড ঐ ব্যক্তির হওয়া উচিত, তবে তদ্রূপ কোন মোকদ্দমা ঐ অধঃস্থ বিচারকর্ত্তারা কি প্রধান সদর আমীনেরা সেশন আদালতে সমর্পণ করিতে পারিবেন ইতি।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

সেশন আদালতের বিচার কার্য্যের বিধি।

৩৫৯ ধারা। ফৌজদারী মোকদ্দমা প্রথম স্থলে গ্রাহ্য করিবার ক্ষম-

প্রথমতঃ উপস্থিত মোকদ্দমায় সেশন আ-দালতের বিচার্য্য অপ-রাধের কথা।

তাপন্ন আদালতস্বরূপে সেশন আদালত এই আ-ইনের ১৭২ ধারার উল্লিখিত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে পারিবেন। কিন্তু তদ্ভিন্ন, মাজিষ্ট্রেট সাহেব, অথবা এই আইনক্রমে কিম্বা অন্য কোন আইনক্রমে উক্ত আদালতে সমর্পণ করিবার বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক অভিযোগ উপ-স্থিত না করিলে, ঐ আদালত কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রাহ্য করিতে পারিবেন না ইতি।

৩৬০ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখস্থ প্রত্যেক মোকদ্দমার বিচার-

সেশন আদালতের সম্মুখস্থ বিচারের কা-র্য্য গবর্ণমেন্টের উকী-লপ্রভৃতির দ্বারা চালান যাইবার কথা।

কালে, অভিযোগের পোষকতার কার্য্য গবর্ণমে-ণ্টের উকীল কিম্বা তদর্থে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্ম্মকারক চালাইবেন। ও বাদী থা-কিলে সাক্ষির ন্যায় সেই বাদির সাক্ষ্য গ্রহণ হইবে ইতি।

৩৬১ ধারা। কোন মোকদ্দমার বিচার গৌণে হওয়া উচিত, কিম্বা

বিচারের কার্য্য গৌ-ণে করিবার কথা।

হইলে যথার্থ বিচারের অভিপ্রায় সফল হই-বেক, সেশন আদালত ইহা সুবোধমতে জানিলে, ঐ বিচার গৌণে করিতে পারিবেন ইতি।

৩৬২ ধারা। যখন আদালত বিচারকার্য্য আরম্ভ করিতে প্রস্তুত হয় তখন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সম্মুখে আনা যাইবে, ও অভিযোগপত্র তাহার নিকটে পাঠ হইয়া তাহার অর্থ করা যাইবে, ও তাহাকে জিজ্ঞাসা হইবে যে তুমি এই অভিযোগের অপরাধে দোষী আছ কি বিচার হইবার দাওয়া কর? অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি আপনাকে দোষী স্বীকার করে, তবে তাহার সেই কথা রিকার্ড হইবে, ও তদনুসারে সে অপরাধী নির্ণয় হইবে ইতি।

বিচার আরম্ভ করণের কথা।

৩৬৩ ধারা। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে দোষী স্বীকার না করে, কিম্বা বিচার হইবার দাওয়া করে তবে যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করা যায় তাহা গ্রহণ করিয়া আদালত বিচারের কার্য্যেতে প্রবর্ত্ত হইবেন ইতি।

অপরাধ স্বীকার না করিবার কি বিচার হইবার দাওয়ার কথা।

৩৬৪ ধারা। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখস্থ মোকদ্দমায়, উভয় পক্ষের কথা ও সাক্ষিদের সাক্ষ্যগ্রহণ, ও সাক্ষ্য রিকার্ড করিবার নিয়ম, ও তাহা সংশোধন, ও তাহাতে স্বাক্ষর করণ, ও তাহার অনুবাদপূর্ব্বক ব্যক্তকরণ বিষয়ে যে সকল বিধি এই আইনের ১৯৫ ও ১৯৬ ও ১৯৭ ও ১৯৮ ও ১৯৯ ও ২০০ ধারাতে আছে, তাহা এই অধ্যায়মতে সেশন আদালতের সম্মুখস্থ মোকদ্দমায় খাটিবে ইতি।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখস্থ মোকদ্দমায় উভয় পক্ষ প্রভৃতির সাক্ষ্যগ্রহণের বিধি সেশন আদালতের সম্মুখস্থ মোকদ্দমায় খাটিবার কথা।

৩৬৫ ধারা। কোন সাক্ষিকে কোন কথা জিজ্ঞাসা হইলে যদি সে উত্তর দিতে স্বীকার না করে, ও স্বীকার না করিবার কোন যথার্থ কারণ না জানায়, তবে আদালত যত কাল যুক্তিমতে উচিত বোধ করেন তত কাল ঐ সাক্ষিকে হাজতে রাখিতে পারিবেন, ইতিমধ্যে সাক্ষ্য দিতে ও জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে স্বীকার করিলে তাহাকে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু অস্বীকার করিতে থাকিলে তাহার প্রতি এই আইনের ১৬৩ ধারামতে কার্য্য হইতে পারিবে ইতি।

সাক্ষী উত্তর দিতে স্বীকার না করিলে তাহায় কয়েদ হইবার কথা।

৩৬৬ ধারা। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ হইলে সে যে কথা কহে, তাহা বিচারকালে প্রমাণস্বরূপে অর্পণ হইবে। ও সেই কথাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যে স্বাক্ষর তাহা আপাততঃ

অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে যে কথা কহে তাহা বিচারকালে প্র-

মান স্বরূপে গ্রাহ্য হই-বার কথা, ও সেই কথা গ্রহণের প্রমাণের কথা।

ঐ কথা গ্রহণের উপযুক্ত প্রমাণ হইবে, ও সেই স্বাক্ষর প্রকৃত নয় আদালতের এমত সন্দেহ করিবার কারণ না থাকিলে, ঐ স্বাক্ষর প্রমাণবিনা যথার্থ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবে ইতি।

আদালতের আবশ্যক প্রমাণ তলব করিবার কথা।

৩৬৭ ধারা। মোকদ্দমার যথার্থ নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তে আদালত যে কোন সাক্ষির সাক্ষ্য আবশ্যক জ্ঞান করেন, তাহাকে মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে স্বীয় বিবেচনামতে সমন করিয়া, তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন। ও কোন ব্যক্তি সাক্ষিস্বরূপে সমন না হইয়াও উপস্থিত থাকিলে, আদালত সাক্ষির ন্যায় তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন ইতি।

চিকিৎসকের সাক্ষ্যের কথা।

৩৬৮ ধারা। মাজিস্ট্রেট সাহেব সিবিল চিকিৎসক সাহেবের, কি চিকিৎসাকর্ম্মকারি অন্য সাক্ষির যে সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া তাহাতে উপযুক্তমতে সাক্ষর করিয়াছেন, সেই সাক্ষ্য আদালত আপাততঃ প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য করিবেন। কিন্তু আদালত ঐ সিবিল চিকিৎসক সাহেবকে কিম্বা চিকিৎসাকর্ম্মকারি অন্য সাক্ষিকে সমন করিবার উপযুক্ত কারণ দৃষ্টি করিলে তাঁহাকে সমন করিতে পারিবেন ইতি।

মাজিস্ট্রেট সাহেব সাক্ষির যে সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া স্বাক্ষর করেন তাহা যে স্থলে গ্রাহ্য হইবে তাহার কথা।

৩৬৯ ধারা। সাক্ষির যদি মৃত্যু হইয়া থাকে, কিম্বা উপযুক্ত কোন কারণে তাহাকে উপস্থিত করাণ যাইতে পারে না ইহা যদি আদালত হৃদ্বোধমতে জানিতে পান, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে ঐ সাক্ষির যে সাক্ষ্য মাজিস্ট্রেট সাহেব গ্রহণ করিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহা প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক ইতি।

কিমিয়া দ্রব্য পরীক্ষকের রিপোর্ট প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবার কথা।

৩৭০ ধারা। কোন ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারকালে, কিম্বা তৎসম্বন্ধীয় প্রথমস্থলের কোন অনুসন্ধানকালে গবর্ণমেণ্টের পক্ষের কিমিয়া দ্রব্য পরীক্ষককে যে কোন বিষয় কি দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া কি তাহার মূলাংশ পৃথক্ করিয়া রিপোর্ট করণার্থে দেওয়া যায়, তদ্বিষয়ে তাঁহার রিপোর্ট বলিয়া যে কোন লিপি দেওয়া যায়, তাহাতে যদি ঐ পরীক্ষকের স্বাক্ষর থাকে, তবে তাহা সেশন আদালতের বিচারকালে প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে। ও সেই লিপি প্রকৃত হওয়ার বিষয়ে যদি আদা-

লতের সন্দেহ করিবার কারণ না থাকে, তবে ঐ স্বাক্ষর যে প্রকৃত, কিম্বা স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি যে উক্ত পদে আছেন, ইহার কোন প্রমাণ লইবার আবশ্যক হইবে না ইতি।

৩৭১ ধারা। যে সাক্ষির মৃত্যু হইয়াছে তাহার সাক্ষ্য দেওনকালে যদিও পুনরায় সুস্থ হইবার আশা ছিল, তথাপি তৎকালে মৃত্যু সন্নিকট তাহার এমত বিশ্বাস থাকিলে, সেই ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে কি অসাক্ষাতেও যে সাক্ষ্য দিয়াছে তাহা প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইতে পারিবে ইতি।

মুমূর্ষু সাক্ষ্যের কথা।

৩৭২ ধারা। অভিযোগের পোষকতার্থ সমস্ত কথা সমাপ্ত হইলে পর, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগের উত্তর দিতে ও প্রমাণ উপস্থিত করিতে আজ্ঞা হইবে ইতি।

অভিযোগের উত্তরের কথা।

৩৭৩ ধারা। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষীয় কোন প্রমাণ উপস্থিত করা যায়, তবে ঐ প্রমাণ গ্রহণানন্তর, অথবা অভিযোগের পোষকতার্থ কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর, আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত বোধ করেন তাহা জিজ্ঞাসিতে পারিবেন। কিন্তু সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া কি না দেওয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বেচ্ছা ইতি।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার কথা।

৩৭৪ ধারা। অভিযোগের পক্ষীয় কার্য্য সমাপ্ত হইলে, কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষীয় যে কোন প্রমাণ উপস্থিত করা যায় তাহা গ্রহণ হইলে পর, অথবা আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সেই জিজ্ঞাসাবাদ হওনানন্তর, অভিযুক্ত ব্যক্তি কি তাহার উকীল কি মোখতার স্বেচ্ছামতে আদালতে বক্তৃতা করিতে পারিবেন ইতি।

যে সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে বক্তৃতা করিতে পারিবে তাহার কথা।

৩৭৫ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সাক্ষির নাম পূর্ব্বে না দিয়াছিল এমত সাক্ষী উপস্থিত থাকিলে, তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি অনুমতি হইবে। কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, কি বিচারার্থে হাজিরজামিনীক্রমে রাখিয়াছেন, তাঁহার নিকটে সে যে সাক্ষিদের নামের ফর্দ্দ দিয়াছিল তাহাদের ভিন্ন অন্য কোন সাক্ষিকে সমন করাণ তাহার অধিকারস্বরূপে ক্ষমতা থাকিবে না, কেবল এই আইনের ২৪৬ ধারামতে থাকিবে ইতি।

উত্তরের পক্ষীয় সাক্ষিদের কথা।

৩৭৬ ধারা। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থিত করা যায়, কিম্বা সে যদি আদালতের কোন জিজ্ঞাসার উত্তর করে, তবে অভিযোগী ব্যক্তি কিম্বা অভিযোগের পক্ষীয় উকীল কি মোখ্‌তার প্রত্যুত্তর করিতে পারিবেন ইতি।

অভিযোগি ব্যক্তির প্রত্যুত্তরের ক্ষমতার কথা।

৩৭৭ ধারা। আদালত স্বীয় বিবেচনাক্রমে বিচারের কার্য্য আবশ্যকমতে সময়ে২ স্থগিত করিয়া, ঐ কার্য্যের অন্য দিন নিরূপণ করিতে পারিবেন ইতি।

মোকদ্দমা স্থগিত করণের কথা।

৩৭৮ ধারা। জুরির দ্বারা কি আসেসরদের সাহায্যাবলম্বনে যে মোকদ্দমার বিচার হয়, তাহা স্থগিত হইয়া ঐ বিচারের অন্য দিন নিরূপণ হইলে, অন্য যে দিনে বৈঠক হয় সেই দিনে, ও বিচারের কার্য্য সমাপ্ত না হওয়াপর্য্যন্ত তৎপরের প্রত্যেক বৈঠকে, ঐ জুরির কি আসেসরদের উপস্থিত হইতে হইবেক। ও উপযুক্ত কারণ না থাকিলেও যদি জুরির কোন ব্যক্তি কি কোন আসেসর উপস্থিত না হন, তবে তাঁহার এই আইনের ৩৫৪ ধারার নির্দিষ্ট দণ্ড হইতে পারিবে, ও সেই দণ্ড ঐ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে প্রবল করা যাইবে ইতি।

সেই অন্য দিনে বৈঠক হইলে জুরির কি আসেসরদের উপস্থিত হইবার কথা।

৩৭৯ ধারা। জুরির দ্বারা বিচারিত মোকদ্দায়, জজ্ সাহেব উভয় পক্ষের প্রমাণের সারাংশ ব্যক্ত করিবেন। পরে জুরী অভিযোগ বিষয়ে আপনাদের নিষ্পত্তি জ্ঞাত করিবেন। জুরির নিকটে জজ্ সাহেবের যে বক্তৃতা তাহার মর্ম্ম মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবেক। জুরির দ্বারা যে মোকদ্দমার বিচার না হয়, তাহাতে জজ্ সাহেবের নিষ্পত্তির হেতু রিকার্ড হইবেক ইতি।

জুরির নিষ্পত্তির কথা।

৩৮০ ধারা। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা যায় তবে আদালত তাহার নির্দ্দোষী হওয়ার বিচার রিকার্ড করিবেন। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী নির্ণয় করা যায়, তবে আদালত আইন অনুসারে তাহার দণ্ডাজ্ঞা করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন। কিন্তু যদি আদালত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করেন, তবে সদর আদালতের দ্বারা স্থিরতর না হইলে ঐ দণ্ডভোগ হইবেক না। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতে যে অপরাধের নিমিত্তে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, অভিযুক্ত ব্যক্তির এমত অপরাধ প্রমাণ হইলে যদি

নির্দ্দোষী করণ কি দোষ নিশ্চয় করণের কথা।

আদালত প্রাণদণ্ডভিন্ন ঐ ব্যক্তির অন্য দণ্ডের আজ্ঞা করেন, তবে যে হেতুতে প্রাণদণ্ডহইতে মুক্ত করেন, সেই হেতু লিখিবেন, অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উপর দণ্ডাজ্ঞার বিধি বলিয়া পশ্চাতে যে বিধি হইতেছে তদনুসারে মোকদ্দমার যে কৈফিয়ত অর্থাৎ কাসেগুর নিরূপিত সময়ে সদর আদালতে অর্পণ করিবার আজ্ঞা হয়, তাহার মধ্যে উক্ত হেতু লিখিবেন ইতি।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তি ও বিচার ও দণ্ডাজ্ঞার বিধি।

৩৮১ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালতে মোকদ্দমার বিচারের কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ প্রমাণ হইয়া থাকে, তবে যে অপরাধ প্রমাণ হইয়াছে তাহা, ও ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের যে ধারামতে ঐ দোষ প্রমাণ হইল তাহা আদালত নিষ্পত্তি করিবার সময়ে স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন, অথবা ঐ অপরাধ দুই ধারার মধ্যে কোন ধারার অন্তর্গত এই বিষয়ে যদি সন্দেহ থাকে, তবে তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন, ও ঐ আইনের ৭২ ধারামতে উক্ত এক কি অন্য ধারাক্রমে দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন ইতি।

বিচারের মধ্যে যাহা লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৩৮২ ধারা। নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা পশ্চাৎ লিখিত পাঠে কি তাহার মর্ম্মমতে রিকার্ড করিতে হইবে। অর্থাৎ,

নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা লিখিবার পাঠ।

জুরির দ্বারা বিচার হইলে।

যদি জুরি একবাক্য হন, তবে এই রূপে লিখিতে হইবে। যথা,

জুরি একবাক্য হইয়া নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে যদু অভিযোগপত্রের নির্দ্দিষ্ট অপরাধের অপরাধী, অর্থাৎ যদু শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২১ ধারামতের দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছে ও আদালত আজ্ঞা করেন যে উক্ত যদুর (এই দণ্ড হয়)।

২। জুরি একবাক্য হইয়া নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে যদু অভিযোগপত্রের অপরাধের অপরাধী নহে অর্থাৎ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২১ ধারামতের দণ্ডনীয় অপরাধ করে নাই ও আদালত আজ্ঞা করেন যে উক্ত যদুকে মুক্ত করা যায়।

জুরির সকল ব্যক্তি যদি একবাক্য না হন, কিন্তু এই আইনের ৩২৮ ধারাতে তাঁহাদের অধিকাংশ যত ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী নির্ণয় করেন, তবে এই রূপে লিখিতে হইবেক। যথা,

৩। জুরির অধিকাংশ ব্যক্তি অর্থাৎ (পাঁচ জনের চারি জন অথবা বিষয়বিশেষে সাত জনের পাঁচ কি ছয় জন; কি নয় জনের ছয় কি সাত কি আট জন) নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে যদু অভিযোগপত্রের নির্দ্দিষ্ট অপরাধের অপরাধী, অর্থাৎ ভারতবর্ষের গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের মেম্বর শ্রীযুত অনরবিল অমুক সাহেব ঐ মেম্বরস্বরূপে আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে কার্য্য না করেন, এই অভিপ্রায়ে যদু ঐ সাহেবের প্রতি আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছে, ও আদালত আজ্ঞা করেন যে উক্ত যদুর (এই দণ্ড হয়)।

যদি জুরির ব্যক্তিরা একবাক্য না হন কিন্তু এই আইনের ৩২৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট অধিকাংশ ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিরপরাধী নির্ণয় করেন, তবে এই রূপে লিখিতে হইবে। যথা,

৪। জুরির অধিকাংশ ব্যক্তি অর্থাৎ (পূর্ব্বোক্তমতে সংখ্যা লিখিতে হইবে) নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে যদু অভিযোগপত্রের নির্দ্দিষ্ট অপরাধের অপরাধী নহে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের মেম্বর শ্রীযুত অনরবিল অমুক সাহেব ঐ মেম্বরস্বরূপে আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে কার্য্য না করেন, এই অভিপ্রায়ে যদু ঐ মেম্বর সাহেবের প্রতি আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২৪ ধারামতের দণ্ডনীয় অপরাধ করে নাই, ও আদালত আজ্ঞা করেন যে উক্ত যদুকে মুক্ত করা যায়।

যদি জুরি, কি এই আইনের ৩২৮ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তি, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অপরাধী নির্ণয় করেন কিন্তু অভিযোগের দুই দফার নির্দ্দিষ্ট যে অপরাধের দোষী হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ থাকে, তবে এই রূপ লিখিতে হইবে। যথা,

৫। জুরি (কিম্বা জুরির অধিকাংশ ব্যক্তিরা) [পূর্ব্বোক্তমতে সংখ্যা লিখিতে হইবে] নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে যদু অভিযোগপত্রের প্রথম দফার নির্দ্দিষ্ট অপরাধের, কিম্বা অভিযোগপত্রের দ্বিতীয় দফার নির্দ্দিষ্ট অপরাধের অপরাধী অর্থাৎ যদু চুরি করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৯ ধারামতের দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছে, অথবা সে অপরাধযুক্ত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া উক্ত আইনের ৪০৬ ধারামতের দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছে, ও আদালত আজ্ঞা করেন যে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের উক্ত দুই ধারার ও ৭২ ধারার বিধানমতে উক্ত যদুর (এই দণ্ড হয়)।

এই আইনের ৩২৮ ধারামতে অধিকাংশ যত ব্যক্তির প্রয়োজন হয়,

তাহার ন্যূন সংখ্যার ব্যক্তি যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী নির্ণয় করেন, তবে এই রূপে লিখিতে হইবেক। যথা,

৬। জুরির অধিকাংশ লোক (পূর্ব্বোক্তমতে সংখ্যা লিখিতে হইবে) নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে যদু অভিযোগপত্রের নির্দ্দিষ্ট অপরাধের অপরাধী, অর্থাৎ সে অমুক দোষ করিয়াছে, ও আদালত আজ্ঞা করেন যে ঐ জুরিকে বিদায় দেওয়া যায় ও মোকদ্দমার পুনশ্চ বিচার হয়।

এই আইনের ৩২৮ ধারামতে অধিকাংশ যত ব্যক্তির প্রয়োজন তাহা-হইতে ন্যূন সংখ্যার ব্যক্তি যদি নিরপরাধের নিষ্পত্তি করেন, তবে উক্ত পাঠে লিখিতে হইবে।

যদি মোকদ্দমার পুনশ্চ বিচার হইয়া, এই আইনের ৩২৮ ধারামতে অধিকাংশ যত ব্যক্তির প্রয়োজন তাহার ন্যূন সংখ্যার ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী নির্ণয় করেন, তবে এই রূপে লিখিতে হইবে। যথা,

৭। জুরির অধিকাংশ ব্যক্তি (পূর্ব্বোক্তমতে সংখ্যা লিখিতে হইবে) নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে যদু অভিযোগপত্রের নির্দ্দিষ্ট অপরাধের অপরাধী অর্থাৎ অমুক অপরাধ করিয়াছে। ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ৩৫১ ধারা-মতে এই মোকদ্দমার পুনশ্চ বিচার হইয়াছে, অতএব আদালত আজ্ঞা করেন যে উক্ত যদুকে মুক্ত করা যায়।

আসেসরদের সাহায্যে যে মোকদ্দমার বিচার হয় তাহাতে এই পাঠ ধরিয়া লিখিতে হইবে। যথা,

৯। আদালত আসেসরদের মতে (কিম্বা তাঁহাদের এক কি অধিক জনের মতে) সম্মত হইয়া নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে, যদু অভিযোগপত্রের নির্দ্দিষ্ট অপরাধের অপ-রাধী অর্থাৎ সে হঙ্গামা করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৪৭ ধারামতের দণ্ড-নীয় অপরাধ করিয়াছে ও আদালত আজ্ঞা করেন যে উক্ত যদুর (এই দণ্ড হয়।)

১০। আদালত আসেসরদের মতে সম্মত না হইয়া নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে যদু অভিযোগ পত্রের নির্দ্দিষ্ট অপরাধের অপরাধী নহে। অর্থাৎ সে হঙ্গামা করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৪৭ধারামতের দণ্ডনীয় অপরাধ করে নাই, ও আদালত আজ্ঞা করেন যে উক্ত যদুকে মুক্ত করা যায়।

১১। আদালত আসেসরদের এক জনের মতে সম্মত হইয়া নিষ্পত্তি করিয়া-ছেন যে যদু অভিযোগপত্রের প্রথম দফার নির্দ্দিষ্ট অপরাধের, কিম্বা অভিযোগ-পত্রের দ্বিতীয় দফার নির্দ্দিষ্ট অপরাধের অপরাধী, অর্থাৎ যদু চুরি করিয়া ভারত-বর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৯ ধারামতের দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছে, অথবা সে অপরাধযুক্ত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪০৬ ধারামতের দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছে, ও আদালত আজ্ঞা করেন যে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের পূর্ব্বোক্ত দুই ধারার ও ৭২ ধারার বিধানমতে উক্ত যদুর (অমুক দণ্ড হয়।)

নিয়মিত রূপের অভিযোগক্রমে যে মোকদ্দমার বিচার জুরির দ্বারা

R 2

কি আসেসরদের সহকারিতাতে না হয়, তাহাতে এই পাঠ ধরিয়া লিখিতে হইবেক। যথা,

১২। আদালত নিষ্পত্তি করেন যে যদু অভিযোগপত্রের নির্দ্দিষ্ট অপরাধের অপরাধী, অর্থাৎ যদু চুরি করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৯ ধারামতের দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছে, ও আদালত আজ্ঞা করেন যে উক্ত যদুর (অমুক দণ্ড হয়।)

১৩। আদালত নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে যদু অভিযোগপত্রের নির্দ্দিষ্ট অপরাধের অপরাধী নহে, অর্থাৎ সে চুরি করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৩ ধারামতের দণ্ডনীয় অপরাধ করে নাই, ও আদালত আজ্ঞা করেন যে উক্ত যদুকে মুক্ত করা যায়।

যে মোকদ্দমায় নিয়মিত রূপে অভিযোগ প্রস্তুত হয় নাই সেই মোকদ্দমাতে এই পাঠ ধরিয়া লিখিতে হইবে। যথা,

১৪। আদালত নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে যদু অপরাধযুক্ত দল প্রকাশ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৫৩ ধারামতের দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছে ও আদালত আজ্ঞা করেন যে উক্ত যদুর (অমুক দণ্ড হয়।)

১৫। আদালত নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে আক্রমণের অভিযোগ সপ্রমাণ হয় নাই, ও যদুকে নির্দ্দোষ করিয়া তাহার মুক্ত হইবার আজ্ঞা করেন ইতি।

যে দণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর হইবার জন্যে সদর আদালতে অর্পিত হয় সেই দণ্ডভোগের কথা।

৩৮৩ ধারা। যে স্থলে সদর আদালতের দ্বারা দণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর হইবার জন্যে সেশন আদালত হইতে অর্পিত হয়, এমত স্থলে সদর আদালত কর্তৃক ঐ আজ্ঞা স্থিরতর হইলে, কি অন্য আজ্ঞা হইলে পর, সদর আদালতের উপযুক্ত কর্ম্মকারক ঐ আদালতের মোহরাঙ্কিত ও আপনার পদসম্পর্কীয় স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত ঐ হুকুমের এক কেতা নকল অগৌণে সেশন আদালতে প্রেরণ করিবেন। তাহাতে যদি ঐ দণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর হয়, তবে সেশন আদালত মাজিস্ট্রেট সাহেবের নামে, কিম্বা অপরাধী যে জেলখানায় বদ্ধ থাকে সেই জেলখানা যাহার অধীনে থাকে এমত অন্য কার্য্যকারকের নামে, ঐ দণ্ড কি অন্য আজ্ঞামতের কার্য্য হইবার পরওয়ানা অগৌণে দিবেন, অথবা যদি সদর আদালতের অন্য কোন আজ্ঞা হয়, তবে সেই আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করাইবেন ইতি।

সেশন আদালতের পরওয়ানা জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের নামে লিখিতে হইবার কথা।

৩৮৪ ধারা। সেশন আদালতের বিচারিত মোকদ্দমায়, ঐ আদালত আপন দণ্ডাজ্ঞার এক কেতা নকল ও তদনুসারে কার্য্য হইবার পরওয়ানা, মোকদ্দমার বিচার যে জিলার মধ্যে হয় সেই জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের নামে, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের নামে দিবেন ইতি।

৩৮৫ ধারা। ইহার পূর্ব্বের দুই ধারার কোন ধারাক্রমে পরওয়ানা প্রাপ্ত হইলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ দণ্ডাজ্ঞামতে কার্য্য করাইবেন, ও সেই দণ্ডাজ্ঞামতে কার্য্য সম্পূর্ণরূপে হইলে পর, তাহা যেরূপে হইয়াছে এই কথা পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া যে আদালত হইতে পরওয়ানা হয় সেই আদালতে তাহা ফিরিয়া পাঠাইবেন ইতি।

ইহার পূর্ব্বের দুই ধারামতে দণ্ডভোগের কথা।

৩৮৬ ধারা। যে স্থলে সদর আদালতের কি সেশন আদালতের আজ্ঞামতে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিতে হয়, তদ্রূপ স্থলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক জেল রক্ষকের নামে পরওয়ানা দিবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির যে অপরাধ প্রমাণ হইয়াছে ও তাহার যত কাল কারাবদ্ধ থাকিতে হইবেক ও যে প্রকারের কয়েদ হইবেক, এই ২ কথা ঐ পরওয়ানাতে লেখা থাকিবে। অন্য কোন আদালতের আজ্ঞামতে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিতে হইলে, যে আদালত ঐ আজ্ঞা করেন, তিনি জেল রক্ষকের নামে পরওয়ানা দিবেন। তাহাতেও উক্ত বিশেষ কথা থাকিবে ও তাহা উক্ত মর্ম্মমতে লেখা যাইবে ইতি।

কারাবদ্ধ হওয়ার স্থলে কারাবদ্ধ করিবার পরওয়ানা।

৩৮৭ ধারা। সেশন আদালত যে সকল মোকদ্দমার বিচার করেন, তাহার নির্দ্দিষ্ট সময়ের যেরূপ কৈফিয়ৎ অর্থাৎ কাগজের সদর আদালত আজ্ঞা করেন, তাহা ঐ সেশন আদালত পাঠাইবেন। তাহাতে যে ২ অপরাধের অভিযোগ হয়, ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের যে ২ অপরাধ প্রমাণ হয়, তাহাদের উপর যে সকল দণ্ডাজ্ঞা কি হুকুম হয়, এই ২ কথা লেখা থাকিবে ইতি।

সেশন আদালতের বিচার করা মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ নিয়মিত সময়ে পাঠাইবার কথা।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

ক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিদের বিধি।

৩৮৮ ধারা। যে ব্যক্তির প্রতি কোন অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যদি এই রূপ বোধ হয় যে সেই ব্যক্তি বিকৃতমনা হওয়াতে অভিযোগের উত্তর দিতে

অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তচিত্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

অক্ষম, তবে তাহার মনের অস্বাস্থ্য নিশ্চয় করণার্থে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অনুসন্ধান করিয়া, জিলার সিবিল চিকিৎসক সাহেবের কি অন্য কোন চিকিৎসকের দ্বারা ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করিবেন, ও তৎপরে ঐ সিবিল চিকিৎসক সাহেবের কি অন্য চিকিৎসকের সাক্ষ্য গ্রহণপূর্ব্বক ঐ সাক্ষ্য লিখিয়া রাখিবেন। ও যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্তচিত্ত জ্ঞান করেন, তবে সেই মোকদ্দমার অন্য সকল কার্য্য স্থগিত রাখিবেন ইতি।

কোন ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইয়া সেশন আদালতে সমর্পিত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৮৯ ধারা। কোন ব্যক্তি সেশন আদালতের বিচারার্থে সমর্পিত হইয়া, তাহার বিচারকালে আদালত তাহাকে ক্ষিপ্ত ও অভিযোগের উত্তর করিতে অক্ষম বোধ করিলে, প্রথমে তাহার মনের অস্বাস্থ্যের অনুসন্ধান করিবেন, ও সেই বিষয় হৃদ্বোধমতে জানিতে পারিলে, এই বিশেষ নিষ্পত্তি করিবেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিকৃতমনা ও অভিযোগের উত্তর করিতে অক্ষম। তাহা হইলে মোকদ্দমার বিচার গৌণ হইবে ইতি।

উক্ত অনুসন্ধান কি বিচার না হওয়াপর্য্যন্ত ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা।

৩৯০ ধারা। কোন স্থলে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিকৃতমনা ও অভিযোগের উত্তর করিতে অক্ষম জানা গেল, তবে তাহার যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহার নিমিত্তে হাজিরজামিন লইতে পারিলে, তাহার উপযুক্তমতে তত্ত্বাবধারণ হইবার, ও সে আপনার কি অন্য কাহার হানি করিতে পারিবে না ও আজ্ঞামতে তাহাকে উপস্থিত করা যাইবে ইহার উপযুক্ত জামিন দেওয়া গেলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি বিষয়বিশেষে সেশন আদালত তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন। সেই অপরাধের নিমিত্তে যদি হাজিরজামিন লওয়া যাইতে না পারে, কিম্বা জামিন দিবার আজ্ঞা হইলে যদি না দেওয়া যায়, তবে স্থান বিশেষের যে গবর্ণমেণ্টের নিকটে ঐ বিষয়ের রিপোর্ট হয়, তিনি যে স্থান নিরূপণ করেন সেই স্থানে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্ব্বিঘ্নরূপে হাজতে রাখা যাইবে ইতি।

মোকদ্দমার বিচারকার্য্য পুনশ্চ প্রবর্ত্ত হইবার কথা।

৩৯১ ধারা। যখন এই আইনের ৩৮৮ কি ৩৮৯ ধারামতের মোকদ্দমার অনুসন্ধানের কি বিচার কার্য্যের গৌণ হয়, তখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব, কি বিষয় বিশেষে সেশন আদালত ঐ অনুসন্ধানের কি বিচারের কার্য্যেতে

কোন সময়ে পুনশ্চ প্রবর্ত্ত হইতে পারিবেন। ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজতে রাখা গেলে, তাহাকে উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি আদালতের সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা করিবেন। কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিনীক্রমে মুক্ত করা গেলে তাহার উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিবেন। সেই অনুসন্ধানের কি বিচারের কার্য্য যত কাল সমাপ্ত না হয়, তত কাল ঐ মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি সেশন আদালতের সম্মুখস্থ উপস্থিত মোকদ্দমা জ্ঞান হইবেক। ও উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি আদালত উপস্থিত থাকা মোকদ্দমার যে রেজিষ্টর রাখেন তাহাতে ঐ মোকদ্দমা লেখাইবেন। ঐ ব্যক্তিকে দৃষ্টি করিবার জন্যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি সেশন আদালত যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন, তাহার নিকটে ঐ ব্যক্তির জামিন যে কোন সময়ে আজ্ঞা পায় সেই সময়ে তাহাকে অবশ্য উপস্থিত করিবে। সেই কর্ম্মকারক যে সর্টিফিকট দেন, তাহার ফল এই আইনের ৩৯৫ ধারার ২ প্রকরণক্রমে জেল ইনস্পেক্টর সাহেবের কি ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাড়ীর সন্দর্শকদের দত্ত সর্টিফিকটের ফলের তুল্য হইবে ইতি।

অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কি তাহাকে উপস্থিত করা গেলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৯২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি বিষয়বিশেষে সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কি তাহাকে পুনশ্চ উপস্থিত করা গেলে, যদি ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি আদালত বোধ করেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগের উত্তর দিবার উপযুক্ত ভাবাপন্ন হইয়াছে তবে ঐ মোকদ্দমার অনুসন্ধানের কার্য্য কিম্বা বিষয় বুঝিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার কার্য্য চলিবে। তৎকালেও যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি বিকৃতমনা ও অভিযোগের উত্তর দিতে অক্ষম দৃষ্ট হয়, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি সেশন আদালত পুনশ্চ এই আইনের ৩৮৮ কি ৩৮৯ ধারামতে কার্য্য করিবেন ইতি।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হওয়াপ্রযুক্ত নিরপরাধী হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৯৩ ধারা। কোন ব্যক্তি অভিযোগমতে যে সময়ে অপরাধ করিয়াছিল, সেই সময়ে মনের অস্বাস্থ্য প্রযুক্ত ঐ অভিযোগের লিখিত ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে পারে নাই, কি আপনি অন্যায় কি আইন বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানে নাই, এই হেতুতে যদি তাহাকে নিরপরাধী করা যায়, তবে সেই ব্যক্তি ঐ ক্রিয়া করিয়াছিল কি না এই কথা নিষ্পত্তিতে বিশেষমতে লিখিতে হইবেক ইতি।

৩৯৪ ধারা। নিষ্পত্তিপত্রে যদি ব্যক্ত হয় যে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগের ক্রিয়া করিয়াছে, ও তাহার মনের বিকৃতি না হইলে যদি ঐ ক্রিয়া অপরাধ হইত, তবে যে মাজিস্ট্রেট সাহেবের কি যে সেশন আদালতের সম্মুখে ঐ বিচার হয়, তিনি যে স্থানে ও যেরূপে উপযুক্ত বোধ করেন সেই স্থানে ও সেইরূপে ঐ ব্যক্তির নির্বিঘ্নমতে রক্ষা হইবার আজ্ঞা করিবেন, ও স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা জানিবার জন্যে ঐ বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন। স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্যক্তিকে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাড়ীতে, কিম্বা সুরক্ষা হইবার অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে সুরক্ষিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

উক্ত প্রকারে যাহাকে নিরপরাধী করা গেল তাহার নির্বিঘ্নরূপে রক্ষার বিষয়ে মাজিস্ট্রেট সাহেবের কি সেশন আদালতের নিয়ম করিবার কথা।

৩৯৫ ধারা। ১ প্রকরণ। যখন কোন ব্যক্তিকে এই আইনের ৩৯০ কি ৩৯৪ ধারার বিধানমতে বদ্ধ করা যায়, তখন সেই ব্যক্তি কারাগারে বদ্ধ হইলে জেলের ইনস্পেক্টর সাহেব কিম্বা ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীতে বদ্ধ হইলে ঐ আশ্রয়বাটীর সন্দর্শকেরা কিম্বা তাহাদের কোন দুই জন, ঐ ব্যক্তির মনের অবস্থা জ্ঞাত হওনার্থে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন। ও সেই জেলের ইনস্পেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের দুই জন সন্দর্শক বৎসরে অতি ন্যূন এক বার তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন, ও তাহার মনের অবস্থার বিশেষ রিপোর্ট করিবেন।

ঐ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে জেলের ইনস্পেক্টর প্রভৃতির দৃষ্টি করিবার ও রিপোর্ট করিবার কথা।

২ প্রকরণ। ঐ ব্যক্তি যদি এই আইনের ৩৯০ ধারামতে বদ্ধ হয়, ও জেলের সেই ইনস্পেক্টর সাহেব কি ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীর পূর্ব্বোক্ত সন্দর্শকেরা যদি রিপোর্ট করেন যে তাঁহার কি তাঁহাদের বিবেচনায় সেই ব্যক্তি অভিযোগের উত্তর করিতে সক্ষম তবে ঐ মাজিস্ট্রেট সাহেব কি বিষয় বিশেষে সেশন আদালত যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ে ঐ ব্যক্তিকে ঐ মাজিস্ট্রেট সাহেবের কি সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে। ও সেই মাজিস্ট্রেট সাহেব কি আদালত সেই ব্যক্তির প্রতি ৩৯২ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিতে পারিবেন ও সেই জেলের ইনস্পেক্টর সাহেবের কি ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীর পূর্ব্বোক্ত সন্দর্শকদের সর্টিফিকট প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৩৯০ ধারামতে বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি অভিযোগের উত্তর দিতে সক্ষম রিপোর্ট হইলে তাহার কথা।

৩ প্রকরণ। যদি সেই ব্যক্তি এই আইনের ৩৯৪ ধারার বিধানমতে বদ্ধ হয়, ও সেই জেলের ইন্স্পেক্টর সাহেব কিম্বা ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীর পূর্ব্বোক্ত সন্দর্শকেরা যদি এই মর্ম্মের সার্টিফিকট লেখেন যে, ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিলে সে আপনার কি অন্য কাহার হানি যে করিবে আমার (কি আমাদের) বিবেচনাতে এমত শঙ্কা হয় না, তবে স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্ট তাহার মুক্ত হইবার আজ্ঞা করিবেন। অথবা যদি সেই ব্যক্তি ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের সরকারী আশ্রয়বাটীতে পূর্ব্বে প্রেরিত না হইয়া থাকে, তবে সেই স্থানে তাহাকে পাঠাইয়া ছয় মাসের মধ্যে কোন এক জন বিচারকর্ত্তাকে, ও দুই জন চিকিৎসক সাহেবকে কমিস্যনস্বরূপে নিযুক্ত করিবেন, কিন্তু সেই বিচারকর্ত্তা সেশন জজের অধীন পদস্থ না হন, ও ঐ চিকিৎসকদের এক জন, ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীর প্রধান চিকিৎসক হইবেন। ঐ কমিস্যন আবশ্যকমতের প্রমাণ লইয়া ঐ ব্যক্তির মনের অবস্থার বিষয়ে নিয়মিত রূপে অনুসন্ধান করিবেন। ও তাহাকে মুক্ত করিলে সে আপনার কি অন্য কোন ব্যক্তির হানি যে করিবে তাঁহাদের বিবেচনাতে যদি এমত আশঙ্কা না থাকে, তবে তাহাকে মুক্ত করা যাইবে ইতি।

৩৯৪ ধারামতে বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি মুক্ত হইবার যোগ্য প্রকাশ হইলে তাহার কথা।

৩৯৬ ধারা। কোন আদালতের কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দণ্ডাজ্ঞানমতে কারাবদ্ধ হইয়া কোন ব্যক্তি বিকৃতমনা হইয়াছে, স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্ট ইহা অবগত হইলে, তাহাকে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় বাটীতে পাঠাইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। সেই আজ্ঞাপত্রেতে ঐ ব্যক্তির ক্ষিপ্ত হওয়া বিশ্বাস করিবার হেতু লেখা থাকিবে। তাহাতে দণ্ডাজ্ঞাক্রমে তাহার কারাবদ্ধ থাকিবার যত কাল অবশিষ্ট থাকে, তত কাল তাহাকে তথায় রাখা যাইবে ও স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্ট যেরূপ আজ্ঞা করেন তদ্রূপে তাহার প্রতি ব্যবহার হইবে। কিম্বা ঐ ব্যক্তির কি অন্য ব্যক্তিদের নিরাপদের জন্যে তাহার তত্ত্বাবধারণ ও ঔষধাদির নিয়ম করিয়া তাহাকে অধিক কাল রাখা আবশ্যক, চিকিৎসক সাহেব যদি এই মর্ম্মের সার্টিফিকট দেন, তবে তাহাকে যত কাল আইনানুসারে ছাড়িয়া না দেওয়া যায়, তত কালপর্য্যন্ত তাহাকে তথায় রাখিতে হইবে। পরে সেই ব্যক্তির মন সুস্থ হইয়াছে; স্থান বিশেষের

কারাবদ্ধ ব্যক্তির মনের বিকৃতি হইল বোধ হইলে, তাহাকে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় বাটীতে প্রেরিত হইয়া মনের স্বাস্থ্যাদি না হওয়া পর্য্যন্ত তথায় রাখিবার কথা।

গবর্ণমেণ্ট ইহা অবগত হইলে, যদি সেই ব্যক্তির কারাবদ্ধ থাকিবার কিছু কাল অবশিষ্ট থাকে, তবে সে যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে তাহার নামে আজ্ঞা লিখিয়া সে যে কারাগারে বদ্ধ ছিল তথায় তাহাকে ফিরিয়া পাঠাইবেন। কিম্বা যদি তাহার কারাবদ্ধ হইবার কাল গত হইয়া থাকে, তবে তাহার মুক্ত হইবার আজ্ঞা করিবেন। দণ্ডাজ্ঞামতে কারাবদ্ধ হইবার কাল গত হইলে পর, যাহাদিগকে এই ধারাক্রমে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীতে রাখা যায়, তাহাদের প্রতি ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীর বিষয়ি ১৮৫৮ সালের ৩৬ আইনের ৯ ধারার বিধান খাটিবে। তদ্রূপ ব্যক্তি ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীতে যত কাল বদ্ধ থাকে, তাহা দণ্ডাজ্ঞাক্রমে তাহার কারাবদ্ধ হইবার কালের মধ্যে গণ্য হইবে ইতি।

যে স্থলে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে কুটুম্বের কি বন্ধুর তত্ত্বাবধারণে অর্পণ হইতে পারিবে তাহার কথা।

৩৯৭ ধারা। এই আইনের ৩৯৪ ধারার বিধানমতে রক্ষিত কোন ব্যক্তির কোন জ্ঞাতি কুটুম্ব কি বন্ধু যদি তাহাকে আপনার জিম্মায় ও তত্ত্বাবধারণে লইতে ইচ্ছা করে, তবে স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্টের নিকটে দরখাস্ত করিলে, ও সেই ব্যক্তির উপযুক্তমতে তত্ত্ব লওয়া যাইবে ও আপনার কি অন্য কোন ব্যক্তির হানি করিতে পাইবে না, ইহার জামিন ঐ গবর্ণমেণ্টের হৃদ্বোধমতে দিলে, গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্যক্তিকে উক্ত জ্ঞাতি কুটুম্বের কি বন্ধুর নিকটে সমর্পণ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু যখন তাহাকে সেই প্রকারে সমর্পণ করা যায়, তখন এই নিয়ম হইবে যে, স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্ট যে কোন কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করা আবশ্যক জ্ঞান করেন, তিনি ঐ গবর্ণমেণ্টের নিরূপিত সময়ে২ ঐ ব্যক্তিকে দৃষ্টি করিতে পান। এই ধারার বিধানমতের রক্ষিত লোকদের প্রতি ৩৯৫ ধারার বিধান খাটিবে। ও এই ধারামতে দৃষ্টি করণার্থে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করা যায় তাঁহার সর্টিফিকট, ঐ ধারার লিখিত জেলের ইন্স্পেক্টর সাহেবের কি ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীর সন্দর্শকদের সর্টিফিকটের তুল্য বলবৎ হইবে ইতি।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

বিবেচ্য বিষয় অর্পণীয় আদালত স্বরূপে সদর আদালতের কথা।

৩৯৮ ধারা। প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা স্থিরতর করিবার জন্যে যে মোকদ্দমা সেশন আদালতহইতে সদর আদালতে অর্পিত হয়, তাহা ঐ সদর আদালতের দুই কি ততোধিক জন জজ সাহেব একত্র বসিয়া শ্রবণ করিবেন ইতি।

দণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর করণার্থে যে মোকদ্দমা অর্পিত হয় তাহা শুনিবার আদালতের কথা।

৩৯৯ ধারা। তদ্রূপের অর্পিত কোন মোকদ্দমায় সদর আদালত ঐ দণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর করিতে কিম্বা আইন অনুযায়ি অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা যে অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহা অসিদ্ধ করিয়া, সেই কি সংশোধিত অভিযোগক্রমে পুনশ্চ বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। যদি ঐ মোকদ্দমার বিচার সেশন আদালতে আসেসরদের সাহায্যাবলম্বনে হইয়া থাকে, তবে সদর আদালত অধিকন্তু ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিরপরাধী করিয়া তাহার মুক্ত হইবার আজ্ঞা করিতে সক্ষম হইবেন ইতি।

দণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর কি অন্যথা প্রভৃতি করিতে সদর আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪০০ ধারা। উক্ত প্রকারের অর্পিত মোকদ্দমার বিচার যদি সেশন আদালতে আসেসরদের সাহায্যাবলম্বনে হইয়া থাকে, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষিতার কি নির্দ্দোষিতার পোষক কোন বিষয়ের অধিক অনুসন্ধান করা কি অতিরিক্ত প্রমাণ লওয়া আবশ্যক জ্ঞান করিলে, সদর আদালত তদ্রূপ অনুসন্ধান হইবার কিম্বা উক্ত অধিক প্রমাণ গ্রহণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ঐ অধিক অনুসন্ধান হওয়ার ও অধিক প্রমাণ লওয়ার ফল সদর আদালতে জ্ঞাত করা যাইবে, তাহাতে সদর আদালত নিরপরাধের নিষ্পত্তি করিবেন, কিম্বা যে দণ্ডাজ্ঞা ন্যায্য বোধ করেন তাহাই করিবেন ইতি।

অধিক অনুসন্ধানাদি করিবার আজ্ঞা করিতে সদর আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪০১ ধারা। সদর আদালতের প্রতি উক্তমতের অর্পিত প্রত্যেক মোকদ্দমায় সদর আদালত ঐ দণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর করিবার যে আজ্ঞা, কিম্বা নূতন যে দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য

দণ্ড স্থিরতর হইবার কিম্বা নূতন দণ্ডের আ-

আতে দুই জন জজ সাহেবের স্বাক্ষর করিবার কথা।

আজ্ঞা করেন, তাহাতে ঐ আদালতের অতি হ্যস দুই জন জজ সাহেব স্বাক্ষর করিবেন ইতি।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

পুনর্ব্বিচারার্থ আদালত স্বরূপে সদর আদালতের কথা।

যে মোকদ্দমায় বেআইনী আজ্ঞা হয় তাহার পুনর্বিচারের কথা।

৪০২ ধারা। সেশন আদালতের বিচারিত কোন মোকদ্দমাতে, সদর আদালতে অর্পিত না হইয়া যে ব্যক্তিদের দণ্ডাজ্ঞা হয়, তাহাদের সংক্ষেপ কৈফিয়ৎ অর্থাৎ কালেণ্ডর দৃষ্টি করিয়া যদি ঐ সদর আদালত বোধ করেন যে, ঐ কৈফিয়তে কোন ব্যক্তির যে অপরাধের দণ্ড ব্যক্ত হইয়াছে, আইনমতে সেই অপরাধের সেই দণ্ড হইতে পারে না, তবে ঐ আদালত ঐ দণ্ডাজ্ঞা অসিদ্ধ করিয়া, ঐ অপরাধের যে দণ্ডাজ্ঞা আইনমতে হইতে পারে তাহা সেশন আদালতকে জ্ঞাত করিবেন। তাহাতে সেশন আদালত আইন অনুযায়ি নূতন দণ্ডাজ্ঞা করিয়া তদনুসারে রিকার্ড সংশোধন করিবেন ইতি।

মোকদ্দমার পুনর্বিচারের কথা।

৪০৩ ধারা। সেশন আদালতের বিচারিত কোন মোকদ্দমাতে সদর আদালতের প্রতি অর্পিত না হইয়া যে ব্যক্তিদের দণ্ডাজ্ঞা হয়, তাহাদের সংক্ষেপ কৈফিয়ৎ অর্থাৎ কালেণ্ডর দৃষ্টি করিয়া, যদি সদর আদালত বোধ করেন যে সেশন আদালতের নিষ্পত্তিতে আইনঘটিত কোন বিষয়ে ভ্রম হইয়াছে, কিম্বা আইনঘটিত কোন বিষয় সদর আদালতের বিবেচনা করা উচিত, তবে সেই আদালত ঐ মোকদ্দমার রিকার্ড কিম্বা তাহার যে অংশ আবশ্যক বোধ করেন তাহা পাঠাইতে, ও সেই মোকদ্দমা জুরির দ্বারা বিচারিত হইলে, ঐ জুরির নিকটে জজ সাহেব যে বক্তৃতা করেন তাহার রিপোর্ট পাঠাইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও সাক্ষিদের সাক্ষ্য ও জজ সাহেবের বক্তৃতা ও অপরাধ নির্ণয়ের আজ্ঞা দৃষ্টি করিয়া ঐ মোকদ্দমাতে আইনঘটিত যে কোন বিষয় উত্থাপন হয় তাহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। ও তদ্বিষয়ের যে হুকুম ঐ সদর আদালত ন্যায্য বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন ইতি।

৪০৪ ধারা। সেশন আদালতের কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের রিপোর্ট প্রাপ্ত হইলে, কিম্বা সদর আদালত যৎকালে উচিত বোধ করেন তৎকালে, আপন এলাকার অন্তর্গত কোন আদালতে কোন ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার কার্য্যের কিম্বা ফৌজদারী বিচার কার্য্যভিন্ন ফৌজদারী আদালতের কোন অনুসন্ধানাদি কার্য্যের নিষ্পত্তিতে আইনঘটিত কোন বিষয়ে ভ্রম হইয়াছে, কিম্বা আইনঘটিত কোন বিষয় সদর আদালতের বিবেচনা করা উচিত জ্ঞান করিলে, সদর আদালত ঐ মোকদ্দমা প্রভৃতির রিকার্ড পাঠাইতে আজ্ঞা করিয়া, ঐ মোকদ্দমাতে আইনঘটিত যে কোন কথা উত্থাপন হয় তাহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, ও তদ্বিষয়ের যে হুকুম ঐ সদর আদালত ন্যায্য বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন ইতি।

সদর আদালতের পুনর্দৃষ্টির সাধারণ ক্ষমতার কথা।

৪০৫ ধারা। সেশন আদালতের বিচারিত কোন মোকদ্দমায় যে দণ্ডাজ্ঞা কি হুকুম হইয়াছে তাহার আইন সিদ্ধতা কি ঔচিত্য বিষয়, ও সেই আদালতের কার্য্য নিয়মিতমত হওন বিষয় হৃদ্বোধমতে জ্ঞাত হইবার জন্যে, সদর আদালত ঐ মোকদ্দমার রিকার্ড পাঠাইতে আজ্ঞা করিয়া তাহা দৃষ্টি করিতে পারিবেন। তাহাতে যে দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে তাহা সদর আদালতের বিবেচনায় অত্যন্ত কঠোর হইলে, ঐ সদর আদালত আইন অনুযায়ি কোন লঘুতর দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ও সেই দণ্ডের আজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা সদর আদালত আইনবিরুদ্ধ জ্ঞান করিলে, ঐ দণ্ডের আজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা অন্যথা করিয়া, যেরূপ নিষ্পত্তি কি দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা ন্যায্য বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন। কিম্বা আবশ্যক জ্ঞান করিলে পুনশ্চ বিচার হইবার আজ্ঞা করিবেন ইতি।

সেশন আদালতের রিকার্ড তলব করিয়া বিবেচনা করিতে সদর আদালতের ক্ষমতাপন্ন হওয়ার কথা।

৪০৬ ধারা। যখন এই অধ্যায়মতে সদর আদালত কর্তৃক কোন মোকদ্দমার পুনর্বিবেচনা হয়, তখন যে আদালতে অপরাধ নির্ণয় হইয়াছিল কি অন্য আজ্ঞা হইয়াছিল, সেই আদালতকে ঐ সদর আদালত আপনার নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জ্ঞাত করিবেন। তাহাতে সেই আদালত সদর আদালতের নিষ্পত্ত্যনুযায়ি আজ্ঞা করিবেন, ও আবশ্যক হইলে তদনুসারে

অপরাধ যে আদালতে নির্ণয় হইল সেই আদালতে সদর আদালতের পুনর্বিবেচিত মোকদ্দমার কার্য্য জ্ঞাত করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

রিকার্ড সংশোধন করিবেন। পরন্তু এই অধ্যায়মতে সদর আদালতের পুনর্ব্বিবেচিত কোন মোকদ্দমায়, ঐ সদর আদালত জুরির নিষ্পত্তি অসিদ্ধ করিতে পারিবেন না, ও এই অধ্যায়ের বিধানমতে না হইলে অধঃস্থ আদালতের দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা পরিবর্ত্তন কি অসিদ্ধ করিতে পারিবেন না ইতি।

ত্রিংশ অধ্যায়।

আপীলের বিধি।

যে মোকদ্দমায় নিরপরাধের নিষ্পত্তি হয় তাহার উপর আপীল না হইবার কথা।

৪০৭ ধারা। ফৌজদারী কোন আদালতে নিরপরাধের যে নিষ্পত্তি হয় তাহার উপর আপীল হইবে না ইতি।

জুরির দ্বারা কি আসেসরদের সাহায্যক্রমে বিচারিত যে মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারে তাহার কথা।

৪০৮ ধারা। কোন ব্যক্তি সেশন আদালতের বিচারিত মোকদ্দমায় অপরাধী নির্ণয় হইলে, সদর আদালতে আপীল করিতে পারিবে। যদি আসেসরদের সাহায্যক্রমে বিচার হইয়া সে অপরাধী হয়, তবে যেমন আইনঘটিত বিষয়ে আপীল হইতে পারে তেমনি বৃত্তান্তঘটিত বিষয়েও হইতে পারিবে। যদি জুরির দ্বারা বিচার হইয়া অপরাধী হয়, তবে কেবল আইনঘটিত বিষয়ে আপীল গ্রাহ্য হইতে পারিবে ইতি।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবদের হুকুমের উপর আপীলের কথা।

৪০৯ ধারা। কোন ব্যক্তি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের, কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতামতে কর্ম্মকারি অন্য কার্য্যকারকের বিচারিত মোকদ্দমায় অপরাধী নির্ণয় হইলে, কিম্বা সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অন্য কার্য্যকার তাহাকে এই আইনের ৩০১ কি ২৯৬ ধারাক্রমে সদাচারের জামিন দিবার আজ্ঞা করিলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক যে সেশন আদালতের অধীন হন সেই আদালতে সেই ব্যক্তি আপীল করিতে পারিবে ইতি।

৪১০ ধারা। তৃতীয় জর্জ রাজার ৫৩ বৎসরের আইনের ১৫৫ অধ্যায়ের ১০৫ ধারামতের, কিম্বা ১৮৫৩ সালের ৭ আইন (অর্থাৎ চড়াউ করণ এবং বলপূর্ব্বক প্রবেশকরণ ও বলপূর্ব্বক যে ক্ষতি ফেলোনি না হয় এমত অন্য প্রকার অপরাধ করণের মোকদ্দমায় তৃতীয় জর্জ বাদশাহের ৫৩ বৎসরীয় আইনের ১৫৫ অধ্যায়ের ১০৫ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবদের যে ক্ষমতা আছে তাহা বৃদ্ধি করণের) আইনমতের, কিম্বা এই আইনের ১৬৩ কি ১৬৫ ধারামতের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারি কোন জুষ্টিস অফ দি পীসের দ্বারা যদি কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়া দণ্ডাজ্ঞা হয়, তবে সেশন আদালতের অধীনস্থ মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই দণ্ডাজ্ঞা করিলে যে স্থানে আপীল হইত, সেই স্থানে যে সেশন আদালতের এলাকা থাকে সেই আদালতে সেই ব্যক্তি আপীল করিতে পারিবে। এই ধারামতে যে মোকদ্দমার আপীল হয়, তাহা সর্টিওরারৈ নামক পরওয়ানাক্রমে পুনর্ব্বিবেচিত হইতে পারিবে না। কিন্তু অন্য যে মোকদ্দমায় পূর্ব্বোক্তমতের আপীল হয় নাই, এমত মোকদ্দমায় যে অপরাধ নির্দ্ধার্য্য হয় তাহা সর্টিওরারৈ নামক পরওয়ানার বলে অসিদ্ধ হইবার শক্তি এই ধারার কোন কথাক্রমে রহিত হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

জুষ্টিস অফ দি পীসের হুকুমের উপর আপীলের কথা।

৪১১ ধারা। যে সকল মোকদ্দমায় সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতামতে কর্ম্মকারি অন্য কার্য্যকারক এক মাসের অনধিক কাল কারাবদ্ধ হইবার কি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার আজ্ঞা করেন, সেই মোকদ্দমায় আপীল হইবার অনুমতি হইবেক না ইতি।

কোন ২ ফৌজদারী মোকদ্দমার উপর আপীল না হইবার কথা।

৪১২ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার ন্যূন ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারি কোন কার্য্যকারকের বিচারিত মোকদ্দমায় যদি কোন ব্যক্তি অপরাধী নির্ণয় হয়, তবে জিলার যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারি অন্য যে কার্য্যকারক গবর্ণমেণ্টহইতে তদ্রূপ আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তাঁহার নিকটে ঐ ব্যক্তি আপীল করিতে পারিবে ইতি।

মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার ন্যূন ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারি কার্য্যকারকের হুকুমের উপর আপীলের কথা।

৪১৩ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের ১০ অধ্যায়মতে কোন

১০ অধ্যায়মতের হুকুমের উপর আপীলের কথা।

দেওয়ানী আদালতের দ্বারা অপরাধী নির্ণয় হয়, তবে সেই আদালতের ডিক্রীর কি হুকুমের উপর যে আদালতে সামান্যতঃ আপীল হইয়া থাকে, সেই আদালতে ঐ ব্যক্তি এই আইনের ৪১৬ ও ৪১৭ ও ৪১৮ ও ৪১৯ ও ৪২১ ধারার বিধানমতে আপীল করিতে পারিবে। এই ধারামতে যদি কোন জিলার আদালতে আপীল হয়, তবে আপীল যে দণ্ডাজ্ঞার কি হুকুমের উপর হইবে, তাহা যে দিনে হইয়াছিল সেই দিন ত্যাগ করিয়া তাহার পর দিবসাবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে ঐ আপীলের দরখাস্ত দিতে হইবে। সদর আদালতে আপীল হইলে উক্ত দিবসাবধি গণনা করিয়া ষাইট দিনের মধ্যে দরখাস্ত দিতে হইবে। কিন্তু উপযুক্ত হেতু দর্শান গেলে, সদর ও জিলার আদালত এই ধারার নিরূপিত কালের পরেও আপীল গ্রাহ্য করিতে পারিবেন ইতি।

প্রকারান্তরের বিধান না হইলে ফৌজদারী আদালতের আজ্ঞার কি দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীল না হইবার কথা।

৪১৪ ধারা। এই আইনেতে, কিম্বা অন্য যে আইন যে সময়ে চলন হয় তাহাতে, প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, ফৌজদারী আদালতের কোন আজ্ঞার কি দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীল হইবে না ইতি।

আপীলের দরখাস্ত উপস্থিত করিবার কালের কথা।

৪১৫ ধারা। যদি সেশন আদালতে কি সেশন আদালতের অধীন কোন আদালতে আপীল হয়, তবে যে আজ্ঞার কি দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীল হইবে তাহা যে দিবসে হইয়াছিল সেই দিবস ত্যাগ করিয়া তাহার পর দিবসাবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে ঐ আপীলের দরখাস্ত দিতে হইবে। সদর আদালতে আপীল হইলে উক্ত দিবসাবধি গণনা করিয়া ষাইট দিনের মধ্যে দরখাস্ত দিতে হইবে। কিন্তু উপযুক্ত হেতু দর্শান গেলে, সদর আদালত ও সেশন আদালত এই ধারার নিরূপিত কালের পরেও আপীল গ্রাহ্য করিতে পারিবেন ইতি।

দরখাস্তের সঙ্গে হুকুমের নকল থাকার কথা।

৪১৬ ধারা। যে দণ্ডাজ্ঞার কি অন্য আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার এক কেতা নকল আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে ইতি।

৪১৭ ধারা। আপীল আদালত ঐ আপীলের দরখাস্ত, ও যে দণ্ডাজ্ঞার

আপীল আদালতের সেই আপীলের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিতে পারিবার কথা।

কি হুকুমের উপর আপীল হয় তাহার নকল পাঠ করিয়া, ও আপেলাণ্ট কি তাহার উকীল কি মোখ্‌তার উপস্থিত থাকিলে তাহাদের কথা শুনিয়া, যদি বোধ করেন যে ঐ নিষ্পত্তির শুদ্ধতার সম্পর্কে কোন সন্দেহ করিবার, কিম্বা যে দণ্ডাজ্ঞার কি হুকুমের উপর আপীল হয় তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত কোন হেতু নাই, তবে ঐ আদালত ঐ আপীল অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। আপীল অগ্রাহ্য করিবার পূর্ব্বে ঐ আদালত অধঃস্থ আদালতে ঐ মোকদ্দমাঘটিত কাগজপত্রের কোন অংশ আনাইয়া পাঠ করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা অবশ্য করিবেন এমত নহে ইতি।

• ৪১৮ ধারা। যে ব্যক্তি আপীল করিতে চাহে সে যে দণ্ডাজ্ঞার কি

কারাবদ্ধ ব্যক্তির আপীলের কথা।

হুকুমের উপর আপীল করিবে, তদনুসারে যদি কারাবদ্ধ থাকে, তবে সে আপীলের দরখাস্ত, ও যে দণ্ডাজ্ঞা কি হুকুমের উপর আপীল করিবে তাহার নকল, মাজিস্ট্রেট সাহেবকে, কিম্বা জেলখানা অন্য যে কর্ম্মকারকের অধীন থাকে তাঁহাকে দিতে পারিবে। ও তিনি সেই দরখাস্ত আপীল শুনিবার উপযুক্ত কর্ম্মকারক সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।

৪১৯ ধারা। আপীল আদালত, অধঃস্থ আদালতের মোকদ্দমাঘটিত

অধঃস্থ আদালতের কাগজপত্র আনাইতে আপীল আদালতের ক্ষমতার কথা।

কাগজপত্র পাঠ করিলে, ও বাদী কি তাহার উকীল কি মোখ্‌তার উপস্থিত থাকিলে তাহার কথা শুনিলে পর, অধঃস্থ আদালতের নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা কি হুকুম মতান্তর কি অসিদ্ধ করিতে পারিবেন। কিন্তু যে দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে তাহা বৃদ্ধি করিবেন না ইতি।

৪২০ ধারা। সদর আদালত, অধঃস্থ আদালতের দণ্ডাজ্ঞা কি হুকুম

দুই জন জজ্ সাহেবের স্বাক্ষর করিবার কথা।

আপীলক্রমে কি পুনর্ব্বিবেচনাক্রমে মতান্তর কি সংশোধন কি অসিদ্ধ করণপূর্ব্বক যে দণ্ডাজ্ঞা কি হুকুম করেন, তাহাতে ঐ সদর আদালতের অন্যূন দুই জন জজ্ সাহেবের স্বাক্ষর করিতে হইবে ইতি।

৪২১ ধারা। যে কোন স্থলে আপীল হইবার অনুমতি হয়, সেই

আপীল উপস্থিত থাকিতে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করিতে ও হাজিরজামিনীক্রমে আসামীকে

স্থলে আপীল আদালত ঐ আপীল উপস্থিতকালে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ও যে অপরাধহেতুক আপেলাণ্ট কারাবদ্ধ হয়

মুক্ত করিতে আপীল আদালতের ক্ষমতার কথা।

তাহার নিমিত্তে যদি হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে, তবে হাজিরজামিন লইয়া তাহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

৪২২ ধারা। যে মোকদ্দমাতে আপীল হইবার অনুমতি হয়, তাহাতে যদি আপীল আদালত বোধ করেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষাদোষসংক্রান্ত কোন বিষয়ের অধিক অনুসন্ধান কি অধিক সাক্ষ্য আবশ্যক, তবে সেই অধিক অনুসন্ধান করিবার ও সেই অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। পরে ঐ অধিক অনুসন্ধান ও অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণের ফল আপীল আদালতকে জ্ঞাত করা যাইবে, তাহাতে সেই আদালত যেরূপ বিচার ও দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা করা উচিত জ্ঞান করেন তাহাই করিবেন ইতি।

অধিক অনুসন্ধান-প্রভৃতির আজ্ঞা করিতে আপীল আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪২৩ ধারা। কোন আদালতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪০৩ ধারামতে শঠতাক্রমে সম্পত্তির অবিহিত ব্যবহার করণ, কিম্বা ঐ আইনের ৪০৪ ধারামতে কোন ব্যক্তির মরণকালে তাহার অধিকৃত সম্পত্তি শঠতাক্রমে অবিহিত ব্যবহার করণ, কিম্বা ঐ আইনের ৪০৫ ধারামতে অপরাধযুক্ত বিশ্বাসঘাতকতা করণ, কিম্বা ঐ আইনের ৪০৭ ধারামতে বাহক কি ঘাটরক্ষক কি গুদামরক্ষকদ্বারা অপরাধযুক্ত বিশ্বাসঘাতকতা হওন, কিম্বা ঐ আইনের ৪০৮ ধারামতে কেরাণী কি চাকর হইয়া অপরাধযুক্ত বিশ্বাসঘাতকতা করণ অপরাধ নির্ণয় হইলে পর, আপীল কি পুনর্ব্বিবেচনা হইয়া যদি স্পষ্ট হয় যে সাক্ষ্যদ্বারা উক্ত আইনের ৩৭৮ ধারামতে চৌর্য্যাপরাধ, কি ঐ আইনের ৩৮০ ধারামতে গৃহ কি তাম্বু কি নৌকাদিতে চৌর্য্যাপরাধ, কিম্বা ঐ আইনের ৩৮১ ধারামতে কর্ত্তার অধিকৃত সম্পত্তি কেরাণীর কি চাকরের চুরী করণাপরাধের প্রমাণ হয়, তবে তদ্ধেতু প্রথমোক্ত আদালতে যে অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহা অসিদ্ধ কি মতান্তর হইবার যোগ্য হইবে না ইতি।

শঠতাক্রমে দ্রব্যের অবিহিত ব্যবহার করণাপরাধ নির্ণয় হইলে পর, চৌর্য্যাপরাধ প্রমাণ হইলেও তাহা অসিদ্ধ না হইবার কথা।

৪২৪ ধারা। কোন আদালতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের উক্ত ৩৭৮ ধারাক্রমে চৌর্য্যাপরাধ, কিম্বা উক্ত ৩৮০ ধারাক্রমে গৃহ কি তাম্বু কি নৌকাদিতে চৌর্য্যাপরাধ, কিম্বা ৩৮১ ধারাক্রমে কর্ত্তার অধিকৃত সম্পত্তি

শঠতাক্রমে সম্পত্তির অবিহিত ব্যবহার করণাপরাধ প্রমাণ হইলেও যে চৌর্য্যাপ-

ধ্বাধ নির্ণয় হয় তাহা অসিদ্ধ না হইতে পারিবার কথা।

কেরাণীর কি চাকরের চুরি করণাপরাধ নির্ণয় হইলে পর, আপীল কি পুনর্বিবেচনাক্রমে যদি স্পষ্ট হয় যে সাক্ষ্যদ্বারা উক্ত ৪০৩ ধারামতে শঠতাক্রমে সম্পত্তির অবিহিত ব্যবহার করণ, কিম্বা উক্ত ৪০৪ ধারামতে কোন ব্যক্তির মরণকালে তাহার অধিকৃত সম্পত্তি শঠতাক্রমে অবিহিত ব্যবহার করণ, কিম্বা ঐ ব্যক্তির মরণকালে অপরাধী তাহার নিকট কেরাণীর কি চাকরের কর্ম্ম করিয়া উক্ত ধারাক্রমে ঐ সম্পত্তির শঠতাক্রমে অবিহিত ব্যবহার করণ, কিম্বা উক্ত ৪০৫ ধারাক্রমে অপরাধযুক্ত বিশ্বাসঘাতকতা করণ, কিম্বা উক্ত ৪০৭ ধারামতে বাহক কি ঘাটরক্ষক কি গুদামরক্ষক হইয়া অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণ, কিম্বা উক্ত ৪০৮ ধারামতে কেরাণী কি চাকর হইয়া অপরাধযুক্ত বিশ্বাসঘাতকতা করণাপরাধ প্রমাণ হয়, তবে তৎপ্রযুক্ত কোন আদালতে প্রথমোক্ত আদালতের নিষ্পত্তি অসিদ্ধ কি মতান্তর হইবার যোগ্য হইবে না ইতি।

৪২৫ ধারা। কিন্তু শেষোক্ত দুই ধারার লিখিত কোন মোকদ্দমায় অধঃস্থ

পূর্ব্বোক্ত দুই ধারাক্রমে যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহা ন্যূন করিতে আপীল আদালতের ক্ষমতা রক্ষার কথা।

আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা করেন, তাহা আপীল আদালত ন্যূন করিয়া, ঐ আপীল আদালতের বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপরীত সাক্ষ্যদ্বারা যে অপরাধ প্রমাণ হইল সেই অপরাধের দণ্ডের যে সীমা নিরূপণ হইয়াছে, সেই সীমার মধ্যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ইহার কোন বাধা উক্ত দুই ধারার কোন কথাতে হইবে না ইতি।

৪২৬ ধারা। উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালত যে বিচার কি দণ্ডাজ্ঞা

অভিযোগপত্রে কিম্বা মোকদ্দমার কার্য্যেতে কোন ভ্রম কি চুক হওয়াপ্রযুক্ত বিচার কি দণ্ডাজ্ঞা সামান্যতো অসিদ্ধ হইতে না পারিবার ও আপীল আদালতকর্তৃক দণ্ড ন্যূন হইবার কথা।

করেন, তাহার উপর আপীল হইলে কি তাহার পুনর্বিবেচনা হইলে, যদি অভিযোগপত্রেতে কি মোকদ্দমার বিচারকালীন কার্য্যেতে কোন ভ্রম কি চুক স্পষ্ট হয়, কিন্তু আপীল আদালতের বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির যে অপরাধ সাক্ষ্যক্রমে নির্দ্ধার্য্য করা উচিত সেই অপরাধের যত দণ্ড হইতে পারে অভিযুক্ত ব্যক্তির যদি ততোধিক দণ্ডের আজ্ঞা না হইয়া থাকে, অথবা যদি আপীল আদালতের বিবেচনায় ঐ ভ্রম কি চুকের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারের হানি না হইয়া থাকে, তবে সেই ভ্রম কি চুকপ্রযুক্ত ঐ বিচার কি দণ্ডাজ্ঞা অসিদ্ধ

কি পরিবর্ত্তন হইবে না। ও আপীল আদালতের বিবেচনায় সাক্ষ্য-ক্রমে যে অপরাধের প্রমাণ হইল তাহার যত দণ্ডের আজ্ঞা হইতে পারে, অভিযুক্ত ব্যক্তির যদি ততোধিক দণ্ড হইয়া থাকে, তবে আপীল আদালত তাহা হ্রাস করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনেতে কি যে কোন আইন যে সময়ে প্রচলিত হয় তাহাতে উক্ত অপরাধের দণ্ডের যে সীমা নিরূপণ হইয়াছে সেই সীমার মধ্যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

যাঁহার উপযুক্ত ক্ষমতা নাই এমত আদালতের দ্বারা দোষ প্রমাণ হইলে আপীল আদালতের যেরূপে কার্য্য করিতে হইবে তাহার কথা।

৪২৭ ধারা। যে অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য নয়, সেশন আদালতের অধঃস্থ এমত কোন আদালত যদি কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপ অপরাধের অপরাধী নির্ণয় করেন, তবে আপীল আদালত উক্ত অধঃস্থ আদালতের নির্ণীত অপরাধ ও দণ্ডাজ্ঞা অসিদ্ধ করিয়া, উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের দ্বারা ঐ মোকদ্দমার বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

আপীল হইয়া যে হুকুম হয় তাহা চূড়ান্ত হইবার কথা।

৪২৮ ধারা। এই আইনের ৪০৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থলভিন্ন অন্য সকল স্থলে, আপীল আদালত আপীলক্রমে যে দণ্ডাজ্ঞা ও অন্য আজ্ঞা করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে ইতি।

একত্রিংশ অধ্যায়।

সাধারণ বিধি।

দণ্ডের আজ্ঞা যে ভাষাতে লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৪২৯ ধারা। ফৌজদারী আদালতের প্রত্যেক দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য শেষ আজ্ঞা ও তাহা করিবার হেতু ঐ আদালতের প্রধান কার্য্যকারকের স্বদেশীয় ভাষায় লিখিতে হইবে। তিনি যে সময়ে সেই আজ্ঞা করেন সেই সময়ে তাহাতে তারিখ লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন, ও আসল আজ্ঞা কাগজপত্রের কি রোয়দাদের সহিত নথীতে দেওয়া যাইবে। সেই কার্য্যকারকের সম্মুখস্থ মোকদ্দমার কার্য্যেতে যে ভাষা চলন হয়, তদ্ভিন্ন

যদি অন্য ভাষাতে ঐ আসল আজ্ঞা লিখিয়া থাকেন, তবে তাহার অনুবাদও ঐ দণ্ডের কি অন্য আজ্ঞার পত্রেতে দিতে হইবে ইতি।

৪৩০ ধারা। ইংলণ্ডীয় ভাষা যদি আদালতের প্রধান কার্য্যকারকের স্বদেশীয় ভাষা না হয়, কিন্তু সেই কার্য্যকারক ঐ ভাষা উপযুক্তমতে জ্ঞাত হইয়া তাহাতে ঐ দণ্ডের কি অন্য আজ্ঞা স্পষ্ট ও বোধগম্যরূপে লিখিতে সক্ষম প্রযুক্ত সেই ভাষাতে লিখিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি দণ্ডের কি অন্য শেষ আজ্ঞা ইংলণ্ডীয় ভাষাতে লিখিতে পারিবেন ইতি।

যে স্থলে দণ্ডাজ্ঞা ইংরাজী ভাষায় লেখা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৪৩১ ধারা। যদি কোন ফৌজদারী আদালতে কোন সাক্ষ্যের কি উক্তির অর্থ করিবার জন্যে দোভাষির প্রয়োজন হয়, তবে যে সময়ে যে আইন চলন থাকে তদনুসারে সাক্ষিদের যেমন শপথ করিতে হয়, তেমনি ঐ সাক্ষ্য কি উক্তি যথার্থরূপে অনুবাদ করিতে ঐ দোভাষিরও শপথ করিতে হইবেক। ও সেই সাক্ষ্যের কি উক্তির অর্থ করণেতে ঐ দোভাষী সত্য কহিতে বদ্ধ হইবেন ইতি।

দোভাষির কর্ম্মের কথা।

৪৩২ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালতের সম্মুখে যাহার নামে অপরাধের অভিযোগ হয়, সেই ব্যক্তির পক্ষে উত্তর দেওনার্থে, তাহার উকীলকে কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোখ্‌তারকে নিযুক্ত করিবার অধিকার থাকিবে ইতি।

অভিযুক্ত ব্যক্তির উকিলদ্বারা উত্তর করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৩৩ ধারা। যখন কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা সেশন আদালত ষোড়শ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে কোন অপরাধের নিমিত্তে কারাবদ্ধ করিবার আজ্ঞা করেন, তখন সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি সেশন আদালত আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, ঐ অপরাধী ফৌজদারী জেলখানায় বদ্ধ না হইয়া, ব্যবহার সংশোধনালয়ে বদ্ধ হয়, অর্থাৎ তাহার বদ্ধ হইবার উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের স্বীকৃত যে স্থানে উপযুক্তরূপে শাসন হইবার ও কর্ম্মণ্য কোন শিল্পবিদ্যা শিক্ষার উপায় থাকে, ও তত্রস্থ বদ্ধ লোকদের সুশাসনের ও সুশিক্ষার যে সকল বিধি গবর্ণমেণ্ট করেন সেই বিধি পালনেচ্ছুক কোন ব্যক্তির তত্ত্বাধীন এমত স্থানে তাহাকে বদ্ধ করা যায়। যাহারা এই ধারামতে বদ্ধ হয়, তাহারা গবর্ণমেণ্টের উক্ত প্রকারের নির্দ্দিষ্ট বিধিমতে কার্য্য করিবে ইতি।

অল্পবয়স্ক অপরাধিদিগকে ব্যবহার সংশোধনালয়ে বদ্ধ করিবার কথা।

৪৩৪ ধারা। কোন সেশন আদালতের ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অন্তর্বহিত অধঃস্থ কোন আদালত যে কোন দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা করেন তাহা আইনসিদ্ধ কি না, ও সেই অধঃস্থ আদালতে মোকদ্দমাঘটিত কার্য্য বিধিমতে চলিতেছে কি না, ইহা হৃদ্বোধমতে জ্ঞাত হইবার অভিপ্রায়ে, ঐ সেশন আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ আদালতের কাগজপত্র আনাইয়া দৃষ্টি করিতে পারিবেন। তাহাতে যদি সেশন আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কোন দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা আইনবিরুদ্ধ জ্ঞান করেন, তবে তদ্বিষয়ে সদর আদালতের আজ্ঞা জানিবার জন্যে ঐ আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ কাগজপত্র তথায় প্রেরণ করিবেন। ফলতঃ মোকদ্দমার কোন পক্ষ এই আইনের ৩০ অধ্যায়ের বিধানমতে উপযুক্তরূপে আপীল না করিলে, অধঃস্থ আদালতের কোন দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিতে সদর আদালতভিন্ন অন্য কোন আদালতের ক্ষমতা নাই ইতি।

অধঃস্থ আদালতের কার্য্যের বিধান করিতে সেশন আদালতের ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৪৩৫ ধারা। যে অপরাধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচার্য্য নহে, এমত অপরাধের অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব মুক্ত করিলেও, সেশন আদালত তাহাকে সেশন আদালতে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব অনুসন্ধান না করিয়া তদ্রূপ অপরাধের যে নালিশ ডিসমিস করিয়া থাকেন, তাহার অনুসন্ধান করিতে সেশন আদালত আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব যাহাকে মুক্ত করেন তাহাকে সেশন আদালত যে স্থলে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার কথা।

৪৩৬ ধারা। সেশন আদালত কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির স্থানে হাজির জামিন লইবার অনুমতি দিতে, কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব যত টাকার হাজিরজামিন চাহেন তাহা ন্যূন করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

হাজিরজামিন লইবার আজ্ঞা করিতে সেশন আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪৩৭ ধারা। যখন কোন ফৌজদারী আদালত কোন ব্যক্তিকে হাজিরজামিন দিতে আজ্ঞা করেন, তখন হাজিরজামিনের পরিবর্ত্তে ঐ আদালত যত টাকা নির্দ্ধার্য্য করেন, ঐ ব্যক্তির তত টাকা নগদ কিম্বা গবর্ণমেণ্টের প্রমিসরি নোট আমানৎ করিবার অনুমতি হইতে পারিবে ইতি।

হাজিরজামিনের পরিবর্ত্তে টাকা আমানৎ করিবার কথা।

৪৩৮ ধারা। কোন স্থলে উপযুক্ত বোধ হইলে সেশন আদালত আজ্ঞা

বাদিদের ও সাক্ষিদের খরচের কথা।

করিতে পারিবেন যে, এই আইন অনুসারে যে বাদিরা কি সাক্ষিরা কোন মোকদ্দমার বিচার কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত আদালতে উপস্থিত হয়, তাহাদের উপযুক্ত খরচ গবর্ণমেণ্টহইতে কি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে দেওয়া যায় ইতি।

৪৩৯ ধারা। মোকদ্দমার বিচার কার্য্যেতে নিয়মের কোন ব্যতিক্রম

নিয়মের ব্যতিক্রমপ্রযুক্ত কোন মোকদ্দমাপ্রভৃতি অসিদ্ধ না হইবার কথা।

হইলেও, যদি তদ্দ্বারা যথার্থ বিচারের ত্রুটি না হইয়া থাকে, তবে তৎপ্রযুক্ত ফৌজদারী কোন আদালতের বিচারিত কোন মোকদ্দমা অসিদ্ধ হইবে না, ও ফৌজদারী কোন আদালতের কোন নিষ্পত্তি আপীলক্রমে কি প্রকারান্তরে অন্যথা হইবে না ইতি।

৪৪০ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালত কোন মোকদ্দমায় শেষ যে

প্রার্থনা হইলে দণ্ডাজ্ঞার কি অন্য আজ্ঞার নকল দিবার কথা।

দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা করেন, তাহার নকল ঐ মোকদ্দমার কোন পক্ষ প্রার্থনা করিলে, ঐ আদালতের অগৌণে তাহা দিতে হইবে। যে পক্ষ ঐ নকল প্রার্থনা করে সে ঐ দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞাক্রমে কারাবদ্ধ হইয়া ঐ আজ্ঞার উপর আপীল করিতে চাহিলে, কিম্বা আদালত বিশেষ কোন কারণে ঐ নকল বিনাখরচে দেওয়া উপযুক্ত জ্ঞান করিলে, তাহা বিনাখরচে দেওয়া যাইবে, নতুবা যে পক্ষ ঐ নকল প্রার্থনা করে তাহারই ঐ নকল করিবার খরচ দিতে হইবে ইতি।

৪৪১ ধারা। এই

রাজধানীতে কিম্বা স্ট্রেট সেটেলমেণ্টে এই আইন প্রচলিত না হইবার কথা।

আইনের যে স্থলে বিশেষ বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে, এই আইনের কোন কথাতে কলিকাতা কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই নগরের কি প্লু পিনাঙ্গের কি সিংহপুরের কি মালাকার পোলীসের প্রধান কমিস্যনর সাহেবের কি পোলীসের কোন মাজিস্ট্রেট সাহেবদের কি পোলীসের ক্ষমতার কি কার্য্য বিধানের মতান্তর কি হ্রাসবৃদ্ধি হইল, এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

৪৪২ ধারা। বোম্বাই প্রসীডেন্সীর আইনমতে যে ভূম্যধিকারিরা বি-

গ্রামের প্রধান লোকদের ও গ্রাম্য পোলীসের কর্ম্মকারকপ্রভৃতির ক্ষমতা ও কার্য্যবিধান ও পল্টনের ছাউনি স্থানে ক্ষুদ্র অ-

শেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন তাঁহাদের ক্ষমতা কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি কার্য্যবিধান, ও মান্দ্রাজ প্রসীডেন্সীতে গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদের ক্ষমতা কি কার্য্যবিধান, ও বোম্বাই প্রসীডেন্সীতে গ্রাম্য পোলীসের কর্ম্মকারকদের ক্ষমতা কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি কার্য্যবিধান, ও

পরাধ বিষয়ে সেনাপতিদের ক্ষমতা রক্ষা করিবার কথা।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর সৈন্যদের ছাউনি স্থানে ও মোকামে পল্টনীয় যে বাজার থাকে তাহাতে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচার করণার্থে যে কোন কর্ম্মকারক ঐ২ প্রসীডেন্সীর চলিত আইনক্রমে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া নিযুক্ত হন তাঁহার কোন ক্ষমতা কি কার্য্যবিধান এই আইনের কোন কথাতে পরিবর্ত্তন কি হ্রাসবৃদ্ধি হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

৪৪৩ ধারা। সদর আদালতের সাহেবেরা ঐ সদর আদালতের ও তাহার অধীনস্থ ফৌজদারী সকল আদালতের ব্যবহারের ও কার্য্যের নিয়মের সাধারণ বিধি করিয়া চালাইতে পারিবেন। ও উক্ত সকল আদালতের কোন রুবকারীপ্রভৃতির পাঠ নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে, (ও তদ্রূপ পাঠ এই আইনেতে নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে) সেই পাঠ, ও সেই২ আদালতে বহী রাখিবার ও তাহাতে কোন কথা ও হিসাব লিখিবার নিয়ম, ও সেই ২ আদালতের যে কোন কালেণ্ডর কি কৈফিয়ৎ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে হইবেক তাহা প্রস্তুত করিয়া পাঠাইবার নিয়ম নিরূপণ করিবেন, ও সময়ে২ তদ্রূপ কোন বিধি কি নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। কিন্তু সেই বিধি কি নিয়ম এই আইনের কি প্রচলিত অন্য কোন আইনের বিধানের অসঙ্গত না হয়। এই ধারামতে সদর আদালত যে সকল বিধি করেন তাহা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে ইতি।

মোকদ্দমার কার্য্য প্রভৃতির বিধান সদর আদালতের করিবার কথা।

৪৪৪ ধারা। এই আইন জারী হইবার পরে বিবিধ প্রকারের যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমা ও কার্য্য কোন আদালতে উপস্থিত করা যায়, তাহাতে যেপর্য্যন্ত হইয়া উঠিতে পারে, সেই পর্য্যন্ত এই আইনের নির্দ্দিষ্ট বিধানমতে কার্য্য হইবে ইতি।

বিবিধপ্রকারের ফৌজদারী মোকদ্দমায় ও কার্য্যেতে এই আইনের বিধান মতে কার্য্য হইবার কথা।

৪৪৫ ধারা। এই আইন ১৮৬২ সালের জানুআরি মাসের ১ প্রথম দিবসাবধি বাঙ্গলা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রসীডেন্সীতে প্রবল হইবেক। কিন্তু বাঙ্গলা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই দেশের সাধারণ আইন ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তঃপাতি যে কোন দেশে প্রচলিত নহে, সেই দেশে যাবৎ হুজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর, কিম্বা ঐ দেশ স্থান-

যে সকল স্থানে সাধারণ আইন প্রচলিত না হয় সেই ২ স্থানে এই আইন চলন হইবার আজ্ঞা না হইলে না চলিবার কথা।

বিশেষের যে গবর্ণমেণ্টের অধীন থাকে সেই গবর্ণমেণ্ট, এই আইন প্রচলিত হইবার আজ্ঞা না করেন, ও প্রচলিত হইবার সেই আজ্ঞা যাবৎ গেজেটে প্রকাশ না হয়, তাবৎ প্রচলিত হইবে না ইতি।

ভিন্ন২ পাঠের ক্রোড়পত্র।

A.

সমন লিখিবার পাঠ।

(৬৯ ধারা)

অমুক স্থাননিবাসি শ্রী অমুক প্রতি আগে।

তোমার নামে অমুক অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে তাহার উত্তর দিবার জন্যে তোমার উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। অতএব তোমাকে ইহাতে আদেশ হই-তেছে যে তুমি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনি (কিম্বা বিষয় বিশেষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোখ্‌তারের দ্বারা) অমুক স্থানের (মাজিস্ট্রেট সাহেবের) সম্মুখে উপস্থিত হও। ইহাতে ত্রুটি না হয়।

(স্বাক্ষর ও মোহর)

সাল তাং।

B.

গ্রেফ্‌তারী পরওয়ানা লিখিবার পাঠ।

(৭৯ ধারা)

শ্রীঅমুক প্রতি আগে। (যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা এই পরওয়ানা জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম, ও পদপ্রভৃতি লিখিতে হইবেক)

অমুক স্থাননিবাসি অমুকের নামে অমুক অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে, অতএব উক্ত অমুককে ধরিয়া আমার নিকটে উপস্থিত করিতে তোমাকে আদেশ হইতেছে। ইহাতে ত্রুটি না হয়।

(স্বাক্ষর ও মোহর)

পৃষ্ঠে এই রূপ কথা লেখা যাইতে পারিবে।

উক্ত অমুক যদি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবার জামিন, অর্থাৎ আপনি এত টাকা তাইনে, ও এক জন জামিন এত টাকা তাইনে, (অথবা দুই জন জামিন প্রত্যেকে এত টাকা তাইনে) জামিন দেয়, তবে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

তাং। স্বাক্ষর।

C.

কারাবদ্ধ করিবার পরওয়ানা লিখিবার পাঠ।

(২২২ ধারা)

অমুক স্থানের জেলরক্ষক প্রতি আগে।

অমুক স্থাননিবাসি অমুকের নামে এই অভিযোগ হইয়াছে, (আসামীর নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহা ও যে কার্য্যকারক তাহাকে কারাগারে পাঠান তাঁহার ক্ষমতা এই স্থানে লিখিতে হইবে।) অতএব তোমাকে আদেশ হইতেছে যে তুমি উক্ত অমুককে অমুক স্থানের উক্ত জেলখানায় তোমার জিম্মায় লও। ও আইনের উপযুক্ত ধারামতে তাহাকে যত কাল মুক্ত না করা যায় তত কাল তাহাকে নির্বিঘ্নরূপে রাখ।

সাল তাং।

D.

শান্তিরক্ষার একরারনামা লিখিবার পাঠ।

(২৮৪ ধারা)

অমুক স্থাননিবাসি আমাকে এত কালপর্য্যন্ত শান্তিরক্ষার একরারনামা লিখিবার আজ্ঞা হইয়াছে, এই হেতুক আমি ইহাতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত কালপর্য্যন্ত শান্তিভঞ্জনের কার্য্য কিম্বা যাহাতে শান্তিভঞ্জন হইবার সম্ভাবনা এমত কোন কার্য্য করিব না। ইহাতে যদি আমার ত্রুটি হয়, তবে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা জরীমানা দিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

তাং।

মুখ্য ব্যক্তির একরারনামার নিম্নভাগে যে জামিনীপত্র লিখিতে হইবে তাহার পাঠ এই।

উক্ত অমুক উক্ত কালপর্য্যন্ত শান্তিভঞ্জন করিবে না কিম্বা যাহাতে শান্তির ভঞ্জন হইবার সম্ভাবনা এমত কোন কার্য্য করিবে না, এই বিষয়ে আমি আপনাকে উক্ত অমুকের জামিন প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে যদি তাহার ত্রুটি হয়, তবে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা জরীমানা দিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

তাং।

E.

মোকদ্দমা করিবার ও সাক্ষ্য দিবার একরারনামার পাঠ।

(১৫৮ ও ২০২ ধারা)

অমুকের নামে অমুক অপরাধের যে অভিযোগ হইয়াছে তদ্বিষয়ে অমুক স্থাননিবাসি অমুক আমি আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত ঘণ্টার

সময়ে অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হইয়া তৎকালে ও তৎস্থানে তাহার বিপক্ষে মোকদ্দমা চালাইতে, অথবা বিষয়বিশেষে মোকদ্দমা চালাইতে ও সাক্ষ্য দিতে, অথবা সাক্ষ্য দিতে প্রতিজ্ঞা করি। ইহাতে যদি আমার ত্রুটি হয়, তবে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা জরীমানা দিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

F.

সদাচার করিবার একরারনামা লিখিবার পাঠ।

(৩০০ ধারা)

অমুক স্থাননিবাসি অমুক আমাকে এত কালপর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি সদাচরণ করিবার একরারনামা লিখিয়া দিতে আজ্ঞা হইয়াছে। অতএব আমি ইহাতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি উক্ত কালপর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি সদাচরণ করিব। ইহাতে যদি আমার ত্রুটি হয়, তবে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা জরীমানা দিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

মুখ্য ব্যক্তির একরারনামার নীচে যে জামিনীপত্র লিখিতে হইবে তাহার পাঠ এই।

উক্ত অমুক উক্ত কালপর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি সদাচরণ করিবে এই বিষয়ে আমি আপনাকে উক্ত অমুকের জামিন প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে যদি তাহার ত্রুটি হয়, তবে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

এই আইনের ২২ ও অন্যান্য ধারাতে যে তফসীলের কথা আছে সেই তফসীল।

অর্থ করিবার মন্তব্য কথা।—১ প্রথম। এই তফসীলের ২ ও ৬ ঘরে অর্থাৎ “অপরাধের” ও “ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ডের” ঘরের মধ্যে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ভিন্ন২ ধারাতে যে২ অপরাধ ও দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার অর্থ করা, কিম্বা ঐ২ ধারার চুম্বক লেখা অভিপ্রায় নহে। কেবল প্রথম ঘরে যে ধারার নম্বর দেওয়া যায় সেই ধারার লিখিত কথার উল্লেখ করা অভিপ্রায়।

২ দ্বিতীয়। ৫ ঘরে “হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না” এই কথার ভাব এই আইনের ২১২ ও ২১৩ ধারার বিধানানুসারে বুঝিতে হইবে।

৩ তৃতীয়। ৭ ঘরে যে আদালত নির্দ্দিষ্ট আছে তদপেক্ষা উচ্চ আদালতেও অপরাধের বিচার হইতে পারিবে। যথা ৭ ঘরে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচার্য্য বলিয়া যে অপরাধ লেখা হইয়াছে, তাহার বিচার সেশন আদালতেও হইতে পারিবে।

৪ চতুর্থ। মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতামতে কর্ম্মকারি কার্য্যকারকের বিচার্য্য যে অপরাধ তাহার বিচার মান্দ্রাজ প্রসীডেন্সীতে অধঃস্থ বিচারকর্ত্তা কি প্রধান সদর আমীন করিতে পারিবেন।

৫ পঞ্চম। ৭ ঘরে “জিলার মাজিষ্ট্রেট” এই শব্দ থাকিলে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতামতে কর্ম্মকারি কোন কার্য্যকারককেও বুঝাইবে।

৬ ষষ্ঠ। ৭ ঘরে “কোন মাজিষ্ট্রেট” এই কথা থাকিলে, প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটকেও বুঝাইবে।

৭ সপ্তম। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের যে২ দেশে বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই দেশের সাধারণ আইন প্রচলিত নয়, সেই২ দেশের গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করেন তাঁহারা তত্তদ্দেশে এই আইনের দত্ত ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন।

৫ পঞ্চম অধ্যায়। অপরাধের সহায়তার কথা।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানাবিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	৪ প্রথমেই গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য।
১০৯	কোন অপরাধের সহায়তা হওয়াপ্রযুক্ত সেই অপরাধ করা গেলে ও তাহার দণ্ডের স্পষ্ট বিধি না থাকিলে, সেই সহায়তা।	সাহায্য করা অপরাধহেতুক বিনাপরওয়ানাতে গ্রেফ্তার হইতে পারিলে সহায়তারও সেই বিধি নতুবা নয়।	সাহায্য করা অপরাধহেতুক গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কিম্বা সমন, যাহা হইতে পারে তদনুসারে সহায়তার জন্যে হইবে।	সাহায্য করা অপরাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে, সহায়তারও তেমনি।	যে অপরাধের সহায়তা হয় তাহার যে দণ্ড সেই।	সাহায্য করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালতের।
১১০	যাহার সাহায্য হয় সে সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায়ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে ক্রিয়া করিলে কোন অপরাধের সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১১১	বর্জ্জিত বিধি দৃষ্টে, এক ক্রিয়ার সহায়তা হইয়া অন্য ক্রিয়া হওন।	ঐ	ঐ	ঐ	যে অপরাধের সহায়তা করিবার অভিপ্রায় ছিল সেই অপরাধের দণ্ড।	ঐ
১১৩	যে ক্রিয়ার সহায়তা হয় তাহাতে সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায়মতের ফল না হইয়া ভিন্ন ফল হওন।	ঐ	ঐ	ঐ	যে অপরাধ হইল তাহার দণ্ড।	ঐ

১১৪	অপরাধ হইবার সময়ে সহায় ব্যক্তির উপস্থিত থাকন।	ঐ	ঐ	ঐ	সাহায্য করা অপরাধের তুল্য দণ্ড।	ঐ
১১৫	প্রানদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধের সহায়তাপ্রযুক্ত সেই অপরাধ না হইলে।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
	সহায়তাপ্রযুক্ত অপকারজনক ক্রিয়া হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
১১৬	যে অপরাধের জন্যে কয়েদের দণ্ড হইতে পারে, তাহা সহায়তাপ্রযুক্ত না করা গেলে।	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্তে যে প্রকারে যত কাল কয়েদ হইবে তাহার চতুর্থাংশকাল সেই প্রকারের কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
	অপরাধ যাহার নিবারণ করা উচিত এমত রাজকীয় কার্য্যকারক সহায় হওন কি তাহার সহায়তা করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্তে যে প্রকারের যত কাল কয়েদ হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেক কাল সেই প্রকারের কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১১৭	সাধারণ লোকদের কি দশ জনের অধিক লোকের দ্বারা কোন অপরাধের সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১১৮	যে অপরাধে প্রানদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার কল্পনা গোপনে রাখন; যদি সেই অপরাধ করা যায়।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানা বিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
১১৮	যদি অপরাধ না করা যায়।	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক বিনা-পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার হইতে পারিলে সহায়তারও সেই বিধি নতুবা নয়।	সাহায্য করা অপরাধহেতুক গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কিম্বা সমন, যাহা হইতে পারে তদনুসারে সহায়তার জন্যে হইবে।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	৩ বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সাহায্য করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালতের।
১১৯	রাজকীয় কার্য্যকারকের যে অপরাধ নিবারণ করা উচিত তাহা করিবার কল্পনা গুপ্ত রাখন, যদি ঐ অপরাধ করা হয়।	ঐ	ঐ	যে অপরাধের সহায়তা হয় তাহার নিমিত্তে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে।	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কয়েদ হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেক কাল সেই প্রকারের কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
	যদি অপরাধের জন্যে প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারে।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	দশ বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কয়েদ।	ঐ

১১৯	যদি ঐ অপরাধ না করা যায়।	ঐ	ঐ	যে অপরাধের সহায়তা হয় তন্নিমিত্তে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে।	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কয়েদ হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১২০	যে অপরাধের জন্যে কয়েদ হইবার দণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার কল্পনা গুপ্ত রাখন, যদি সেই অপরাধ করা যায়।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	যদি অপরাধ করা না যায়।	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যত কাল যে প্রকারে কয়েদ হইতে পারে তাহার অষ্টমাংশ কাল সেই প্রকারের কয়েদ, কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

৬ ষষ্ঠ অধ্যায়। রাজবিদ্রোহ দোষের বিধি।

১২১	মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণ কি যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করণ কি যুদ্ধের সহায়তা করণ।	বিনাপরওয়ানাতে গ্রেফতার করিতে হইবে না।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও সম্পত্তি দণ্ড।	সেশন আদালত।
১২২	মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দশ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও সম্পত্তি দণ্ড।	ঐ
১২৩	যুদ্ধ করিবার কল্পনা সুগম করিবার মানসে তাহা গুপ্ত রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কয়েদ ও জরীমানা।	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানা বিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
১২৪	আইনমতের ক্ষমতাক্রমে কোন কার্য্য বলপূর্ব্বক করাইবার কি নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে গবরনর জেনরল সাহেবের কি গবরনর সাহেব প্রভৃতির উপর আক্রমণ।	বিনাপরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে হইবে না।	পরও য়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	৭ সংসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
১২৫	আশিয়া দেশীয় যে রাজা মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ কি শান্তিভাবাপন্ন হন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণ কি যুদ্ধের সাহায্য করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও জরীমানা, কিম্বা ৭ বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা, কিম্বা জরীমানা।	ঐ
১২৬	মহারাণীর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ কি শান্তিভাবাপন্ন কোন রাজার দেশে উপদ্রব করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা ও কোন ২ সম্পত্তি দণ্ড।	ঐ
১২৭	১২৫ ও ১২৬ ধারার লিখিতমতে যুদ্ধ কি উপদ্রবদ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি গ্রহণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১২৮	রাজসম্পর্কীয় কারণে কয়েদীকে কি যুদ্ধধৃত কয়েদীকে রাজকীয় কার্য্যকারকের স্বীয় জিম্মাহইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক পলাইতে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দশ বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ

১২৯	রাজসম্পর্কীয় কারণে কয়েদীকে কি যুদ্ধধৃত কয়েদীকে রাজকীয় কার্য্যকারকের স্বীয় জিম্মাহইতে অনবধানে পলাইতে দেওন।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	৩ বৎসরপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
১৩০	তদ্রূপ কয়েদীর পলায়ন করিতে কি তাহাকে ছাড়াইয়া দিতে কি আশ্রয় দিতে সাহায্য কিম্বা তাহাকে পুনরায় ধৃত করণের বাধা করণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ

৭ সপ্তম অধ্যায়। পল্টন ও যুদ্ধ জাহাজীয় ব্যক্তিদিগের অপরাধের বিধি।

১৩১	সেনাপতি কি হুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিক প্রভৃতির রাজবিদ্রোহিতা করিবার সহায়তা কি তাহাকে রাজবাধ্যতাহইতে কি কর্ত্তব্য কর্ম্মহইতে বিমুখ করাইবার উদ্যোগ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	পরওয়ানা।	হাজিরজমিনা লওয়া যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
১৩২	সহায়তাপ্রযুক্ত বিদ্রোহাচার হইলে সেই সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ, কিম্বা ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
১৩৩	উপরিস্থ কার্য্যকারক স্বীয় পদের কর্ম্ম করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার প্রতি সেনাপতির কি হুদ্দাদারের কি সিপাহীর কি নাবিকের আক্রমণ করিবার সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফতারী পরওয়ানাবিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফতারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
১৩৪	উক্তরূপ আক্রমণ হইলে তাহার সহায়তা।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	৭ বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
১৩৫	সেনাপতি কি হুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিকের পলায়নের সহায়তা।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	২ বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কিম্বা জরীমানা কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব।
১৩৬	সেনাপতি কি হুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিক পলাতক হইলে তাহাকে আশ্রয় দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৩৭	বাণিজ্যজাহাজের অধ্যক্ষের অমনোযোগেতে কোন পলাতকের তাহাতে লুকাইয়া থাকন।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	সমন।	ঐ	৫০০৲ টাকা জরীমানা।	ঐ
১৩৮	সেনাপতির কি হুদ্দাদারের কি সিপাহীর কি নাবিকের অবাধ্যভাবের কোন ক্রিয়ার সহায়তাদ্বারা যদি সেই ক্রিয়া করা হয় তবে সেই সহায়তা।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	পরওয়ানা।	ঐ	৬ মাসপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৪০	কোন ব্যক্তি আপনাকে সিপাহী বলিয়া জানাইবার অভিপ্রায়ে সিপাহীর পোশাক পরিধান কি কোন চিহ্ন ধারণ করণ।	ঐ	সমন।	ঐ	৩ মাসপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কিম্বা ৫০০৲টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।

৮ অষ্টম অধ্যায়। সাধারণ ব্যক্তিদের শান্তিভঙ্গনাপরাধের বিধি।

১৪৩	বেআইনীমতের জনতাতে মিলিত হওন।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফতার করিতে পারে।	সমন।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কিম্বা জরীমানা কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
১৪৪	প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইয়া বিআইনীমতের জনতার সহিত মিলিত হওন।	ঐ	পরওয়ানা।	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কয়েদ কিম্বা জরীমানা কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৪৫	বেআইনীমতের জনতার লোকদিগকে পৃথক্ হইবার আজ্ঞা হইয়াছে জানিয়া সেই জনতার সহিত মিলিত হওন কি তন্মধ্যে থাকন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৪৭	হঙ্গামা করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৪৮	প্রাণনাশক অস্ত্র লইয়া হঙ্গামা করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কয়েদ কিম্বা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব।
১৪৯	বেআইনীমতের জনতার কোন লোক কোন অপরাধ করিলে ঐ জনতার অন্য প্রত্যেক ব্যক্তি সেই অপরাধের অপরাধী হয়।	অপরাধ হইলে পরওয়ানা ক্রমে গ্রেফতার করিতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে।	ঐ অপরাধের নিমিত্তে গ্রেফতারী পরওয়ানা কি সমন, ইহার মধ্যে যাহা হইতে পারে তাহা।	ঐ অপরাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন লইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে।	অপরাধের নিমিত্তে যে দণ্ড সেই দণ্ড।	অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানা বিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
১৫০	বেআইনীমতের জনতায় মিলিত হইবার জন্যে কোন লোকদিগকে ঠিকা করিয়া রাখন কি তাহাদের সঙ্গে করার করন কি তাহাদিগকে নিযুক্ত করন।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	ঠিকা রাখা কি করার করা কি নিযুক্ত হওয়া ব্যক্তি যে অপরাধ করে তদনুসারে।	ঐ অপরাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন লইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে।	ঐ জনতার লোক হওয়ার দণ্ডের তুল্য, ও সেই জনতার কোন লোক কোন অপরাধ করিলে সেই অপরাধের দণ্ড।	অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
১৫১	পাঁচ কি ততোধিক জনের জনতার লোকদিগকে পৃথক্ হইয়া যাইবার আজ্ঞা হইলে পর জানিয়া শুনিয়া সে জনতায় মিলিত হওন কি থাকন।	ঐ	সমন।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
১৫২	রাজকীয় কার্য্যকারক হঙ্গামাপ্রভৃতি নিবারণ করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার প্রতি আক্রমণ কি তাঁহার বাধা দেওন।	ঐ	পরওয়ানা।	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব।
১৫৩	হঙ্গামা কয়াইবার অভিপ্রায়ে অকারণে রাগ জন্মাইলে যদি হঙ্গামা হয়।	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
	যদি হঙ্গামা না হয়।	ঐ	সমন।	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

১৫৪	ভূমির স্বামির কি দখীলকারের হঙ্গামা প্রভৃতির সম্বাদ না দেওন।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	সমন।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	১০০০৲ টাকা জরীমানা।	জিলার মাজিস্ত্রেট সাহেব কিম্বা অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ত্রেট।
১৫৫	যাহার উপকারার্থে কি সপক্ষে হঙ্গামা হয় তাহার ঐ হঙ্গামা নিবারণের আইনসিদ্ধ সকল উপায়মতে কার্য্য না করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	জরীমানা।	ঐ
১৫৬	যে স্বামির কি দখীলকারের উপকারার্থে হঙ্গামা হয় তাহার গোমাস্তার তাহা নিবারণের আইনসিদ্ধ সকল উপায়মতে কার্য্য না করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৫৭	বেআইনীমতের জনতার নিমিত্তে যাহাদিগকে ঠিকা করিয়া রাখা যায় তাহাদিগকে আশ্রয় দেওন।	পরওয়ানা বিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে।	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৫৮	বেআইনীমতের জনতাতে কি হঙ্গামাতে সাহায্য করিবার জন্যে ঠিকা করিয়া নিযুক্ত হওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	কিম্বা অস্ত্র লইয়া গমন করণ।	ঐ	পরওয়ানা।	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৬০	দাঙ্গা করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	সমন।	ঐ	এক মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কিম্বা এক শত টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ত্রেট।

৯ নবম অধ্যায়। রাজকীয় কর্ম্মকারকদের দ্বারা কি তাঁহারদের সম্পর্কীয় অপরাধের বিধান।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানা বিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
১৬১	রাজকীয় কর্ম্মকারক হইয়া কি হইবার অপেক্ষা করিয়া স্বীয় পদের কর্ম্ম করণার্থে আইনমতের বেতনভিন্ন পারিতোষিক গ্রহণ করণ।	বিনাপরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	সমন।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	৩ সংসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব।
১৬২	দূষণীয় কি বেআইনীমতের উপায়ে রাজকীয় কার্য্যকারককে লওয়াইবার জন্যে পারিতোষিক গ্রহণ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৬৩	রাজকীয় কর্ম্মকারকের নিকটে স্বীয় প্রতিপত্তিক্রমে কোন কার্য্য করাইবার জন্যে পারিতোষিক গ্রহণ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	এক বৎসর পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব।
১৬৪	রাজকীয় কর্ম্মকারকের সম্পর্কে ইহার পূর্ব্বের দুই ধারার অপরাধ হইলে তাঁহারই দ্বারা তাহার সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব।

১৬৫	রাজকীয় কার্য্যকারক যে মোকদ্দমা শুনেন কি যে কার্য্য করেন তাহার সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির স্থানে বিনামূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ।	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসরপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি প্রথম শ্রেণীর অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেট।
১৬৬	কোন ব্যক্তির হানি করিবার অভিপ্রায়ে রাজকীয় কার্য্যকারকের দ্বারা আইনের বিধি না মানন।	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৬৭	হানি করিবার অভিপ্রায়ে রাজকীয় কর্ম্মকারককর্ত্তৃক অশুদ্ধ দলীল খুজন।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব।
১৬৮	রাজকীয় কার্য্যকারকের বেআইনীমতে বাণিজ্য করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব।
১৬৯	রাজকীয় কার্য্যকারক বেআইনীমতে সম্পত্তি ক্রয় করিলে কি নীলামে ডাকিলে।	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড। ও সম্পত্তি ক্রয় করা গেলে ঐ সম্পত্তি দণ্ড।	ঐ
১৭০	কোন ব্যক্তির আপনাকে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া দেখাওন।	ঐ	পরওয়ানা।	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।
১৭১	প্রতারণাভাবে রাজকীয় কর্ম্মকারকের পোশাক কি চিহ্ন পরিধান কি ধারণ।	ঐ	সমন।	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি ২০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

১০ দশম অধ্যায়। রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইনাসিদ্ধ ক্ষমতার অবজ্ঞার বিষয়।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানাবিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
১৭২	রাজকীয় কার্য্যকারকের সমন কি অন্য পরওয়ানা প্রাপ্ত না হইবার জন্যে পলায়ন করণ।	বিনাপরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	সমন।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	১ মাস পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কি ৫০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি প্রথম শ্রেণীর অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেট।
	যদি সমনে কি এত্তেলাতে স্বয়ং প্রভৃতি আদালতে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা হয়।	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ কি ১০০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৭৩	কোন সমন কি এত্তেলা জারী হওয়া কি লটকাইয়া দেওয়া নিবারণ করণ, কিম্বা লটকাইয়া দেওয়া গেলে তাহা উঠাইয়া দেওন কি ঘোষণা নিবারণ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ কি ৫০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
	ঐ সমন প্রভৃতিতে যদি ব্যক্তির স্বয়ং প্রভৃতি আদালতে উপস্থিত হইবার আদেশ হয়।	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ কি ১০০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

১৭৪	স্থানবিশেষে স্বয়ং কি মোখ্‌তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার আইনমতের আজ্ঞা অমান্য করণ, কিম্বা অনুমতি না পাইয়া প্রস্থান করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ কি ৫০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
	যদি আদালতে উপস্থিত হইবার ঐ হুকুম হয়।	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ কি ১০০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৭৫	রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে দলীল উপস্থিত কি অর্পণ করিতে বদ্ধ হইয়া উপস্থিত না করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ কি ৫০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	যে আদালতে ঐ অপরাধ করা যায় এই আইনের ১০ অধ্যায়ের বিধানমতে সেই আদালত। কিম্বা আদালতে না হইলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি প্রথম শ্রেণীর অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেট।
	যদি সেই দলীল আদালতে উপস্থিত কি অর্পণ করিতে আজ্ঞা হয়।	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ কি ১০০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৭৬	রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে এত্তেলা কি সম্বাদ দিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া তাহা দেওনে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ কি ৫০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফতারীপরওয়ানা বিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফতারীপরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
	সেই এত্তেলা কি সম্বাদ যদি অপরাধপ্রভৃতি করণ বিষয়ের হয়।	বিনাপরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	সমন।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	৬ মাস পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ কি ১০০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব।
১৭৭	রাজকীয় কার্য্যকারককে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা সম্বাদ দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	সেই সম্বাদ যদি অপরাধপ্রভৃতি করণ বিষয়ের হয়।	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৭৮	রাজকীয় কার্য্যকারক শপথ করিতে উপযুক্ত মতে আজ্ঞা করিলে শপথ করিতে অস্বীকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ কি ১০০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	যে আদালতে ঐ অপরাধ করা যায় এই আইনের ১০ অধ্যায়ের বিধানমতে সেই আদালত। কিম্বা আদালতে অপরাধ না হইলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১৭৯	সত্য কহিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে অস্বীকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৮০	রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে যে বিবরণ দেওয়া যায় তাহাতে স্বাক্ষর করিতে আইনমতে আজ্ঞা পাইলেও অস্বীকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ কি ৫০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮১	রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে শপথপূর্ব্বক মিথ্যা কথা সত্য বলিয়া জানিয়া শুনিয়া কহন।	ঐ	পরওয়ানা।	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব।
১৮২	রাজকীয় কার্য্যকারককে অন্য ব্যক্তির হানি কি ক্লেশজনকরূপে আইনমতের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করাইবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা সম্বাদ দেওন।	ঐ	সমন।	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি ১০০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৮৩	রাজকীয় কার্য্যকারকের আইনসিদ্ধ ক্ষমতামতে সম্পত্তি লইবার বাধা বল পূর্ব্বক করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৮৪	রাজকীয় কার্য্যকারকের ক্ষমতাক্রমে যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার জন্যে প্রকাশ হয় তাহা বিক্রয়ের বাধা করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি ৫০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফ-তারী পরওয়ানাবিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফ-তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আ-ইনমতের দণ্ড।	যে আদাল-তের বিচার্য্য।
১৮৫	আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে সম্পত্তির নীলাম হওনকালে আইনক্রমে অক্ষম ব্যক্তির তাহা ক্রয় করিবার মূল্য ডাকন কিম্বা ডাকিলে যে দায় ঘটে তাহা সফল করিবার মানস বিনা ডাকন।	বিনাপরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	সমন।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি ২০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৮[illegible]	রাজকীয় কার্য্যকারকের স্বীয়পদের কর্ম্ম করণ কালে তাঁহাকে বাধা দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কিম্বা ৫০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮৭	রাজকীয় কার্য্যকারকের সাহায্য করিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া তাহা না করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ কি ২০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
	পরওয়ানাজারী করিতে কি অপরাধপ্রভৃতি নিবারণ করিতে রাজকীয় কার্য্যকারক সাহায্য চাহিলে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার সাহায্য না করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ কি ৫০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

১৮৮	রাজকীয় কার্য্যকারকের আইনমতের জারী করা হুকুম অমান্য করণ, যদি সেই অমাননে ন্যায্য কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের বাধা কি ক্লেশ কি হানি হয়।	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ কি ২০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
	যদি সেই অমাননে মনুষ্যের প্রাণহানির কি অস্বাস্থ্যের কি আপদপ্রভৃতির আশঙ্কা হয়।	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি ১০০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮৯	রাজকীয় কার্য্যকারকের পদোপলক্ষ্যের কোন কর্ম্ম করিবার কি না করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্যে তাঁহার, কিম্বা যে ব্যক্তির ক্ষতিলাভেতে তাঁহার সম্পর্ক থাকে তাহার হানি করিবার ভয় দর্শাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৯০	কোন ব্যক্তি হানিহইতে রক্ষা পাইবার জন্যে আইনমতের আশ্রয় না লয় এই কারণে তাহাকে ভয় দর্শাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

১১ একাদশ অধ্যায়। মিথ্যা প্রমাণের ও সাধারণের যথার্থ বিচার হইবার বাধাজনক অপরাধের বিধান।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানা-বিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	৪ প্রথমেই গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য।
১৯৩	মোকদ্দমাপ্রভৃতি কার্য্যেতে মিথ্যা প্রমাণ দেওন কি প্রস্তুত করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিবে।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
	অন্য কোন স্থলে মিথ্যা প্রমাণ দেওন কি প্রস্তুত করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
১৯৪	কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের অপরাধ প্রমাণ করিবার মানসে মিথ্যা প্রমাণ দেওন কি প্রস্তুত করণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা কঠিন পরিশ্রম সহিত ১০ বৎসর কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
	তাহাতে নির্দ্দোষি ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণ হইয়া প্রাণদণ্ড হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড কিম্বা উক্ত মতের দণ্ড।	ঐ
১৯৫	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি সাত বৎসরের অধিক কাল কয়েদ হইবার উপযুক্ত অপরাধের প্রমাণ করিবার মানসে মিথ্যা প্রমাণ দেওন কি প্রস্তুত করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের যে দণ্ড সেই।	ঐ

১৯৬	প্রমান মিথ্যা কি প্রস্তুত করা জানিয়া তাহা মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্য্যেতে ব্যবহার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ প্রমান দেওনাপরাধের জন্যে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে।	মিথ্যা প্রমান দেওনের কি প্রস্তুত করনের যে দণ্ড সেই।	ঐ
১৯৭	কোন ক্রিয়ার প্রমানে যদ্রূপ সর্টিফিকট আইনমতে গ্রাহ্য হয় তদ্রূপ মিথ্যা সর্টিফিকট জানিয়া শুনিয়া দেওন কি স্বাক্ষর করণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	মিথ্যা প্রমান দেওনের যে দণ্ড সেই।	ঐ
১৯৮	কোন সর্টিফিকট গুরুতর অংশে মিথ্যা জানিয়া সত্যরূপে ব্যবহার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৯৯	আইনমতে যে বিবরণ প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হয় তাহাতে মিথ্যা উক্তি করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২০০	সেই রূপ কোন বিবরন মিথ্যা জানিয়া সত্য বলিয়া ব্যবহার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২০১	অপরাধিকে রক্ষা করণার্থে অপরাধের প্রমান অদৃশ্য করণ কিম্বা মিথ্যা সম্বাদ দেওন। প্রান দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
	দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কয়েদ হওন দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানা-বিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
	১০ বৎসরের ন্যূন কাল কয়েদ হইবার যোগ্য অপরাধ হইলে।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিবে।	অপরাধের জন্যে অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কয়েদ হয় তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২০২	অপরাধের সম্বাদ দেওয়া যাহার অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার জ্ঞানপূর্ব্বক সম্বাদ না দেওন।	ঐ	সমন।	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব।
২০৩	যে অপরাধ হইয়াছে তাহার মিথ্যা সম্বাদ দেওন।	ঐ	পরওয়ানা।	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২০৪	কোন দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত না হইবার অভিপ্রায়ে তাহা গুপ্ত কি নষ্ট করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২০৫	কোন মোকদ্দমায় কি ফৌজদারী নালিশে কোন কর্ম্ম করিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা হাজিরজামিন কি জামিন হইবার জন্যে আপনাকে অন্য ব্যক্তি রূপে পরিচয় দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত।

২০৬	সম্পত্তি দণ্ডের আজ্ঞামতে কি ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয় এই নিমিত্তে তাহা প্রতারণা করিয়া স্থানান্তর করণ কি গোপন করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২০৭	সম্পত্তি দণ্ডের আজ্ঞামতে কি ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয়, এই নিমিত্তে স্বত্ব না থাকিলেও সেই সম্পত্তির দাওয়া করণ কিম্বা তৎসম্বন্ধীয় কোন অধিকার বিষয়ে প্রতারণার কার্য্য করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২০৮	যে টাকা প্রাপ্য নহে তাহার নিমিত্তে প্রতারণাক্রমে ডিক্রী হইতে দেওন কিম্বা ডিক্রীর টাকা দেওয়া গেলে পর তাহা জারী হইতে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব।
২০৯	আদালতে মিথ্যা দাওয়া করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
২১০	যে টাকা পাওনা নয় তাহার নিমিত্তে ডিক্রী পাওন কিম্বা ডিক্রীমতের কার্য্য হইলে পর তাহা জারী করাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২১১	হানি করিবার মানসে অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানাবিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
	অভিযোগের অপরাধের নিমিত্তে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি ৭ বৎসর কি ততোধিক কাল কয়েদ হওন দণ্ড হইতে পারিলে।	পরওয়ানা বিনা গ্রেফ্তার করিবে না।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিবে।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
২১২	অপরাধিকে আশ্রয় দেওন, যদি প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধী হয়।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারিবে।	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
	যদি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর কয়েদ হওন দণ্ডের অপরাধী হয়।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
	যদি ১০ বৎসর না হইয়া ১ বৎসর কয়েদ হওন দণ্ডের অপরাধী হয়।	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের অত্যধিক যত কাল যে প্রকারে কয়েদ হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশ কাল কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৩	অপরাধিকে দণ্ডহইতে রক্ষা করণার্থে দানাদি গ্রহণ। যদি প্রাণদণ্ডের অপরাধী হয়।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।

২১৩	যদি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কয়েদ হওন দণ্ডের অপরাধী হয়।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
	যদি ১০ বৎসরের ন্যূনকাল কয়েদ হওন দণ্ডের অপরাধী হয়।	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কয়েদ হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৪	অপরাধিকে রক্ষা করিলে সম্পত্তি উদ্ধার করাইবার নিমিত্তে দান, যদি প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধী হয়।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
	যদি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর কয়েদ হওন দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হয়।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
	যদি ১০ বৎসরের ন্যূনকাল কয়েদ হওন দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হয়।	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের অত্যধিক যত কাল যে প্রকারে কয়েদ হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশ কাল কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৫	অপরাধদ্বারা কোন ব্যক্তির যে অস্থাবর সম্পত্তি হরণ হইয়াছে, তাহা অপরাধীকে গ্রেফ্তার না করাইয়া ফিরিয়া দেওয়াইবার সাহায্যার্থে দান গ্রহণ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানাবিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
২১৬	অপরাধী কয়েদহইতে পলাইলে কি তাহাকে ধরিবার আজ্ঞা বাহির হইলে তাহাকে আশ্রয় দেওন, যদি প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হয়।	বিনাপরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
	যদি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কয়েদ হওন দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হয়।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
	যদি ১০ বৎসর না হইয়া ১ বৎসর কয়েদ হওন দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হয়।	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কয়েদ হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশ কাল কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৭	লোকদের দণ্ড কি সম্পত্তিদণ্ড না হইবার নিমিত্তে আইনের আজ্ঞা রাজকীয় কার্য্যকারকের অমান্য করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	সমন।	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা কেবল প্রথম শ্রেণীর অধঃস্থ মাজিস্ট্রেট।

২১৮	ব্যক্তির দণ্ড কি সম্পত্তি দণ্ড না হইবার নিমিত্তে রাজকীয় কার্য্যকারকের অযথার্থ রিকার্ড কি লিপি করণ।	ঐ	পরওয়ানা।	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত।
২১৯	রাজকীয় কার্য্যকারক মোকদ্দমাপ্রভৃতিতে কোন আজ্ঞা কি রিপোর্ট কি ফয়সলা কি নিষ্পত্তি আইনবিরুদ্ধ জানিয়া করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২২০	ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক আইন বিরুদ্ধে কোন লোককে বিচারার্থে সমর্পণ কি কয়েদ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২২১	রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে অপরাধিকে ধরিতে বদ্ধ হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক ধরিবার ত্রুটি করণ, যদি অপরাধী প্রাণদণ্ডের যোগ্য হয়।	ঐ	ঐ	ঐ	জরীমানা সহিত কি তাহা বিনা ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ।	ঐ
	যদি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কয়েদ হওনের যোগ্য হয়।	ঐ	ঐ	ঐ	জরীমানা সহিত কি তাহা বিনা ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ।	ঐ
	যদি ১০ বৎসরের ন্যূন কাল কয়েদ হওনের যোগ্য হয়।	ঐ	ঐ	ঐ	জরীমানা সহিত কি তাহা বিনা ২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ।	জিলার মাজিস্ট্রেট কিম্বা অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট;
২২২	আদালতের দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ধরিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া তাহাকে ধরিতে রাজকীয় কার্য্যকারকের জ্ঞানপূর্ব্বক ত্রুটি। যদি তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা জরীমানা সহিত কি তাহা বিনা ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ।	সেশন আদালত।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
[illegible]	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানাবিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
২২২	যদি তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কি ততোধিক কাল কয়েদ কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম করিবার আজ্ঞা হয়।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	জরীমানা সহিত কি তাহা বিনা ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ।	সেশন আদালত।
	যদি ১০ বৎসরের ন্যূন কাল কয়েদ হইবার আজ্ঞা হয়।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব।
২২৩	যাহাতে কোন ব্যক্তি কয়েদহইতে পলায়, রাজকীয় কার্য্যকারকের এমত অনবধানতা।	ঐ	সমন।	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২২৪	কোন ব্যক্তির বলপূর্ব্বক আপনার ধৃত হওনের বাধা করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	পরওয়ানা।	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২২৫	অন্য ব্যক্তির ধৃত হওনের বলপূর্ব্বক কি অন্য বাধা করণ কি তাহাকে আইন মতের কয়েদহইতে ছাড়াইয়া দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

	যদি তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কয়েদ হওন দণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হয়।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন ল-ওয়া যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আ-দালত কি জি-লার মাজিষ্ট্রেট সাহেব।
	যদি প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হয়।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদা-লত।
	যদি তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা ১০ বৎসর কি ততো-ধিক কাল দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দণ্ড-রূপ পরিশ্রম করণ কি কয়েদ হওন দণ্ডের আজ্ঞা হয়।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	যদি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
২২৬	দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইয়া বেআ-ইনীমতে প্রত্যাগমন।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও তৎপূর্ব্বে জরীমানা ও ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ।	ঐ
২২৭	দণ্ড ক্ষমা হইবার নিয়ম লঙ্ঘন।	বিনাপরওয়ানাতে গ্রেফতার করিবে না।	সমন।	ঐ	প্রথম আজ্ঞামতের দণ্ড কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ ভোগ হইয়া থাকিলে অবশিষ্ট কাল ভোগ।	প্রথম অপ-রাধ যে আদা-লতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২২৮	মোকদ্দমাপ্রভৃতির বিচার কালে জ্ঞানপূর্ব্বক রাজকীয় কার্য্যকারকের অপমান করণ কি বাধা দেওন।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন ল-ওয়া যাইতে পারে।	৬ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরি-শ্রমে কয়েদ কি ১০০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	এই আইনের ১০ অধ্যায়ের বিধান মানিয়া যে আদালতে অপরাধ হয় সেই আদালত;

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানা-বিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
২২৯	জুরির কি আসেসরের ন্যায় দেখান।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	সমন।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব।

১২ দ্বাদশ অধ্যায়। মুদ্রা ও গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৩১	মুদ্রা কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিম করিবার কোন কার্য্য করণ।	বিনাপরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
২৩২	মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিম করিবার কোন কার্য্য করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
২৩৩	মুদ্রা কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় বিক্রয় করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
২৩৪	মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় বিক্রয় করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
২৩৫	মুদ্রা কৃত্রিম করণার্থে ব্যবহার করিবার কোন যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
	মহারাণীর মুদ্রা ঐ।	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ

২৩৬	ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়া ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বাহিরে মুদ্রা কৃত্রিম করণের সাহায্য করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে তদ্রূপ মুদ্রা কৃত্রিম করিবার সাহায্যের দণ্ড।	ঐ
২৩৭	মুদ্রা কৃত্রিম জ্ঞানে তাহা আমদানী কি রপ্তানী করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
২৩৮	মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম জ্ঞানে তাহা আমদানী কি রপ্তানী করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
২৩৯	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে কৃত্রিম জ্ঞানে তাহা নিকটে রাখণ ও অন্য ব্যক্তিকে দেওন প্রভৃতি।	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
২৪০	মহারাণীর মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা কৃত্রিম জ্ঞানে নিকটে রাখণ ও অন্য ব্যক্তিকে দেওন প্রভৃতি।	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
২৪১	মুদ্রা প্রাপ্তিকালীন কৃত্রিম না জানিয়া পরে তাহা কৃত্রিম জ্ঞানে অকৃত্রিম বলিয়া অন্যকে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি কৃত্রিম মুদ্রার মূল্যের দশ গুণ জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৪২	কৃত্রিম মুদ্রা প্রাপ্তিকালে কৃত্রিম জ্ঞানে নিকটে রাখণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
২৪৩	মহারাণীর মুদ্রা প্রাপ্তিকালে কৃত্রিম জ্ঞানে নিকটে রাখণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
২৪৪	মুদ্রা যে ওজনের ও যে ধাতুর মত দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবেক তদন্যথায় টাকশালে কর্ম্মকারি ব্যক্তির মুদ্রা প্রস্তুত করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানা বিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
২৪৫	মুদ্রা প্রস্তুত করিবার কোন যন্ত্র বেআইনীমতে টাকশালহইতে লওন।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
২৪৬	মুদ্রার ওজন কিম্বা তাহাতে যে ধাতুর যত থাকিতে হয় তাহা শঠতাক্রমে ন্যূন করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
২৪৭	মহারাণীর মুদ্রার ওজন কিম্বা তাহাতে যে ধাতুর যত থাকিতে হয় তাহা শঠতাক্রমে ন্যূন করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
২৪৮	কোন মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত চালাইবার অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
২৪৯	মহারাণীর মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত চালাইবার অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
২৫০	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর জানিয়া অন্যকে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
২৫১	মহারাণীর মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া অন্যকে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ

২৫২	রূপান্তর করা মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
২৫৩	মহারাণীর মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
২৫৪	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে রূপান্তর করা না জানিয়া, পরে অকৃত্রিম বলিয়া অন্য ব্যক্তিকে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কিম্বা মুদ্রার মূল্যের দশ গুণ জরীমানা।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর, মাজিষ্ট্রেট।
২৫৫	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
২৫৬	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
২৫৭	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় বিক্রয় করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৫৮	গবর্ণমেন্টের কৃত্রিম ইষ্টাম্প বিক্রয় করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৫৯	গবর্ণমেন্টের কৃত্রিম ইষ্টাম্প নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৬০	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম জানিয়া অকৃত্রিমমতে ব্যবহার করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানাবিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
২৬১	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প যাহাতে থাকে এমত কাগজহইতে কোন লিখন উঠাইয়া দেওন কিম্বা দলীলে যে ইষ্টাম্প দেওয়া গেল তাহা গবর্ণমেন্টের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে উঠাইয়া লওন।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত।
২৬২	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প পূর্ব্বে ব্যবহার হইয়াছে জানিয়া তাহা ব্যবহার করন।	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৬৩	ইষ্টাম্প ব্যবহার হইবার চিহ্ন উঠাইয়া দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত।

১৩ ত্রয়োদশ অধ্যায়। ওজন ও পরিমাণসম্পর্কীয় অপরাধের কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৬৪	ওজন করিবার অপ্রকৃত যন্ত্রের শঠতাক্রমে ব্যবহার।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	সমন।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

২৬৫	অপ্রকৃত বাটখারা কি গজপ্রভৃতি প্রতারণা করিয়া ব্যবহার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৬৬	অপ্রকৃত বাটখারা কি গজপ্রভৃতি প্রতারণার কার্য্যে ব্যবহার হইবার জন্যে নিকটে রাখণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৬৭	প্রতারণার কার্য্যের নিমিত্তে অপ্রকৃত বাটখারা কি গজপ্রভৃতি নির্ম্মাণ কি বিক্রয় করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১৪ চতুর্দ্দশ অধ্যায়। সাধারণ লোকদের স্বাস্থ্যের কি নিরাপদের কি স্বচ্ছন্দতার কি লজ্জার কি সুনীতির ব্যাঘাতজনক অপরাধের বিধি।

২৬৯	সাংঘাতিক রোগের সঞ্চারক কর্ম্ম শৈথিল্যক্রমে করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	সমন।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৭০	সাংঘাতিক রোগ সঞ্চারক কর্ম্ম দ্বেষপূর্ব্বক করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২৭১	কয়ারান্টাইন বিধি জ্ঞানপূর্ব্বক অমান্য করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২৭২	মনুষ্যের আহারীয় কি পানীয় যে দ্রব্য বিক্রয়ার্থে হয় তাহাতে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া অস্বাস্থ্যজনক করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি ১০০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানা-বিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
২৭৩	আহারীয় কি পানীয় দ্রব্য পীড়াজনক জানিয়া মনুষ্যের আহার কি পানার্থে বিক্রয় করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	সমন।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি ১০০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৭৪	বিক্রয়ার্থ কোন বনিক্ কি ঔষধীয় দ্রব্যের গুণ খর্ব্ব করণার্থে কি তাহার ফল পরিবর্ত্তনার্থে কি তাহা পীড়াজনক করণার্থে তাহার সঙ্গে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৫	যাহার সঙ্গে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত হইয়াছে জানিয়া এমত কোন বনিক্ কি ঔষধীয় দ্রব্য ঔষধালয়হইতে বিক্রয়ার্থে দেওন কি বাহিরহইতে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৬	কোন বনিক্ কি ঔষধীয় দ্রব্য জ্ঞানপূর্ব্বক অন্য দ্রব্যস্বরূপে বিক্রয় করণ কি বাহিরহইতে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

২৭৭	সাধারণের ব্যবহার্য্য উনুইর কি জলাশয়ের জল ময়লা করণ।	বিনাপরওয়ানাতে গ্রেফতার করিতে পারিবে।	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি ৫০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২৭৮	বায়ু পীড়াজনক করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফতার করিবে না।	ঐ	ঐ	৫০০৲ টাকা জরীমানা।	ঐ
২৭৯	রাজপথে গাড়ি ঘোড়াপ্রভৃতি মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক রূপে অতিবেগে কি অমনোযোগে চালাওন।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফতার করিতে পারিবে।	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি ১০০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২৮০	মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক রূপে নৌকাদি অতি বেগে কি অমনোযোগে চালাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৮১	মিথ্যা আলো কি চিহ্ন কি বয়া দেখান।	ঐ	পরওয়ানা।	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত।
২৮২	নৌকাদির অবস্থা কি বোঝাই বুঝিয়া প্রাণের আশঙ্কা হইতে পারিলেও ভাড়া লইয়া কোন ব্যক্তিকে ঐ নৌকাদিতে লওন।	ঐ	সমন।	ঐ	৬ মস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি ১০০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৮৩	রাজপথে কি নৌকার পথে সঙ্কট কি বাধা কি হানিজনক কার্য্য করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	২০০৲ টাকা জরীমানা।	ঐ
২৮৪	বিষাক্ত দ্রব্য লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক কার্য্য করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফতার করিবে না।	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি ১০০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানাবিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
২৮৫	অগ্নি কি জ্বলনীয় বস্তু লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক কর্ম্ম করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারিবে।	সমন।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি ১০০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৮৬	যাহা শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমন দ্রব্যেতে তদ্রূপ কার্য্য করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৮৭	কোন কলেতে তদ্রূপ কার্য্য করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৮৮	কোন ঘর ভাঙ্গিতে কি সারাইয়া দিতে যাহার অধিকার থাকে তাহার ঐ ঘর পতনে মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা সম্ভাবনা নিবারণের কার্য্য না করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারিবে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৮৯	কোন জন্তুর দ্বারা মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি ভারি পীড়া নিবারণার্থে ঐ জন্তুকে উপযুক্ত মতে না রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

২৯০	সাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম্ম করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	ঐ	ঐ	২০০৲ টাকা জরীমানা।	ঐ
২৯১	অনিষ্টজনক কর্ম্ম নিবৃত্ত করিবার আজ্ঞা হইলেও নিবৃত্ত না করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারিবে।	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২৯২	রঙ্গরস ঘটিত পুস্তকাদি বিক্রয়াদি করণ।	ঐ	পরওয়ানা।	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২৯৪	রঙ্গরস ঘটিত পুস্তকাদি বিক্রয় কি প্রকাশার্থে নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	রঙ্গরস ঘটিত গীত গান।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়। ধর্ম্মসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

২৯৫	কোন জাতীয় লোকদের ধর্ম্ম অবহেলা করণাভিপ্রায়ে ভজনালয় কি পবিত্র বস্তু নষ্ট কি ক্ষতি কি অশুচি করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফতার করিতে পারিবে।	সমন।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব।
২৯৬	ঈশ্বরভজনার্থে সংগৃহীত লোকদিগকে বাধা দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	১ এক বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২৯৭	কোন ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার কিম্বা ধর্ম্মাবহেলা করিবার কিম্বা শবের প্রতি অবজ্ঞাভাবে কর্ম্ম করিবার জন্যে ভজনালয়ে কি গোরস্তানে প্রবেশ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

ধারা।	অপরাধ।	৩ পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানা বিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	৪ প্রথমেই গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য।
২৯৮	ধর্ম্ম সম্পর্কে কোন ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার জন্যে তাহার শ্রুতিগোচরে কোন কথা কহন কি শব্দ করণ কিম্বা তাহার সাক্ষাতে অঙ্গভঙ্গি করণ কি কোন দ্রব্য রাখন।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	সমন।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব।

১৬ ষোড়শ অধ্যায়। মনুষ্যের শরীর সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি। প্রাণের হানিজনক অপরাধ।

ধারা।	অপরাধ।	৩	৪	৫	৬	৭
৩০২	জ্ঞান কৃত বধ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
৩০৩	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক জ্ঞান কৃত বধ।	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণ দণ্ড।	ঐ
৩০৪	জ্ঞান কৃত বধের তুল্য নয় এমত অপরাধ যুক্ত নরহত্যা; যে কার্য্য দ্বারা মৃত্যু হয় তাহা যদি প্রাণনাশাদির অভিপ্রায়ে করা যায়।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
	প্রাণনাশের সম্ভাবনা জানিয়া কিন্তু তদভিপ্রায়ে যদি না করা যায়।	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েক কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

৩০৫	বালকের কি ক্ষিপ্তচিত্ত কি বিকৃতমনা কি জড় কি উন্মত্ত ব্যক্তির আত্মঘাতের সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৩০৬	আত্মঘাতের সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৩০৭	জ্ঞানকৃত বধ করিবার উদ্যোগ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	যদি সেই ক্রিয়াতে কোন ব্যক্তির পীড়া হয়।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড।	ঐ
৩০৮	অপরাধ যুক্ত নরহত্যা করিবার উদ্যোগ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
	যদি সেই ক্রিয়াতে কোন ব্যক্তির পীড়া হয়।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৩০৯	আত্মঘাতের উদ্যোগ।	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ ও জরীমানা।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব।
৩১১	ঠক হওন।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।

গর্ভপাত করণ ও অজাত অপত্যের হানি করণ ও শিশু পরিত্যাগ করণ ও জন্ম গুপ্ত রাখণের কথা।

৩১২	গর্ভপাত করন।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারিবে না।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানা-বিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	৪ প্রথমেই গ্রেফ্তারীপরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩১২	যদি গর্ব্ভে জীবসঞ্চার থাকে।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারিবে না।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
৩১৩	গর্ব্ভিণীর অনুমতি বিনা গর্ব্ভপাত করাওন।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৩১৪	গর্ব্ভপাত করণাভিপ্রায়ে যে ক্রিয়া করা যায় তদ্দ্বারা মৃত্যু হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
	যদি গর্ব্ভিণীর অনুমতি বিনা ঐ ক্রিয়া করা যায়।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড।	ঐ
৩১৫	অপত্য জীবিত না জন্মিবার কি ভূমিষ্ঠ হইলে মরিবার জন্যে কোন ক্রিয়া করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৩১৬	অপরাধযুক্ত হত্যার তুল্য কার্য্যদ্বারা জীব সঞ্চারিত গর্ব্ভ নষ্ট করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৩১৭	১২ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালককে পরিত্যাগ করণাভিপ্রায়ে তাহাকে পিতামাতার কি রক্ষকের ফেলিয়া যাওন।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারিবে।	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েক কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

৩১৮	শিশুর মৃত দেহ গুপ্ত করণদ্বারা জন্ম গুপ্ত করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

পীড়ার বিধি।

৩২৩	ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে না।	সমন।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি ১০০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
৩২৪	সঙ্কটজনক অস্ত্রদ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৩২৫	ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
৩২৬	সঙ্কটজনক অস্ত্রদ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৩২৭	দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শন পত্র হরণ করণার্থে কি বেআইনীমতের যে কার্য্যদ্বারা অপরাধ করা সুগম হয় তাহা করণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দেওন।	ঐ	পরওয়ানা।	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানাবিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	৪ প্রথমেই গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩২৮	পীড়া জন্মাইবার নিমিত্তে অচেতন কারক বনিক্ দ্রব্য সেবন করাণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	পরওয়ানা।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
৩২৯	দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শন পত্র হরণ করণার্থে কিম্বা বেআইনীমতের যে কার্য্যদ্বারা অপরাধ করা সুগম হয় তাহা করণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৩৩০	দোষ স্বীকার কি সম্বাদ প্রকাশ করাইবার কি সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উদ্ধার প্রভৃতি করিবার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দেওন।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৩৩১	দোষ স্বীকার কি সম্বাদ প্রকাশ করাইবার কি সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উদ্ধার প্রভৃতি করিবার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দেওন।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৩৩২	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণের জন্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

৩৩৩	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৩৩৪	রাগজনক গুরুতর কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে যাহার দ্বারা রাগ হইল, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার অনভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন।	ঐ	সমন।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি ৫০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
৩৩৫	রাগজনক গুরুতর কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে যাহার দ্বারা রাগ হইল, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার অনভিপ্রায়ে গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্‌তার করিতে পারিবে।	ঐ	ঐ	৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি ২০০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব।
৩৩৬	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি অন্যদের নিরাপদের ব্যাঘাতজনক কোন কার্য্য করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি ২৫০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
৩৩৭	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা প্রভৃতিজনক ক্রিয়াদ্বারা পীড়া জন্মাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি ৫০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৩৩৮	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা প্রভৃতিজনক ক্রিয়াদ্বারা গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি ১০০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

অন্যায়মতে অবরোধ ও অন্যায়মতে কয়েদ করিবার কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানা বিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৪১	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধ করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	সমন।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	১ মাস পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ কি ৫০০৲টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৪২	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে কয়েদ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি ১০০০৲টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৪৩	তিন কি ততোধিক দিন অন্যায়মতে কয়েদ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৩৪৪	দশ কি ততোধিক দিন অন্যায়মতে কয়েদ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব।
৩৪৫	কোন ব্যক্তির মুক্তির জন্যে পরওয়ানা বাহির হইয়াছে জানিয়া তাহাকে অন্যায়মতে কয়েদ রাখণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারিবে না।	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও তদতিরিক্ত অন্য কোন ধারামতে কয়েদ।	সেশন আদালত।

৩৪৬	গোপনে অন্যায়মতে কয়েদ করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৪৭	কোন দ্রব্য হরণ করিবার কিম্বা বেআইনী কর্ম্ম প্রভৃতি করাইবার জন্যে অন্যায়মতে কয়েদ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা।	সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব।
৩৪৮	অপরাধ স্বীকার কি সম্বাদ জ্ঞাত করাইবার জন্যে কি সম্পত্তি প্রভৃতি উদ্ধার করাইবার জন্যে অন্যায়মতে কয়েদ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

অপরাধ যুক্ত বল প্রকাশের ও আক্রমণের কথা।

৩৫২	রাগ জন্মাইবার গুরুতর বিষয় না হইলেও আক্রমণ কি অপরাধ যুক্ত বল প্রকাশ করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	সমন।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি ৫০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৫৩	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণার্থে আক্রমণ কি অপরাধ যুক্ত বল প্রকাশ করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	পরওয়ানা।	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৫৪	স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার প্রতি অত্যাচার করণার্থে আক্রমণ কি অপরাধ যুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানাবিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৫৫	রাগ জন্মাইবার গুরুতর বিষয় হঠাৎ না হইলে কোন ব্যক্তির অপমান করণার্থে তাহার প্রতি আক্রমণ কি অপরাধ যুক্ত বল প্রকাশ করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	সমন।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৩৫৬	কোন ব্যক্তির পরিহিত কি বহিত দ্রব্য চুরী করণের উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধ যুক্ত বল প্রকাশ করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারিবে।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিবে না।	ঐ	কোন মাজিস্ট্রেট।
৩৫৭	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে কয়েদ করিবার উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধ যুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি ১০০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৩৫৮	রাগ জন্মিবার গুরুতর বিষয় হঠাৎ হইলে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	সমন।	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ কি ২০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

মনুষ্য চুরী ও বলপূর্ব্বক হরণ করণের ও দাসত্ত্বের ও বলপূর্ব্বক শ্রম করাইবার কথা।

৩৬৩	মনুষ্য চুরী করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
৩৬৪	বধ করণার্থে মনুষ্য চুরী কি হরণ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৩৬৫	কোন ব্যক্তিকে গোপনে ও অন্যায়মতে কয়েদ করণার্থে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৩৬৬	কোন স্ত্রীর বিবাহ দেওয়ান কি পুরুষের সঙ্গে অবিধিমতে সংসর্গ করান প্রভৃতির জন্যে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৩৬৭	কোন ব্যক্তিকে গুরুতর পীড়া দিবার কি দাস প্রভৃতি করিবার জন্যে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৬৮	চুরী করা ব্যক্তিকে গুপ্ত কি কয়েদ করিয়া রাখণ।	ঐ	ঐ	ঐ	চুরী কি হরণ করণের দণ্ড।	ঐ
৩৬৯	বালকের গাত্রহইতে সম্পত্তি হরণ করণার্থে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানা-বিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফ্তারীপরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৭০	কোন ব্যক্তিকে দাসস্বরূপে ক্রয় কি হস্তান্তর করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা।	সেশন আদালত।
৩৭১	দাসদিগকে লইয়া নিত্য ব্যবসায় করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারিবে।	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৩৭২	ব্যভিচারাদির জন্যে নাবালগকে বিক্রয় করণ কি ভাড়া দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৩৭৩	সেই কার্য্যের নিমিত্তে নাবালগকে ক্রয় করণ কি প্রাপ্ত হওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৭৪	বেআইনীমতের বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করাওন।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।

বলাৎকারের কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৭৬	বলাৎকার করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।

৩৭৭	অস্বাভাবিক অভিগমন।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।

১৭ অধ্যায়। সম্পত্তির উপর অপরাধের কথা। চৌর্য্যের কথা।

৩৭৯	চৌর্য্য।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৮০	গৃহে কি তাম্বুতে কি নৌকাদিতে চৌর্য্য।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব।
৩৮১	কর্ত্তার কি প্রভুর অধিকারস্থ সম্পত্তির কেরানী কি চাকরদ্বারা চৌর্য্য।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৮২	চুরী করণার্থে কিম্বা তাহা করিবার পরে পলায়নার্থে কিম্বা অপহৃত সম্পত্তি রাখিবার জন্যে প্রাণনাশ করিবার কি পীড়া দিবার কি অবরোধ করিবার কিম্বা প্রাণনাশের কি পীড়ার কি অবরোধের আশঙ্কা জন্মাইবার উদ্যোগ করণপূর্ব্বক চৌর্য্য।	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।

অপহরণের কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানা বিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৮৪	অপহরণ করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েক কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব
৩৮৫	অপহরণ করিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তির হানি করিবার ভয় জন্মাওন কি জন্মাইবার উদ্যোগ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৮৬	প্রাণনাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাইয়া অপহরণ করণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
৩৮৭	অপহরণ করণার্থে কোন ব্যক্তির প্রাণনাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাওন কি জন্মাইবার উদ্যোগ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা	ঐ

৩৮৮	প্রাণদণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরনের কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কয়েদের দণ্ড-যোগ্য অপরাধের নালিশ করিবার ভয় দর্শাইয়া অপহরণ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
	যে অপরাধের ভয় দেখান যায় তাহা অস্বাভাবিক অভিগমনাপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ।	ঐ
৩৮৯	অপহরণ করণার্থে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরনের কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কয়েদের উপযুক্ত অপরাধের নালিশ করিবার ভয় জন্মাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
	সেই অপরাধ অস্বাভাবিক অভিগমনাপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ।	ঐ

দস্যুতা ও ডাকাইতির কথা।

৩৯২	দস্যুতা করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
	সূর্য্যাস্ত হওনাবধি উদয় হওন পর্য্যন্ত কোন কালের মধ্যে রাজপথে ঐ দস্যুতা হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৩৯৩	দস্যুতা করনের উদ্যোগ।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানাবিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	৪ প্রথমেই গ্রেফতারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৯৪	দস্যুতা করণে কি করিবার উদ্যোগে কোন ব্যক্তি কর্তৃক কিম্বা সেই দস্যুতার কার্য্যে সাধারণমতে লিপ্ত অন্য ব্যক্তি কর্তৃক ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া হওন।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	পরওয়ানা।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
৩৯৫	ডাকাইতি।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৯৬	ডাকাইতি করণ সময়ে জ্ঞানকৃত বধ।	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৩৯৭	হত্যার কি গুরুতর পীড়ার উদ্যোগ সহিত দস্যুতা কি ডাকাইতি।	ঐ	ঐ	ঐ	অন্যূন ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ।	ঐ
৩৯৮	সাংঘাতিক অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে দস্যুতা কি ডাকাইতি করিবার উদ্যোগ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৯৯	ডাকাইতি করিবার উদ্যোগ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৪০০	নিয়ত ডাকাইতি করণার্থ দলবদ্ধ ব্যক্তিদের দলভুক্ত হওন।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড।	ঐ

৪০১	নিয়ত চুরী করণার্থ দলবদ্ধ ভ্রমণকারি লোকদের দলভুক্ত হওন।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৪০২	ডাকাইতি করণার্থে পাঁচ কি ততোধিক জনের দলের মধ্যে থাকন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

অপরাধভাবে অবিহিত রূপে দ্রব্য ব্যবহার করিবার কথা।

৪০৩	অস্থাবর দ্রব্য শঠতাক্রমে অবিহিত রূপে কি স্বীয় কর্ম্মে ব্যবহার করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
৪০৪	কোন ব্যক্তির মরণকালে তাহার অধিকৃত সম্পত্তি আইনমতে যাহার প্রাপ্য তাহার হস্তগত হয় নাই জানিয়া সেই সম্পত্তি শঠতাভাবে অবিহিত রূপে ব্যবহার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত কি জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
	মৃত ব্যক্তি কর্তৃক নিযুক্ত কেরাণী কি চাকরদ্বারা হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ

অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতার কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানাবিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফতারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৪০৬	অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৪০৭	বাহক কি ঘাটরক্ষক প্রভৃতি কর্ত্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৪০৮	কেরাণী কি চাকর কর্ত্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪০৯	রাজকীয় কার্য্যকারক কিম্বা বনিক্ কি বাণিজ্য ব্যবসায়ি কি গোমাস্তা প্রভৃতি কর্ত্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ

চোরা দ্রব্য গ্রহণ কারবার কথা।

৪১১	চোরা দ্রব্য চোর্য জানিয়া শঠতাভাবে গ্রহণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৪১২	চোরা দ্রব্য ডাকাইতিদ্বারা প্রাপ্ত জানিয়া শঠতাভাবে গ্রহণ।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
৪১৩	চোরা জিনিশ লইয়া নিয়ত ব্যবসায় করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৪১৪	চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গোপন কি হস্তান্তর করণে সাহায্য করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

বঞ্চনা করণের কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানাবিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৪১৭	বঞ্চনা করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার-মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪১৮	অপরাধী আইনমতে কি আইনসিদ্ধ চুক্তিক্রমে যাহার স্বত্ব রক্ষা করিতে বদ্ধ তাহাকে বঞ্চনা করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪১৯	ছদ্মবেশ ধরিয়া বঞ্চনা করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪২০	বঞ্চনা করিয়া শঠতাক্রমে সম্পত্তি দেওয়াইবার কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র পরিবর্ত্তন কি নষ্ট করণের প্রবৃত্তি দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।

প্রতারণাভাবে দলীল প্রস্তুত ও সম্পত্তি হস্তান্তর করণের কথা।

৪২১	মহাজনদের মধ্যে সম্পত্তির বিভাগ না হয়, এই নিমিত্তে প্রতারণাক্রমে তাহা গোপন কি স্থানান্তর করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৪২২	অপরাধির পাওনা অথবা কোন দাওয়ার টাকা মহাজনেরা না পায় এমত কর্ম্ম প্রতারণাপূর্ব্বক করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪২৩	মূল্যের টাকা যাহাতে অযথার্থ রূপে লেখা থাকে এমত কোন হস্তান্তর করণপত্র প্রতারণাপূর্ব্বক করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪২৪	প্রতারণাক্রমে স্বীয় কি পরের সম্পত্তি হস্তান্তর কি গোপন করণ কি তাহা করিতে সাহায্য করণ কি যে বিষয় ন্যায়মতে প্রাপ্য তাহা শঠতাক্রমে ত্যাগ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

অপকারের কথা।

৪২৬	অপকার করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	সমন।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানা-বিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৪২৭	অপকার করিয়া ৫০৲ টাকা কি ততোধিক অপচয় করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪২৮	১০৲ টাকা কি ততোধিক মূল্যের কোন জন্তুকে হত্যা করিয়া কি বিষ খাওয়াইয়া কি অঙ্গহীন কি অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪২৯	যে কোন মূল্যের হস্তী কি উট কি ঘোড়াপ্রভৃতি কি ৫০৲ টাকা কি ততোধিক মূল্যের অন্য কোন জন্তুকে হত্যা করিয়া কি বিষ খাওয়াইয়া কি অঙ্গহীন কি অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৩০	কৃষিকর্ম্মের জল হ্রাস করণদ্বারা অপকার করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

৪৩১	রাজপথের কি সাঁকোর কি নদীর কি নৌকাদির গমনোপযুক্ত নদী কি খাল দিয়া নিরাপদে গমনাগমনের কি দ্রব্যাদি চালানের ব্যাঘাত করণ-দ্বারা অপকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৩২	যাহাতে অপচয় হয় এমত বন্যা কি সরকারী নরদমা অবরোধ করাইয়া অপকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৩৩	দীপগৃহ কি সমুদ্রে জলের নিশানী নষ্ট কি স্থানান্তর কি পূর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য করিয়া কি মিথ্যা আলো দেখাইয়া অপকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত।
৪৩৪	রাজকীয় কার্য্যকারক ভূমির সীমার চিহ্ন দিলে তাহা নষ্ট কি স্থানান্তরাদি করিয়া অপকার করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৩৫	অগ্নির কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা ১০০৲ কি ততোধিক টাকাপর্য্যন্ত ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে অপকার করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
৪৩৬	ঘরপ্রভৃতি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নির কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা অপকার করণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানাবিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৩৭	তূতক যুক্ত কি ২০ টন বোঝাইধারি নৌকাদি নষ্ট কি বিঘ্নজনক করিবার অভিপ্রায়ে অপকার করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	পরওয়ানা।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
৪৩৮	অগ্নির কি শব্দ করিয়া জলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা পূর্ব্ব ধারার লিখিত অপকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৪৩৯	চৌর্য্যাদি করিবার অভিপ্রায়ে নৌকাদি চড়ায় কি ডাঙ্গায় ঠেকাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৪৪০	প্রাণনাশের কি পীড়াপ্রভৃতি দিবার উদ্যোগ করিয়া অপকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ

অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করণের কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৪৭	অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারে।	সমন।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি ৫০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
৪৪৮	পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।	ঐ	পরওয়ানা।	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি ১০০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

৪৪৯	প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করিবার জন্যে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
৪৫০	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করণার্থে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৪৫১	কয়েদ রূপ দণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করণার্থে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	তাহা চৌর্য্যাপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৫২	পীড়া দিবার কি আক্রমণপ্রভৃতি করিবার উদ্যোগ করিয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৫৩	লুক্কায়িত রূপে কিম্বা দোষভাবে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফতারী পরওয়ানা বিনা গ্রেফতার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফতারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৫৪	কয়েদ রূপ দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে লুক্কায়িত রূপে কিম্বা দোষভাবে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফতার করিতে পারিবে।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	তাহা চৌর্য্যাপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৪৫৫	পীড়া দিবার কি আক্রমণপ্রভৃতি করিবার উদ্যোগ করিয়া লুক্কায়িত রূপে কি দোষভাবে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
	চৌর্য্যাপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৪৫৬	রাত্রিযোগে লুক্কায়িত রূপে কি দোষভাবে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

৪৫৭	কয়েদ রূপ দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করনার্থে রাত্রিযোগে লুক্কায়িত রূপে কি দোষভাবে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব।
	চৌর্য্যাপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৪৫৮	পীড়াপ্রভৃতি দিবার উদ্যোগ করিয়া রাত্রিযোগে লুক্কায়িত রূপে কি দোষভাবে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত।
৪৫৯	লুক্কায়িত রূপে কিম্বা দোষভাবে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশকালে গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরন কি ১০বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৪৬০	রাত্রিযোগে দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশপ্রভৃতি দোষে মিলিত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহারো কর্ত্তৃক প্রাননাশ করণ কি গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৬১	বদ্ধ বাক্সপ্রভৃতিতে কোন সম্পত্তি আছে কি থাকা অনুভব করিয়া শঠতাক্রমে তাহা ভাঙ্গন কি খুলন।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৬২	বদ্ধ বাক্সপ্রভৃতি কাহার জিম্মায় রাখা গেলে তাহাতে কোন সম্পত্তি আছে কি থাকা অনুভব করিয়া তাহা প্রতারনাক্রমে খুলন।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১৮ অষ্টাদশ অধ্যায়। দলীল দস্তাবেজ সম্পর্কীয় ও শিল্প ব্যবসায়ির কি স্বামিত্ব সূচক চিহ্ন সম্পর্কীয় অপরাধের কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফতারী পরওয়ানা বিনা গ্রেফতার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফতারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৬৫	কৃত্রিম করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফতার করিবে না।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত।
৪৬৬	সরকারী কার্য্যকারকের রক্ষিত, আদালত সম্পর্কীয় কোন রিকার্ড কিম্বা জন্মপ্রভৃতির রেজিষ্টর কৃত্রিম করণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৪৬৭	কোন মূল্যবান নিদর্শন পত্র, কি উইল, কিম্বা কোন জামিনীপত্র প্রস্তুত কি হস্তান্তর করণের কিম্বা টাকা প্রাপণের ক্ষমতাপত্র কৃত্রিম করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৪৬৮	বঞ্চনা করণার্থে কৃত্রিম করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৪৬৯	কোন ব্যক্তির সুখ্যাতির হানি করণার্থে কিম্বা তদভিপ্রায়ে ব্যবহার হইবে জানিয়া কৃত্রিম করণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ

৪৭১	কৃত্রিমকরা দলীল জানিয়া তাহা প্রকৃত দলীলের মত ব্যবহার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	কৃত্রিম করণের যে দণ্ড সেই দণ্ড।	ঐ
৪৭২	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারামতের দণ্ডনীয় অপরাধ করিবার মানসে মোহর কি পট্টপ্রভৃতি করণ কি কৃত্রিম করণ, কিম্বা কোন মোহর কি পট্ট কৃত্রিম জ্ঞানে সেই মানসে রাখণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ, কি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৪৭৩	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারাভিন্ন অন্য ধারামতের দণ্ডনীয় কৃত্রিম করিবার মানসে মোহর কি পট্টপ্রভৃতি করণ কি কৃত্রিম করণ, কি তদ্রূপ মানসে তদ্রূপ কোন মোহর প্রভৃতি নিকটে রাখণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৪৭৪	কোন দলীল কৃত্রিম জানিয়া প্রকৃতের ন্যায় ব্যবহার করণার্থে নিকটে রাখণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	ঐ দলীল মূল্যবান নিদর্শনপত্র কি উইল হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড।	ঐ
৪৭৫	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দলীল সিদ্ধ করণার্থে যে অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করণ, কিম্বা কৃত্রিম চিহ্নিত দ্রব্য নিকটে রাখণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানা-বিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফ্তারীপরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৭৬	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দলীল ভিন্ন অন্য দলীল সিদ্ধ করণার্থে ব্যবহার্য্য অঙ্ক কি চিহ্ন কৃত্রিম করণ কিম্বা কৃত্রিম চিহ্নিত দ্রব্য নিকটে রাখণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
৪৭৭	উইলপ্রভৃতি প্রতারণা করিয়া নষ্ট কি বিকৃত করণ, কিম্বা নষ্ট কি বিকৃত করিবার উদ্যোগ করণ কি গোপন করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ

ব্যবসায়ির কি স্বামিত্বের চিহ্ন।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৮২	কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা কি তাহার হানি করণার্থে ব্যবসায়ির কি স্বামিত্বের কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহার করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

৪৮৩	অপচয় কি হানি করিবার মানসে অন্যের ব্যবহৃত ব্যবসায়ির কি স্বামিত্বের চিহ্ন কৃত্রিম করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৪৮৪	রাজকীয় কার্য্যকারক স্বামিত্বের চিহ্ন কিম্বা কোন দ্রব্য প্রস্তুত করণের স্থান গুণাদি জানাইবার জন্যে যে চিহ্ন ব্যবহার করেন, তাহা কৃত্রিম করণ।	ঐ	সমন।	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব।
৪৮৫	সাধারণ কি ব্যক্তিবিশেষের স্বামিত্বের কি ব্যবসায়ির চিহ্ন কৃত্রিম করণার্থে কোন ছেনি কি পট্ট কি অন্য দ্রব্য প্রতারণা করিয়া প্রস্তুত করণ কি নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৮৬	স্বামিত্বের কি ব্যবসায়ির কৃত্রিম চিহ্নিত কোন দ্রব্য জ্ঞানপূর্ব্বক বিক্রয় করন।	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৮৭	যে বস্তাতে কি আধারে যে দ্রব্য না থাকে তাহাতে সেই দ্রব্য আছে এমত বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্তে প্রতারণা করিয়া তাহাতে মিথ্যা চিহ্ন দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৪৮	ঐ রূপ কোন মিথ্যা চিহ্ন ব্যবহার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস গ্রেফ্তারী পরওয়ানা বিনা গ্রফতার করিতে পারে কি না।	৪ প্রথমেই গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৮৯	হানি করিবার অভিপ্রায়ে কোন স্বামিত্বের চিহ্ন লোপ কি নষ্ট কি বিকৃত করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	সমন।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১৯ ঊনবিংশ অধ্যায়। অপরাধভাবে চাকরীর চুক্তিভঙ্গের কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৯০	জলপথে কি স্থলপথে গমন সময়ে কি কোন ব্যক্তির কি দ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে কি কোন ব্যক্তিকে লইয়া যাইতে চুক্তিক্রমে বদ্ধ হইয়া তাহা করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	সমন।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি ১০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৯১	বাল্যাবস্থা, কি বিকৃতমনা, কি রোগপ্রযুক্ত অক্ষম ব্যক্তির সেবা করিতে বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিতে বদ্ধ হইয়া তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক করিতে কি দিতে ত্রুটি করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোনএক প্রকারে কয়েদ কি ২০০৲ টাকা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

৪৯২	চুক্তিক্রমে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কালের নিমিত্তে দূরদেশে নিয়োগ কর্ত্তার ব্যয়ে নীত হইয়া তথায় ইচ্ছাপূর্ব্বক চাকরী পরিত্যাগ করণ কিম্বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে স্বীকার না করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি যত ব্যয় হইল তাহার দ্বিগুণ জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

২০ বিংশ অধ্যায়। বিবাহসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

৪৯৩	বৈধ বিবাহ না হইলেও কোন পুরুষ, বৈধ বিবাহ হইয়াছে, বঞ্চনাদ্বারা কোন স্ত্রীর এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহার সহবাস করাওন।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	সেশন আদালত।
৪৯৪	স্বামির কি ভার্য্যার জীবদ্দশায় পুনশ্চ বিবাহ করণ।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৪৯৫	যাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে তাহার নিকটে পূর্ব্ব বিবাহের বৃত্তান্ত প্রকাশ না করিয়া ঐ অপরাধ করণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৪৯৬	বিধিপূর্ব্বক বিবাহ হয় নাই জানিয়াও কোন ব্যক্তির প্রতারণাপূর্ব্বক বিবাহের অনুষ্ঠান করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও জরীমানা।	ঐ
৪৯৭	পরস্ত্রীগমন।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গ্রেফতারী পরওয়ানাবিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফতারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৯৮	বিবাহিত স্ত্রীকে অপরাধভাবে ভুলাইয়া লওন কি হরণ করণ, কি আটক করিয়া রাখন।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব।

২১ একবিংশ অধ্যায়। অপবাদের কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫০০	অপবাদ করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	বিনা পরিশ্রমে ২ বৎসর পর্য্যন্ত কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব।
৫০১	কোন বিষয় অপবাদজনক জানিয়া মুদ্রিত কি খোদিত করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৫০২	কোন খোদিত কি মুদ্রিত দ্রব্যে অপবাদ জনক বিষয় আছে, জানিয়া তাহা বিক্রয় করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

২২ দ্বাবিংশ অধ্যায়। অপরাধভাবে ভয় জন্মাইবার ও অপমান করিবার ও ক্লেশ দিবার কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫০৪	শান্তিভঙ্গ করাওনাভিপ্রায়ে অপমান করণ।	বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিবে না।	পরওয়ানা।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।

৫০৫	সৈন্যের অবাধ্যতা কি সাধারণের শান্তিভঙ্গক অপরাধ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা বৃত্তান্ত কি জনরব রাষ্ট্র করণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	ঐ	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব।
৫০৬	অপরাধ ভাবে ভয় দর্শাওন।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	যদি মৃত্যু কি গুরুতর পীড়াপ্রভৃতি জন্মাইবার ভয় দর্শান যায়।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত।
৫০৭	অনামক পত্রাদিদ্বারা যে ব্যক্তি ভয় দর্শায় তাহাকে সতর্কতাপূর্ব্বক অপ্রকাশ রাখিয়া অপরাধ ভাবে ভয় দর্শাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	পূর্ব্বোক্ত ধারার দণ্ডের অতিরিক্ত ২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ।	
৫০৮	ঈশ্বরের ক্রোধপাত্র হইবে কোন ব্যক্তির এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া কার্য্য করাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব।
৫০৯	স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার ক্ষোভ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন কথা কহন, কি অঙ্গভঙ্গী করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ কি জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৫১০	মত্তাবস্থায় কি কাহারো ক্লেশজনক রূপে সাধারণ লোকদের গমনাগমন স্থানে উপস্থিত হওন।	ঐ	ঐ	ঐ	বিনা পরিশ্রমে চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কয়েদ কি [illegible] টাকা জরীমানা কি ঐ দুই [illegible]	কোন মাজিষ্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস গেরুতারী পরওয়ানা বিনা গ্রেফ্তার করিতে পারে কি না।	প্রথমেই গ্রেফতারী পরওয়ানা কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতের দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৫১১	কয়েদ হওন দণ্ডের যোগ্য অপরাধ করিবার উদ্যোগ ও সেই উদ্যোগে সেই অপরাধ হইবার জন্যে কোন ক্রিয়া করণ।	ঐ অপরাধের নিমিত্তে পোলীস বিনা পরওয়ানাতে গ্রেফ্তার করিতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে।	অপরাধের জন্যে সামান্যতঃ সমন কিম্বা পরওয়ানা যাহা বাহির হইতে পারে তাহা।	অপরাধির কল্পিত অপরাধের জন্যে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে।	দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কয়েদ হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক কাল কয়েদ কিম্বা জরীমানা কি ঐ দুই দণ্ড।	যে অপরাধের উদ্যোগ হয়, তাহা যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।